JIVANA-ADARSA

FOR

The use of schools in Bengal

BY

THE LATE HEAD MASTER

MAHÁRÁJA NARENDRA KRISHNA H. C. E. SCHOOL.

SECOND EDITION.

জীবন-আদর্শ

বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব

প্রধান শিক্ষক কর্ত্তৃক বিরচিত

ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৮০।

ভূমিকা।
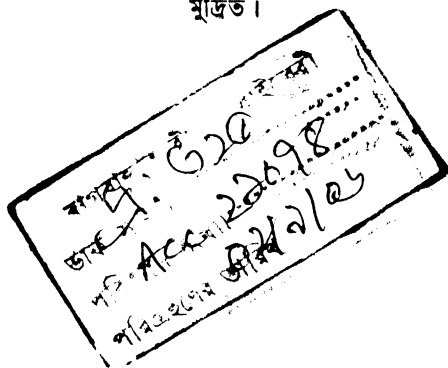
আমার পিতা পরম পূজনীয় ৺মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় যৎকালে মানবলীলা সংবরণ করেন, তৎকালে তাঁহার স্মরণার্থ . ান চিহ্ন রাখিতে বাসনা হয়। তিনি যদিও নিঃস্ব ছিলেন, তথাপি চরিত্রগুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলতঃ চরিত্র সুন্দর থাকিলে নিঃস্ব হইলেও সুখী হওয়া যায় এই প্রমাণ তিনি সম্পূর্ণরূপে দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন রাখিতে হইলে চরিত্রগত কোন চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য, চিন্তা করিয়া আমি এবংবিধ পুস্তক প্রণয়নে সযত্ন হই। বিশেষতঃ যৎকালে আমি কলিকাতা বিদ্যালয়ে (এক্ষণে আল্‌-বর্ট বিদ্যালয়ে) প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, তৎ-কালে আমার এই এক ধারণা হয় যে, এ ক্ষণে বঙ্গীয় যুবক ও বালকদিগের যে দুরবস্থা তাহাতে চরিত্রসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের আবশ্যক হইয়াছে। পরিশেষে মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ-ংরেজী উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যের ভার লইয়া প্রতি সপ্তাহে বালকদিগকে যে উপদেশ দিতাম তাহা সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম।

যাহাতে বালকগণ সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল হয়, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যটী সাধনাভিলাষী হইয়া প্রশ্নচ্ছলে বালকের দৃষ্টি নানা ঘটনায় নিবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। ভাষা অধিকাংশ স্থলে সরল করিয়াও মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কঠিন করিয়াছি। কারণ ইহাতে বালকদিগের নিজচেষ্টায় বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। বিষয় দ্বিবিধ করিয়াছি। কতকগুলি গৃহে পাঠার্থ ও কতকগুলি শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট পাঠার্থ। শিক্ষক মহাশয়গণ নিজ নিজ বিবেচনানুসারে সে সকলের পাঠনায় ব্যবস্থা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে,

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন ও শ্রীযুক্ত দিননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়দ্বয় আমার পুস্তকের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করেন, আমি তাহাতে বিশেষ প্রোৎসাহিত হইয়া, পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই ইহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়গণকে দেখাই। তাঁহারা পুস্তক পাঠে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত করা গেল।

*** বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ জীবন-আদর্শ নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। বালকদিগের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে যে রীতিতে নীতিবীজ বপন করিলে উহা সত্বর অঙ্কুরিত ও ফল-পুষ্পে উপশোভিত হয় এ গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। লেখাটীও সরল ও বাঙ্গালা ভাষার রীতির অনুগত হইয়াছে। ফলতঃ এখানি পাঠ করিলে বালকদিগের নীতি ও বাঙ্গালা উভয়বিধ শিক্ষা লাভ হইবে বোধ হইল। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
১২৮৫। ২৯ এ কার্ত্তিক। "সোমপ্রকাশের অধ্যক্ষ।"

জীবন-আদর্শ গ্রন্থ অতীব হৃদ্য; ইহাতে শিক্ষিতব্য নীতিগুলি অতি সরল ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। শিক্ষার্থিপক্ষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।

জীবন-আদর্শ যত পড়িতেছি ততই সন্তুষ্ট হইতেছি, উহার রচনাপ্রণালী উত্তম ও লেখাটী প্রাঞ্জল হইয়াছে এবং উপদেশগুলি গল্প মধ্যে এমন সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে উহাতে পাঠকমাত্রেরই অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়। এ খানি যে স্কুলের উত্তম পাঠ্য পুস্তক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণঃ।

আমি তোমার জীবন-আদর্শ নামক গ্রন্থখানির ১২০পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। সৌন্দর্য্য, সৎসঙ্গ, অভ্যাস, কুসংস্কার, বিনয়, বুদ্ধি, ক্ষমা, ও দয়া এই কয়েকটী বিষয় লেখা হইয়াছে। ইহার ভাষা উত্তম হইয়াছে, সরলতা ও প্রসাদগুণ প্রায়ই লক্ষিত হইতেছে। বিষয়গুলি পাঠ করিয়া মনের অতিশয় উল্লাস জন্মে। দৃষ্টান্তরূপে যে কয়েকটী লিখিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিতে আমার অবিরত অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ইচ্ছা হয় পুনর্ব্বার পাঠ করি। ফলতঃ এই গ্রন্থপাঠে পাঠকের আনন্দবৃদ্ধি হইবে, নিশ্চয়। এবং বালকবৃন্দের পক্ষে বহূপকার সাধন করিবে। বালকেরা মনোযোগ করিয়া পড়িলে নিজ দোষ শোধন ও গুণবৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আশা করি নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত কর ইতি। ১৪ নবেম্বর, ১৮৭৮।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ-কালে সত্বরতাবশতঃ যে সকল প্রমাদ ঘটিয়াছিল, এ বারে তাহা সংশোধিত হইল। কিন্তু ভাব সম্বন্ধে সাধারণের মত অদ্যাবধি বিশেষ জানিতে না পারাতে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা গেল না। যে মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্বন্ধে আত্মমত প্রকাশ করিবেন, বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করা যাইবে। উদাহরণ স্থলে সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজ জীবনেরও কথা বলিতে হইয়াছে। এরূপ বর্ণনা গ্রন্থকারের পক্ষে যদিও সুবিবেচনার কার্য্য নহে, বন্ধুদিগের অনুরোধে এ বারেও তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিল।

১লা জানুয়ারি, ১৮৮০।

সূচী।

জীবন-আদর্শ।

মনুষ্য-জীবন ও সৌন্দর্য্য।

জগৎপাতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে কেবল শরীর সম্বন্ধে উচ্চশির করিয়াছেন, তাহা নহে, সকল বিষয়েই উহাকে সমুদয় প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণীকে যাহা দান করিয়াছেন, মনুষ্যকে তাহার কিছুতেই বঞ্চিত করেন নাই। অধিকন্তু মনুষ্যকে আর আর এত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন যে, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি অন্যান্য প্রাণীকে শরীর ও শরীরগত সুখ-ভোগার্থ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গুলি দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি কয়েকটী বৃত্তি, উক্তশরীরপোষণার্থ দেহধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মনকে উহাদের নেতৃস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শরীর রক্ষণ করিতে হইলে উহাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। তিনি মনুষ্যকে শরীর দিয়াছেন, সুতরাং তৎ-পোষণার্থ উপরি-উক্ত উপায়গুলিও কায়সন্নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি আর একটী পদার্থ মনুষ্যের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, এবং তৎপোষণার্থ কতক-

গুলি উপায়ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পদার্থের নাম আত্মা। উপায়গুলির নাম দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি; এবং এই সমুদয় প্রবৃত্তিগুলির নেতার নাম বিবেক।* শরীর-রক্ষণ-ব্যাপারে মন যেমন প্রয়োজনীয়, আত্মার রক্ষণ-কার্য্যে বিবেকও তেমনি আবশ্যক। এই শেষোক্ত দয়া-দাক্ষিণ্যাদি প্রবৃত্তিগুলি অন্যান্য প্রাণীতে প্রায় লক্ষিত হয় না। একটী শার্দ্দূল কোন মনুষ্যকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, তাহার দুঃখিনী অনাথা স্নেহময়ী জননী যদি গলবস্ত্র হইয়া উক্ত ব্যাঘ্রের নিকট ক্রন্দন করে, তবে কি ব্যাঘ্র দয়াপরবশ হইয়া স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে? কি প্রকারেই বা সে দয়া করিবে? পরমেশ্বর উহাকে যাহাতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা কোথায় পাইবে? বরং সেই সুযোগে উহার জননীকেও উদরসাৎ করিবে। কিন্তু মনুষ্য পশুবৎ যতই কঠিনহৃদয় হউক না, সময়বিশেষে অন্যের কাতরোক্তিতে যে তাহাকে বিগলিতহৃদয় হইতে হয় তাঁহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

একদা ইংলণ্ডের কোন এক রাজমহিষী অতি দুর্গত অবস্থায় পতিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ নিজকুমার বক্ষে করিয়া রজনীযোগে এক অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি

---

* কোন একটী মন্দ কার্য্য করিলে মনে একটা খট্‌কা লাগে, ও সৎ কার্য্য করিলে হৃদয়ে একটী আনন্দজনক তৃপ্তির উদয় হয়। বিবেকই এইরূপ হইবার কারণ।

দস্যুহস্তে পতিত হইয়া হৃত-সর্ব্বস্ব হন, কিন্তু বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। কিয়ৎ পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, শাণিত-অসিহস্তে আর একজন দস্যু আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কম্পিতহৃদয়ে উক্ত ভীষণমূর্ত্তি দস্যুর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "ভদ্র, আমি তোমাদের এই রাজকুমারের ভার তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম।" দস্যু এই নূতন ব্যাপারে চমৎকৃত হইল। মানব সমাজের সর্ব্বোচ্চ পদবীস্থ লোকেরও সামান্য লোকের ন্যায় অবস্থান্তর হয় দেখিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া সংসারসুখে বীতস্পৃহ হইল, এবং বৈরাগ্যভাবে পূর্ণহৃদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ এই শপথ করিল, "আমি আপনাদিগের একটী কেশও স্পর্শ করিব না। আপনাদিগের উপকারার্থ যদি আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহাও আমি প্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করিব।" এই বলিয়া দস্যু তাঁহাদিগকে আপন ভবনে লইয়া গিয়া নিঃস্বার্থভাবে যথেষ্ট শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

বিদেশীয় উদাহরণের প্রয়োজন নাই। আমাদের সম্মুখেই অহরহঃ এত ঘটনা ঘটিতেছে যে তাহা অবলোকনে মনুষ্যের অন্তরে অপর প্রাণীর অলভ্য যে রত্ন নিহিত আছে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন মনুষ্য অপরের সহিত শত্রুতা করিয়া যতই পশুভাবাপন্ন হউক না

কেন, সময়বিশেষে সে ব্যক্তি উহার জন্য অনুশোচনা করিয়া আবার দয়া-দাক্ষিণ্যাদির পরিচয় প্রদান করে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় কোন এক পল্লীতে দুইটী সৈনিক পুরুষ মদ্যপানানন্তর প্রাতঃকালে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই প্রতিজ্ঞা করিল "যে ব্যক্তি অদ্য আমাদিগকে নমস্কার না করিয়া যাইবে, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিনাশ করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় দুইটী পথিক তাহাদের নেত্রপথে পতিত হইল। উহারা তাহাদের সম্মুখে উপনীত হইলে তাহারা সৌভাগ্যক্রমে উহাদিগকে নমস্কার করিল। সৈনিকদ্বয় প্রতিনমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর এক পথিক উহাদের সম্মুখীন হইয়া নীরবে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সৈনিকদ্বয় আত্মপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে আক্রমণ করিল, এবং ভয়ে কম্পমান ও করুণস্বরে রোরুদ্যমান পথিকের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল। পথিক করুণস্বরে বলিতে লাগিল "হুজুর! আমাকে হত্যা কর তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার বৃদ্ধা জননী তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার যষ্টিস্বরূপ আমাকে হারাইয়া ক্ষণকাল বাঁচিবেন না। আমার প্রিয়তমা বনিতার পিতৃকুলে কেহ নাই যে তাহাকে আশ্রয় দিবে; সে নিশ্চয়ই পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা ক্রোড়ে লইয়া আজি পথের কাঙ্গালিনী হইল।"

এই কথা বলিতে বলিতে পথিক শোকে ও প্রহার-যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত, ও দ্বিতীয় ছুরিকাঘাতে

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, হইল। সৈনিকদ্বয়ের যদিও নরহত্যায় সম্পূর্ণ নিপুণতা জন্মিয়াছিল, তথাপি উক্ত নির্দ্দোষ পথিকের রোদন-ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ করুণার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন সুরাপান-জনিত উন্মত্ততার অপলোপে পুনরায় চৈতন্যোদয় হইল, তখন উক্ত কাতরধ্বনি স্মরণপথে উদিত হইয়া বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাহাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরি-শেষে এত অধীর হইয়া পড়িল যে, আত্মকৃত অপরাধের প্রায়-শ্চিত্ত আশয়ে আপনারাই রাজদ্বারে গিয়া নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিল, ও আনন্দিতমনে প্রাণদণ্ডবিধি গ্রহণ করিল। যে সময়ে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়, তৎকালে তাহারা উদ্বন্ধন-কাষ্ঠে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া সমুপাগত দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "মহোদয়গণ, আমরা মদ্য-পান করিয়া যে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম তাহা নহে, অন্যকেও ধনে প্রাণে নষ্ট করিয়াছি। অদ্য হইতে আপনারা আমাদের এই শোচনীয় ব্যাপার দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিয়া দিয়া সকলের চরণ ধরিয়া সানুনয়ে এই অনুরোধ করিতে থাকুন যেন তাহারা সকল সর্ব্বনাশের মূল এই গরলের আশ্রয় না লয়!! ইহাতে আমাদের যে ফলভোগ হইল স্বচক্ষে অবলোকন করুন"—এই বলিয়া উহারা উদ্বন্ধনরজ্জুতে আপন আপন মস্তক সন্নিবেশিত করিল ও ক্ষণকালমধ্যে গতাসু হইল।

এই শেষবর্ণিত মনোবৃত্তি যে অন্যান্য প্রাণীতে লক্ষিত হয় না তাহা সকলেই জানেন। পশুদিগের মধ্যে এই

ভাবের অভাব থাকাতে তাহাদের অপরাধের দণ্ডবিধানও নাই। অশ্বাদি পশু আরোহীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিলে কেহ মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের প্রাণদণ্ড-বিধানে অগ্রসর হয় না।

শুনা গিয়াছে, অস্মদ্দেশীয় কোন এক ধনীর বনিতা আপনার অষ্টমবর্ষীয় একটী শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে একদিন তীর্থদর্শন উপলক্ষে কোন এক আত্মীয় ভবনে উপনীত হন। নিকটে বহুল অর্থ ও অলঙ্কারাদি থাকাতে গৃহস্থ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া রজনীযোগে ঐ রমণীকে বিনাশ করিয়া সমুদায় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিল। রমণী ইহা বুঝিতে পারিয়া রজনীতে শয়নগৃহে সমুদয় অলঙ্কারাদি বালকটীর গলে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং বার বার মুখচুম্বন করিতে করিতে শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন "বৎস! আজি আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। যাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তিনি ও গ্রামস্থ সকলে আমাদের প্রাণবিনাশে উদ্যত। আমি কয়েকখানি বস্ত্র পরস্পর যোজনা করিয়া এই গবাক্ষ দিয়া তোমাকে ভূমিতে নামাইয়া দিতেছি, তুমি ভূমিতে পতিত হইবামাত্র যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বেগে পলায়ন করিবে।" বালক ইহা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মা! তোমার উপায় কি হইবে?" তিনি বালককে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি পলায়ন করিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই।" পরে গবাক্ষ দিয়া শিশু সন্তানটীকে ভূমিতে নামাইয়া দিলে সে কিছুদূর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল,

কিন্তু ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হওয়াতে অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। যে স্থলে বালক পতিত হইল, তাহার অতি নিকটে কয়েকটী বণিক বৃক্ষতলে বসিয়া রন্ধন করিতেছিল। তাহারা উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার চৈতন্য সম্পাদন করিল ও তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হইয়া উহাকে অতি গোপনীয় স্থলে লুক্কায়িত রাখিয়া রাজদ্বারে সংবাদ পাঠাইয়া দিল। এ দিকে শিশুর মাতা যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশপূর্ব্বক গ্রামস্থ সকলে অসিদ্বারা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিল। কিন্তু যখন দেখিল যে বালকটী সমুদয় অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহাদের বিষাদের আর সীমা রহিল না। সকলেই বালকের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল, কিন্তু কেহ কোথায়ও অনুসন্ধান পাইল না।

অতিপ্রত্যূষেই রাজকর্ম্মচারিগণ উক্ত বালক সমভিব্যাহারে গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত দর্শন করিলেন। বালকটী স্নেহময়ী জননীকে শোণিতাক্ত ও ধূলায় শয়ান দেখিয়া 'মা—মা' রবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মাতার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার বিকসিত মুখপদ্ম একবারে শুকাইয়া গেল। অশ্রুধারা গণ্ডদ্বয়কে ভাসাইয়া সমাগত জনসমূহের শোকনদী উচ্ছলিত করিতে লাগিল। তাহারা বালককে অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কিন্তু বালক কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। এত অল্প দিনের মধ্যেই এমন 'মা' কথাটী আর উচ্চারণ করিতে পাইব না, এই ভাবিয়াই যেন বালক দ্বিগুণতর চীৎকার-

ধ্বনিতে 'মা—মা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে মাতৃঘাতক গৃহস্থের পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "মহাশয়! আপনি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আমার মাকে বাঁচাইয়া দিন, আপনি আমার মাকে বাঁচাইয়া দিন।" বালকের রোদনধ্বনি শুনিয়া ঘাতকদিগের হৃদয় বজ্রাহত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষকে সম্বোধন করিয়া একস্বরে বলিয়া উঠিল "মহাশয়, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আমাদিগের প্রাণদণ্ড বিধান করুন। ধরা সকল ভার বহন করিয়াও আমাদের মত জঘন্য ও নির্দ্দয় নরাধমদিগের ভারবহন অশেষক্লেশকর বোধ করিতেছেন।"

অন্যান্য জীবদিগের অপেক্ষা মনুষ্যের অন্তরে যে স্বতন্ত্র কিছু পদার্থ আছে, এই শেষোক্ত বাক্যগুলি তাহার সম্যক্ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শরীরপোষক কাম, ক্রোধ লোভ, ভয় প্রভৃতি প্রবৃত্তি-গুলির পরিপুষ্টিতে মনুষ্যের কিছুই প্রশংসা নাই। যে পরিমাণে মনুষ্যের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি প্রবৃত্তিগুলি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব হয়। "অমুক লোক মানুষের মত মানুষ" "লোকের মত লোক" ইত্যাদি যে চিরপ্রচলিত বাক্যসন্ততি আছে, তাহাতে কখনই এরূপ প্রতীতি হয় না যে উক্ত ব্যক্তি অধিক লোভী, বা অধিক ক্রোধপরায়ণ বা অধিক ভয়বিমুগ্ধ; কিন্তু উক্ত ব্যক্তির দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান, সাহস ইত্যাদি অধিক আছে, ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সুতরাং 'মনুষ্য' শব্দটী উচ্চারণ করিলে সাধারণতঃ যখন

দয়াদাক্ষিণ্যাদি-গুণসমষ্টিযুক্ত পুরুষবিশেষের উপলব্ধি হইল, তখন মনুষ্যের জীবন যে কেবল উক্ত গুণসমষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তিনি সেই পরিমাণেই মনুষ্য হইয়াছেন, যে পরিমাণে উক্ত প্রবৃত্তিগুলি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং সেই পরিমাণেই পশু হইয়াছেন, যে পরিমাণে তাঁহার ক্রোধ, ভয়, স্বার্থপরতা প্রভৃতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বদাই যেন এইরূপ বলিতেছেন, "মনুষ্য! তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি পশু হইতে পার, ইচ্ছা হইলে তুমি মনুষ্যও হইতে পার; কারণ, ইচ্ছা ও অভ্যাস তোমারই হস্তে দিয়া পশুপ্রবৃত্তি ও মনুষ্যপ্রবৃত্তি উভয়ই তোমার অধীনে রাখিয়া দিয়াছি। অন্যান্য জন্তু পশুপ্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু তোমার তদতিক্রম সম্ভবপর করিয়াছি ও উচ্চ নিধি তোমার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছি।"

অপরাপর জন্তুর সৌন্দর্য্য বলিলে তাহাদের শরীরগত সৌন্দর্য্য বুঝায়। কিন্তু মনুষ্য-সম্বন্ধে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব উপলব্ধি হয়। মনুষ্যের শরীরগত সৌন্দর্য্য অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। যিনি বাহিরে যতই কেন সুশ্রী হউন না, যদি অসৎচরিত্র হন তবে তাঁহার সৌন্দর্য্য কাহারই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কিন্তু কেহ দেখিতে অতি কুৎসিত হইয়াও যদি সদ্গুণে ভূষিত থাকেন, তবে তাঁহার এত সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপথে পতিত হয় যে তাহার বর্ণনা করা যায় না। মাতা যতই কেন কুৎসিত হউন না, সন্তান মাতৃগুণে তাঁহাকে এত সুন্দর দেখে

যে, তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর পদার্থ জগতে আর নাই মনে করে।

অনেকে শরীরের বাহ্য-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা প্রয়াসী; কিন্তু তাহারা জানে না যে এ সৌন্দর্য্য কত অল্পক্ষণ-স্থায়ী। যাহার সহিত পরিচয় নাই, এমন ব্যক্তি দেখিতে সুশ্রী হইলে, দেখিবামাত্র সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি তৎপরক্ষণে তাহার সহিত আলাপে তাহাকে অতি নির্ব্বোধ, অসভ্য বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর সুন্দর দেখিতে পাই না। সেইরূপ আবার যদি কোন কুৎসিত পুরুষ যথার্থ সাধু হন, তাহা হইলে প্রথম দর্শনকালে তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা হইতে পারে, কিন্তু যতই তৎসহবাসে আমরা তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইতে থাকি, ততই তাঁহার সুন্দর ও মনোরম ভাবে হৃদয় মোহিত হইতে থাকে। গ্রীস্‌দেশীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত সক্রেটিস্ দেখিতে অতি কুৎসিত হইলেও লোকে তাঁহার গুণে এত মুগ্ধ ছিল যে, তাঁহার কুৎসিত রূপ ভুলিয়া গিয়া সকলে সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিত।

আমরা তাহারই শরীরগত সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া স্বীকার করি, যাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ইত্যাদি পরিবর্দ্ধিত ও সুগঠিত। যাহার চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা অনুন্নত, চিবুক অদৃশ্য, গণ্ড নিম্নগত, তাহাকেই লোকে কুৎসিত বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থাই সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং মনুষ্য বলিলে যখন তদ্গত দয়া-দাক্ষিণ্য-বিনয়াদি-গুণসমষ্টিযুক্ত পুরুষ উপলব্ধি হয়, তখন তাহাকে সুন্দর

হইতে হইলে উক্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই পূর্ণাবস্থায় উপনীত করিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যের কি ভ্রম! লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য মানসিক গুণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হয়। কেহ কেহ আত্ম-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি যদি অল্প মাত্রায়ও গর্ব্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিবর্দ্ধক সমুদয় অলঙ্কার বিফল হইয়া যায়। কারণ, যিনি যত প্রকারেই আপনাকে সুদৃশ্য করুন না, এক বিন্দু অহমিকা-প্রকাশে তাঁহার সমুদয় সৌন্দর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। লোকে অহঙ্কারী রূপবান্ পুরুষ বা রূপবতী নারীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। কেনই বা পারিবে? মনুষ্যগণ বাহ্য রূপে বা অলঙ্কারে ভুলিবার পাত্র নহে। তাহারা সর্ব্বদা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য অন্বেষণে ব্যস্ত। রূপবিহীন অলঙ্কার-বিহীন নর-নারী বিনীত হইলে যেমন সুশ্রী দৃষ্ট হয়, সমষ্টী-ভূত রূপ ও অমূল্য রত্নে বিভূষিত পুরুষ বা রমণীকে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের সহিত পদনিক্ষেপ করিতে দেখিলে তেমনি জঘন্য ও কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়!

স্বভাবদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হন না। তিনি জানেন বাহ্য শরীরগত সৌন্দর্য্য অধিক আবশ্যক নহে। যদিও আবশ্যক হয়, তাহা অলঙ্কারাদি-ধারণে বর্দ্ধিত হয় না, কিন্তু মনের ভাব সুন্দর হইলেই হয়। যেরূপ জাতিবিশেষের ওজস্বিতা ও নম্রতা অনুসারে তাহা-

দের ভাষারও ওজস্বিতা ও নম্রতা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনের সুভাব ও কুভাব অনুসারে মনুষ্যের মুখাকৃতি লালিত্য ও কঠোরত্ব ধারণ করে। বঙ্গবাসিগণ স্বভাবতঃ নম্র হওয়াতে তাহাদের ভাষাও সমুদয় জাতির ভাষা অপেক্ষা মৃদু, শরীরও দুর্ব্বল হওয়াতে ওজস্বিতাপূর্ণ সংস্কৃত বা উর্দ্দু ভাষা উচ্চারণে অক্ষম। কিন্তু উক্ত বঙ্গবাসী যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন তিনি হিন্দি কিংবা ইংরেজি ভাষা বলিতে উদ্যত হন। এক্ষণে তাঁহার মন ক্রুদ্ধ থাকাতে যেমন ওজস্বিভাষা তাঁহার মুখে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ রসনা কঠোর হয়, সেই-রূপ মন দুষ্ট হইলে তাঁহার মুখাকৃতিও দুষ্টভাব ধারণ করে, সুতরাং চক্ষু-নাসিকাদি সুগঠিত থাকিলেও তাহাদের লালিত্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু লালিত্যই বস্তুতঃ সর্ব্বসম্মত সৌন্দর্য্য। চক্ষু-নাসিকাদির বিভিন্ন গঠনসৌষ্ঠব জাতীয় অভিরুচি। (কারণ, যে চক্ষুর ক্ষুদ্রতা আমরা ঘৃণা করি, চীনদেশীয়গণ তাহারই প্রশংসা করিয়া থাকে।) কিন্তু লালিত্যভাব সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বসম্মত সৌন্দর্য্য। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৌন্দর্য্য দ্বারা অন্যের চিত্তরঞ্জন করিতে ইচ্ছুক হইলে আন্তরিক সদ্ভাব পোষণদ্বারাই দেহের লালিত্য-বর্দ্ধনে সযত্ন হন।

লোকে যে পরিমাণে অজ্ঞ অবস্থায় থাকে, সেই পরি-মাণেই বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আসক্ত হয়। এই জন্যই দেখা যায় যে, বালক বালিকাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরি-চ্ছদ ও অলঙ্কারপ্রিয়। রমণীগণ পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক

হীন ও অজ্ঞ অবস্থায় থাকাতে উহাদের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের এত আবশ্যকতা হইয়াছে। পুরুষেরাও যে পরিমাণে মূর্খতাবস্থায় থাকে, সেই পরিমাণে তাহাদেরও মধ্যে রূপবর্দ্ধনার্থ অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধনে ঔৎসুক্য দেখা যায়। আমাদের দেশের পুরুষগণ অলঙ্কার ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু অবস্থানুসারে তাঁহাদের মধ্যেও পরিচ্ছদের সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পশ্চিম-প্রদেশীয় পুরুষগণ বঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা অধিক অজ্ঞ ও অসভ্য অবস্থায় থাকাতে তাহাদের মধ্যে আজিও অলঙ্কার-ধারণ প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে সুসভ্য সম্প্রদায় ও সভ্যপদবীস্থ সমুদয় পুরুষই সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কিন্তু সেনা-সম্পর্কীয় সমুদয় পদবীস্থ ব্যক্তি পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রিয়। কারণ, উক্তপদবীস্থ লোকদিগেরই মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি-চালনার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

মনুষ্য! তুমি বাহ্য রূপ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে গিয়া আর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিও না। পাত্র যতই সুন্দর হউক না, অতি ক্ষুদ্র জীবও তাহা শূন্য দেখিলে পরিত্যাগ করে; মনুষ্যের ত কথাই নাই। একটী পাত্র যেরূপ হউক না কেন, যদি তুমি তাহাতে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পার, তোমাকে কোন পিপীলিকা বা মক্ষিকা যত্ন করিয়া আহ্বান করিতে হইবে না। তাহারা পাত্রে মধু দেখিতে পাইলে আপনারাই নানা স্থান হইতে আসিয়া সেই মধু আস্বাদনার্থ ব্যগ্র হইবে। যদি লোককে আকর্ষণ

করিতে চাহ, হৃদয়-পাত্রটী মধুময় কর। মনুজ-সমাজ বাহ্য রূপ ও পরিচ্ছদে ভুলিবার পাত্র নহে; তাহারা সর্ব্বদাই কিছু আস্বাদন করিতে চায়, তোমার গুণরূপ মধুদ্বারা তৃপ্ত হইতে চায়।

বাল্যাবস্থা ও সৎসঙ্গ।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন, যে, তিনি মনুষ্যের কত গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যভিন্ন অন্যান্য প্রাণীর ভার তিনি আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের ভার স্বহস্তে না লইয়া তাহার নিজের উপর ও তাহার স্বজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অন্যান্য প্রাণীরা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই কেহ বা শরীর-আচ্ছাদনার্থ লোমময় মনোহর বসন, ও তৎপোষণার্থ অমৃতসদৃশ মাতৃস্তনদুগ্ধ, কেহ বা দিগন্তদর্শনার্থ অতিদ্রুতগামী যান-সদৃশ পক্ষদ্বয়, কেহ বা বাসোপযোগী অতিকঠিন নিরাপদ বাসস্থল, এবং সকলেই যতদিন পর্য্যন্ত আত্মপালনে সমর্থ না হয় কেবল ততদিনের জন্যই মাতৃস্নেহ, জগৎপালকের নিকট হইতে বুঝিয়া লয়। তাহাদের কাহাকেই আহার প্রস্তুত করিতে হয় না; উহা সর্ব্বত্র সুসজ্জিত। ভুবনস্রষ্টা স্বয়ং তাহাদের ভার লওয়াতে কাহারও পীড়া বা অসময়ে মৃত্যু নাই। প্রায় সক-

সেই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া অবনীলীলা সংবরণ করে! যাহাদের রোগের সম্ভাবনা আছে তাহারা অভয়দাতার নিকট হইতে অভয়স্বরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য মাতৃবক্ষঃস্থ ক্ষীরমাত্র অবলম্বন করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং আত্মপোষণার্থ যে কেবল মাতা ও পিতার উপর নির্ভর করে তাহা নহে, তাহার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য স্বজাতীয়দিগের প্রতি ভাবিপ্রত্যুপকার-আশা দিয়া অলক্ষিতভাবে নির্ভর করিতে থাকে। অন্যান্য প্রাণী বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে মাতার স্নেহে বঞ্চিত হয়, কিন্তু মানব-সমাজে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব। বালকের পরিচর্য্যায় যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে; মাতা ও পিতা ততই স্নেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। ভূতলগত দেবতাস্বরূপ জনক-জননীর কথা দূরে থাকুক, অতি দূরদেশবাসী ব্যক্তি পর্য্যন্ত উক্ত বালকের দর্শনে কতই স্নেহ বর্ষণ করিতে থাকে! অপর প্রাণী নিজের জন্য, কিন্তু মনুষ্য অন্যের জন্য, সর্ব্বদা বিব্রত। একটী ইতর জন্তু যেখানে একাকী সুখে অবস্থান করিতে থাকে, তথায় স্বজাতীয় অপর কোন প্রাণীকে আসিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার ঈর্ষা, ক্রোধ, ও জিঘাংসা-বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু যে মানব বিদেশে একাকী অবস্থান করিতেছে, সে যদি স্বজাতীয় অপর কোন ব্যক্তিকে নয়নগোচর করে, তাহা হইলে সে আগন্তুককে লইয়া কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবে তাহা স্থির করিতে পারে না। মনুষ্যগণ যে পরিমাণে আপনাদিগকে অপরের

রক্ষক, শরণ, ও প্রতিপালক জ্ঞান করেন, সেই পরিমাণেই আপনাদিগকে ধনী ও সুখী মনে করেন।

এই সকল বিষয় মনোনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে, মনুষ্য মনুষ্যকে ছাড়িয়া একদণ্ড বাঁচিতে পারে না। তাহার জন্য কেহ আহারীয় দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কেহ তৎসমুদায় প্রস্তুত করিবে, কেহ তাহার শরীর আচ্ছাদনার্থ বস্ত্র বয়ন করিবে, কেহ বা তাহার হৃদয়ের অতিসন্নিহিত হইয়া সুখে, দুঃখে, স্বচ্ছন্দে বা কষ্টের অবস্থায় তাহার সুখ বর্দ্ধন ও কষ্ট বিমোচন করিবে। যিনি মনুষ্য-সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হন, তিনি নামে মনুষ্য-সমাজ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু স্বকৃত সমস্ত কার্য্যে আপনাকে মনুষ্য-সমাজের নিয়মাধীন পরিচয় দেন। তিনি বনে অবস্থান করত পশু পক্ষী ও বৃক্ষগুলির সহিত মানবসম্বন্ধ সংস্থাপন করেন;—কোন হরিণ-শাবককে আপনার পুত্রত্বে বরণ করেন, কোন মহিষকে আপনার রক্ষকপদে অভিষিক্ত করেন, কোন পয়স্বিনী গবীকে আপনার মাতার ন্যায় সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, এবং কোন ফলপুষ্পশোভিত তরুবরের মূলে উপবেশনানন্তর তাহার সহিত নানা তত্ত্ববিষয়ে আলাপ করিয়া উত্তর না পাইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদজনিত চিত্তক্ষোভ নিবারণ করেন।

সুতরাং কেবল যে দেহরক্ষণ-সম্বন্ধে একজনকে অপরের

উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা নহে, কিন্তু মনোরক্ষণ-বিষয়েও ঐরূপ নির্ভর করিতে হইবে। পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীরের অবয়বমাত্র গঠন করিয়া উলঙ্গাবস্থায় পৃথিবীতে পাঠাইয়া তৎপরিবর্দ্ধনের জন্য যেমন অপর সাধারণ লোকের উপর ভার সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ মনের বৃত্তিগুলিমাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পরিপুষ্ট করিবার জন্য তৎসহবাসী-দিগের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। শরীর যেমন পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদিগের প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদির গুণদোষানুসারে সুদৃঢ় বা ভঙ্গুর হইয়া থাকে, মনও ঠিক সেইরূপ সদসৎ-উপদেশানুসারে সমুন্নত বা অবনত হয়।

অন্যান্য প্রাণীর গাত্র জন্মাবধি ঈশ্বরপ্রদত্ত আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকাতে তৎপরিতঃস্থ শীতল বা উষ্ণ পদার্থ তাহার শরীরকে সহসা শীতল বা উষ্ণ করিতে পারে না। কিন্তু মানবদেহ বিনা আচ্ছাদনে সৃষ্ট হওয়াতে, চতুঃপার্শ্বস্থ শীতল বা উষ্ণ দ্রব্যের শীতোষ্ণগুণ অতি শীঘ্রই গ্রহণ করে। রৌদ্রে ভ্রমণ করিলে মনুষ্যদেহ যত শীঘ্র প্রতপ্ত হইবে, নীহারাচ্ছন্ন রজনীতে বহির্গত হইলে যত শীঘ্র শীতল হইবে, অন্য কোন প্রাণীর শরীর তত শীঘ্র সেরূপ হইবে না। মন সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনুষ্য-মন যত শীঘ্র নিকটবর্ত্তী লোকের দোষগুণ অনুকরণ করিবে, তেমন আর কোন জীবই পারিবে না। অপর জন্তুগণের জন্মগ্রহণ-কালেই শরীরের ন্যায় মনোবৃত্তিগুলিও স্বভাবদত্ত আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। একটী গোশিশু জন্মাবধি মেষশাবকদিগের সহবাসে থাকিলে

কখন তাহার গোসুলভ স্বভাবের অপলোপ হইবে না। কোকিলশাবক কাকের প্রযত্নে পালিত হইয়াও কাকস্বভাব উপার্জ্জন করিতে পারে না। কিন্তু নরশিশুকে জন্মাবধি যদি ব্যাঘ্রমণ্ডলীর মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে সে ব্যাঘ্রের স্বর ও আচরণ শিক্ষা করিবে। ভল্লূকের সহিত প্রতিপালিত হইলে ভল্লুকের ন্যায় নখাঘাত করিতে শিখিবে। কিছু-কাল হইল, গভীর অরণ্যে একটী মনুষ্যশিশুকে ব্যাঘ্র-আবাসে, ও আর একটীকে ভল্লুক-গর্ত্তে পাওয়া যায়; তাহাদের স্বর ও আচরণ ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসদৃশ দৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ অতি উচ্চবংশসম্ভূত বালক পশুবৎ মানবের সহবাসে যে পশুর মত হইয়া যায়, এবং পশুপ্রকৃতি জনক জননীর তনয় যে উৎকৃষ্ট সহবাসে উৎকৃষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ সংখ্যাতীত। আফ্রিকা মহাদেশে অতি অসভ্যজাতীয় একটী কাফ্রিসন্তান দৈব-ঘটনায় ইংলণ্ডের কোন ভদ্রপল্লীতে অবস্থান করাতে কয়ে-কটী সাধু বালকের সহিত তাহার প্রণয় হয়; তদুপলক্ষে সে এত জ্ঞান উপার্জ্জন করে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ তাহাকে একটী প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার সময় বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

অতএব মনুষ্যশরীর যেমন বস্ত্র ও আহারীয় দ্রব্যের সংসর্গে তাহাদের গুণাগুণ-অনুসারে পুষ্ট বা রুগ্ন হয়, মনুষ্যমনও যে তদ্রূপই সদসৎসংসর্গে উন্নত বা অবনত হয়, তাহার আর সংশয় নাই।

বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে মানবমনকে যে দিকে লওয়ান

যাইবে, উহা সেই দিকেই ধাবিত হইবে। এই সময়ে মন সলিলের ন্যায় তরল অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থের স্বভাব এই, যে, উহা স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখ হয়। উন্নত প্রদেশে লইয়া যাইতে হইলে অন্যের পরিশ্রম ও উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক। সাধারণতঃ মনুষ্যের মন যে অতি নীচ প্রকৃতির দেখা যায়, তাহার কারণ উক্ত পরিশ্রম, যত্ন, ও যন্ত্রস্বরূপ নানা উপায় উদ্ভাবনের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, দোষশিক্ষা সহজ, ইহাতে তাদৃশ যত্ন আবশ্যক করে না। কিন্তু গুণশিক্ষা যত্নসাপেক্ষ। এক ব্যক্তি বিনা দোষে অন্যের অবমাননা করিলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কটূক্তি করা সহজ, কিন্তু উক্ত ক্রোধ নিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করা, ও অবমাননার পরিবর্ত্তে লোকের নিকট তাহার সুখ্যাতি করা যে কতদূর যত্ন ও আয়াস-সাধ্য, তাহা উক্ত প্রকৃতির মহাবীর ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবার নহে।

তরল পদার্থ সলিলের আর একটী স্বভাব এই যে, ইহা সৎক্ষেত্রে পতিত হইলে বিবিধ সুফল উৎপাদন করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু যদি অসৎক্ষেত্রে পতিত হয়, তবে কণ্টকসমাকীর্ণ অতি অনিষ্ট-কারক গুল্মাদি উৎপাদন করে। মানবমনকেও যদি অশেষতমোপহ ও হৃদয়তৃপ্তিকর জ্ঞানপ্রদ বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ইহা যেমন সুফল-প্রদানে সাধারণকে পরিতৃপ্ত করে, অতি হেয় ক্লেশকর বিষয়ে আসক্ত করিলে তেমনি মানবের ঘৃণাস্পদ

ও অনিষ্টকর হয়। প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মনু এই বিষয়টী স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ সলিল সদ্ব্যাপারে নিয়োজিত করিলে উহাতে সুফল ফলিবেই ফলিবে। কিন্তু অসদ্ব্যাপারে নিয়োজিত কিংবা অযত্নের অবস্থায় রাখিলে, উহা হইতে পূতিগন্ধ উদ্ভূত হইয়া উহা যে স্বয়ং দূষিত হইবে, ও চতুর্দ্দিকৃস্থ অধিবাসী-দিগকে উত্ত্যক্ত করিবে, তাহা যে ব্যক্তি অব্যবহৃত সরোবরের দশা অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন; পণ্ডিতবর বেকন এই বিষয়টী স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তরল পদার্থ জলের আর একটী ধর্ম্ম এই যে, ইহা যে রঙ্গের পাত্রে থাকে, ইহাতেও সেই রঙ্গ দৃষ্ট হয়। একটী সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় পাত্রে বারি রাখিলে উহা স্বর্ণরঙ্গে রঞ্জিত হইবে, কিন্তু উহা আবার লৌহময় পাত্রে রাখিলে লৌহের রঙ্গ ধারণ করিবে। বাল্যাবস্থায় মনুষ্যের মনের প্রকৃতিও উক্ত-প্রকার। ইচ্ছা করিলে এই মনকে সুবর্ণপাত্ররূপ সাধু-প্রকৃতি লোকের সঙ্গে রাখিয়া তাঁহার পুণ্যজ্যোতিতে স্বর্ণা-পেক্ষাও জ্যোতিষ্মান্ করা যায়; আবার ইচ্ছা করিলে এবম্ভূত মানসকে স্বর্ণপাত্র-বঞ্চিত করিয়া অতি নিকৃষ্ট লৌহ-পাত্ররূপ অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে রাখিয়া মলিন করা যায়।

কিন্তু দ্রব পদার্থ সলিলে যদি কোন্ রঙ্গ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ সলিলের উক্ত রঙ্গই হইবে। যখন মনুষ্যমন উজ্জ্বল রঙ্গের সাধু প্রকৃতি ও মলিন রঙ্গের

বাল্যাবস্থা ও সৎসঙ্গ।

অসাধু প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইতে থাকে, তখনই বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত আনন্দ বা ভয়ের বিষয়। বিশেষতঃ যখন উহা একেবারে কাঠিন্যে পরিণত হয়, তখন উহাকে অন্য রঙ্গে রঞ্জিত করা একেবারে অসম্ভব, সুতরাং সম্পূর্ণ আশাকর বা সম্পূর্ণ নিরাশজনক ব্যাপার হইয়া উঠে।

এইজন্যই বাল্যাবস্থাকে লোকে শিক্ষার সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে মনোবৃত্তিগুলি দৃঢ়তর ও কঠিনতর হইতে থাকে। যদি এই সময়েই সতর্ক হইয়া উক্ত তরলভাবাপন্ন মনকে সুবর্ণ-রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ক্রমশঃ কাঠিন্যে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে উহা চিরকাল স্বর্ণের ন্যায় চাক্‌চক্যশালী থাকিয়া যায়। অন্যথা এমন সুন্দর মন কীদৃশ মলিন ভাব ধারণ করে! মলিন অবস্থায় মানব-মন কাঠিন্য ভাব ধারণ করিলে, তাহার সংশোধনের আশা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে যখন মনোবৃত্তিগুলি পূর্ণগঠিত ও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন কত সহস্র লোক আপনার মলিনতা অবলোকন করিয়া অশ্রুজলে আপনার দোষরূপ মলিনভাব ধৌত করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু মন তখন অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে, বার বার ধৌত করিলে কি হইবে! কত সহস্র যুবক আত্ম-দোষ-ক্ষালনার্থ কতই ক্রন্দন করেন, কিন্তু অশ্রুজল মোচন করিয়া আবার উক্ত দোষকেই বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। এই জন্যই প্রায় দেখা যায়, যাঁহারা একটী দোষ বাল্যাবস্থা হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত দোষ ছাড়িয়াও

ছাড়িতে পারেন না। কেহ কেহ নানা শাস্ত্রে বিশারদ হইয়াও যে অতিনীচপ্রকৃতির লোক থাকিয়া যান তাহার অন্য কোন কারণ নাই।

অস্মদ্দেশীয় কোন এক ভদ্র-পল্লীতে একটী যুবক বাস করে। শুনা যায়, উক্ত যুবকের পিতা অতীব দুষ্টস্বভাব লোক ছিলেন। সন্তান বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নিকট থাকাতে সর্ব্বদা তাঁহার দুশ্চরিত্রেরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইত। পিতার মৃত্যুর পর উক্ত বালক কোন আত্মীয়সদনে অবস্থান করে। উক্ত আত্মীয় তাহার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ মনো-বেদনাভয়ে তাহার শিক্ষিত দোষ শোধনে নিশ্চেষ্ট থাকেন। দুষ্ট বালকদিগের সংসর্গে উহার স্বভাব দিন দিন ক্রমশঃ মলিন হইতে লাগিল। পরিশেষে যখন তাহার বয়ঃক্রম কিঞ্চিৎ অধিক হইল, তখন ঘটনাক্রমে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হওয়াতে সে আপনার মলিন স্বভাব বুঝিতে পারিয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতে লাগিল। সহৃদয় সাধু-চরিত্র ব্যক্তিগণ তাহার এইরূপ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে, ও অশেষ সাধু কার্য্য আলোচনায় তাহার মনে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই উহার চরিত্র এমন সুন্দর হইয়া উঠিল, যে, যে ব্যক্তি দেখিত সেই অবাক্ হইত। এই কালে উক্ত যুবককে অন্যের অসাধ্য অনেক আশ্চর্য্য সাধু কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। তাহার নির্লোভতা ও নিঃস্বার্থভাবে সকলেই চমৎকৃত হইতে লাগিল। সে আপনার ন্যায় অসৎপথাবলম্বী

সঙ্গীদিগকে অনেক বুঝাইয়া সৎপথে আনিতে লাগিল এবং দুই চারি মাসের মধ্যে উক্ত পল্লীস্থ সমুদয় দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সাধুপথে দণ্ডায়মান হইল। এই আশাতীত ব্যাপার অবলোকনে কাহার না আনন্দ হয়! তখন পল্লীস্থ যে গৃহেই যাওয়া যাইত কেবল সাধুপ্রসঙ্গ, সাধু-আচার অবলোকনে হৃদয়ে যে কি তৃপ্তি হইত তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ত্বরায় এই সুখদিবা অবসান হইল। যুবক কোন কর্ম্মোপলক্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিল। তথায় কতিপয় কুচরিত্র লোকের সহবাসেই হউক, অথবা সাধুসঙ্গে অবস্থানের অভাবেই * হউক, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আবার পূর্ব্ববৎ দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল; এবং এমনি একটী ভয়ানক ব্যাপার অনুষ্ঠান করিল, যে অদ্যাবধি উক্তপল্লীস্থ কেহই তাহার মুখাবলোকন করে না। তাহার নামশ্রবণে প্রায় সকলেই কর্ণে অঙ্গুলি দেয় এবং কেহ তাহাকে পথে আসিতে দেখিলে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করে। তাহার এক্ষণে অবমান ও ক্লেশের অবধি নাই। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উক্ত হতভাগ্যের দুঃখিনী জননী পুত্রের অসৎস্বভাব চিন্তা করিয়া এক্ষণে উন্মাদিনী হইয়াছেন।

যদি বাল্যাবস্থাই এরূপ শুভাশুভের মূল হইল, তখন এসময়

---

* কুচরিত্র-লোক-সহবাস ও সাধুসঙ্গে অবস্থানের অভাব কি একই? দুঃখী না হওয়াকেই কি সুখী বলে? ইহাদের প্রভেদ স্থির কর।

নিশ্চিন্ত থাকা কাহারই পক্ষে উচিত নহে। যে স্থলে ভদ্র-সংসর্গ, সেই স্থলেই অবস্থান সকল বালকের পক্ষে কর্ত্তব্য। মনের তরল অবস্থা থাকিতেই জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের নিকট অবস্থান করিতে থাক, অন্যথা চিরকাল মলিন অবস্থায় থাকিয়া মনঃক্ষোভে ক্রন্দন করিতে হইবে। যতদিন তোমার মন তরল থাকে ততদিন তোমার অহঙ্কার করিবার ক্ষমতা নাই। অতিপ্রকাণ্ড সুগভীর সমুদ্র,—যাহার প্রতাপে পৃথিবী সর্ব্বদা কম্পমান, কখন্ কোন্ অংশ গ্রাস করে, কখন্ কোন্ মনুষ্যকে প্রকাণ্ড অর্ণবযানসহ রসাতলে নিমগ্ন করে,—সেই সংসারভয়প্রদ অতি ভীষণাকার সমুদ্র পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকাতে যখন চতুর্দ্দিক্‌স্থ নভোমণ্ডলের রঙ্গ তাহাতে প্রতি-ফলিত হয়, তখন তুমি অতিক্ষীণশক্তি হইয়া তোমার সন্নি-কটস্থ মানবগণের স্বভাব আপনাতে প্রতিফলিত না করিয়া কি রাখিতে পার? তুমি যতই কেন সাবধান হও না, সন্নিকটস্থ ব্যক্তির স্বভাব তোমাকে অনুকরণ করিতেই হইবে। সমুদ্র হারিয়াছে, তুমি কোথায় আছ!!! যদি আপনাকে বুদ্ধিমান্ করিতে চাহ, ভদ্রসংসর্গ অবলম্বন কর; যদি সুখী হইতে চাহ, এই সময়ে সতর্ক হও; যদি ক্রন্দন করিতে বাসনা না থাকে, আর সময় নষ্ট করিও না, বাল্য সময় হারাইলে সকল মূলধন অপব্যয়িত হইবে, তোমার দুঃখের অবধি থাকিবে না।

প্রশ্ন—(১) ভাঁটার স্রোত জোয়ারের স্রোত অপেক্ষা বেগবান্ কেন? (১৯ পৃঃ দেখ)

(২) "লোকের স্বভাব তাহার সঙ্গীদিগের আচার ব্যবহারেই জানা যায়," ইহা কতদূর সত্য?

(৩) যে কুসংস্কার একটু অধিক বয়স অবধি থাকে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিতে পারিলেও ছাড়িতে পারা যায় না। ইহার একটী উদাহরণ দাও। পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধের কোন্ স্থলে ইহা সন্নিবেশিত হইতে পারে?

(৪) সীসা কিংবা লৌহ ঘর্ষণ দ্বারা চাকচক্যভাব ধারণ করে। কিন্তু কিছুকাল অতিক্রম করিলেই উহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বমলিনতা প্রাপ্ত হয়। কিরূপ লোকের সহিত ইহার তুলনা দিবে? এই বিষয়ে বিংশতি পংক্তির অধিক একটী রচনা লিখ।

অভ্যাস ও কুসংস্কার।

সৎসঙ্গ-প্রসঙ্গে অভ্যাসের একপ্রকার অবতরণিকা করা গিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, যে, প্রথমে মনুষ্যের মন অতি তরল অবস্থায় থাকে, সেই সময়ে ইহা যে ভাবে রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপই হইতে পারে। কিন্তু সময় অতিবাহিত হইলে যখন উহা একপ্রকার কাঠিন্য ভাব ধারণ করে, তখন তাহা অন্য গঠনে পরিণত করা অতীব দুরূহ। যাহা একবার গাঢ়রূপে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহা দূরীকৃত করা মহাবীরের কার্য্য। এইজন্যই ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হামিল্টন বলিয়া গিয়া-

ছেন যে, "স্বভাবরূপ ভূপতি অভ্যাসরূপ রাজাধিরাজের নিকট ক্ষমতা ও প্রতাপে অতীব হীন।" বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বভাব বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে যদিও দেখা যায় ইহা সর্ব্বদা সাধুপথে ধাবিত হইতে চায়, (কারণ, লোকে নিজে যে দোষে দোষী সে দোষ অপরের দেখিলে ঘৃণা করেন), তথাপি অভ্যাসদোষে সেই স্বভাব বিকৃত হইলে সেই বিকারের অবস্থা শীঘ্র অপনীত হয় না। ইংলণ্ডবাসি-গণ প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে রোমানক্যাথলিকধর্ম্ম-প্রিয় ফ্রান্সরাজবংশ এক সময়ে ইংলণ্ডের সহিত এইরূপ সন্ধি স্থাপন করিতে চান যে, ইংলণ্ডের ভাবী ভূপতি শৈশবা-বস্থা হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজপরিবারে অব-স্থান ও বিদ্যা শিক্ষা করিবে। ইহার মর্ম্ম তাহারা যথার্থই বুঝিয়াছিল, যে, দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কোন বালক রোমান-ক্যাথলিকধর্ম্মোক্ত আচার ব্যবহার শিক্ষা করিলে, অভ্যাস-বলে সে চিরকাল রোমানক্যাথলিক থাকিয়া যাইবে, দ্বাদশ বৎসরের পরে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম উহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না; সুতরাং ইংলণ্ডে রোমানকাথলিকদিগের বিশেষ আদর হইবে।

অভ্যাসের একটী চমৎকার গুণ এই যে, যাহা প্রথমে অতি ক্লেশকর বোধ হয় অভ্যাস-বলে শেষে তাহা এত প্রীতিকর হয় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারা যায় না। অভ্যা-সের এই গুণ থাকাতে মনুষ্যের যেমন উপকার হইয়াছে তেমনই অপকার হইয়াছে। মনুষ্য নিজের অথবা আত্মীয়-

দিগের বুদ্ধির দোষে কোন পরিণামবিরস বিষয় অনুসরণ করে, এবং তাহা আপাতরম্য না হইলেও অভ্যাসগুণে আত্মপ্রীতিকর করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা সুবোধ, তাহারা সাধুচরিত্র ও বিবেচকদিগের উপদেশে, ও পৃথিবীর নানা দৃষ্টান্তের ফলাফল দর্শনে যথার্থ পরিণামশুভপ্রদ বিষয় বাছিয়া লয়, এবং তাহা আপাত-ক্লেশপ্রদ হইলেও অভ্যাসগুণে এমন হৃদয়তৃপ্তিকর করিয়া তুলে যে, তাহা পরিশেষে তাহার সমুদয় সুখের ভাণ্ডার হইয়া উঠে। সুতরাং তাহার আন্তরিক ও বাহ্য উভয়বিধ সুখই হস্তগত হয়।

বালকদিগের প্রথমাবস্থা ক্রীড়ায় পর্য্যবসিত হওয়াতে ক্রীড়াই তাহাদের অতি মনোরম বস্তু হইয়া উঠে। সুতরাং কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন তাহাদিগকে পাঠে অভি-নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করা যায়, তখন উহা তাহাদের অতি-ক্লেশকর হয়। কিন্তু যে গৃহে বিদ্যার সর্ব্বদা আলোচনা হয়, সে গৃহের বালকদিগের শৈশবাবস্থা হইতেই পাঠসম্বন্ধীয় ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বিদ্যালয়গমনো-পযুক্ত বয়ঃ প্রাপ্ত না হইলেও প্রতিদিন আপনাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের ন্যায় দশ ঘটিকার মধ্যে আহারাদি সম্পন্ন ও পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য ক্রন্দন আরম্ভ করে। এবং কখন কখন বিদ্যালয়ে গিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের শ্রেণীতে উপবেশন করিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করে!

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, বাল্যকাল হইতে যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই হৃদয়তৃপ্তিকর হয়। যে পুস্তক বা বিদ্যালয়ের নামে এক ব্যক্তির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সেই পুস্তক বা বিদ্যালয়ের নামে অপরের মহৎ হর্ষ জন্মে। যে পরিশ্রমের নামে বঙ্গবাসিগণ বিকম্পিত হন, অভ্যাসগুণে সেই পরিশ্রম যে কি মধুর হইয়া উঠে, তাহা যাঁহারা পরিশ্রমী তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে পারেন না। নানাবিদ্যাবিশারদ অস্মদ্দেশীয় এক স্থবির অধ্যাপক এক দিন এই বলিয়া ক্ষোভ করিতেছিলেন যে, লোকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাঠাদি কার্য্য না করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে! বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে বিদ্যালাভার্থ পরিশ্রম বিনা জীবনধারণ নরকযন্ত্রণাসদৃশ। ইদানীন্তন অপর এক বঙ্গীয় বিজ্ঞতম ব্যক্তি বোম্বাই নগরে অবস্থানকালে তাঁহার এক মিত্রকে এই ভাবে এক পত্র লিখেন যে "পৃথিবীতে সুখের কথা বলিতে গেলে, এক পলও বিশ্রাম না করিয়া সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সৎ বিষয়ে পরিশ্রম করার ন্যায় অন্য সুখ এই জগতে আছে কি না সন্দেহ। তুমি ইহার যাথার্থ্য অনুভবের জন্য তিন দিবস ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিবে এবং তাহাতে তোমার মনের কিরূপ স্বাচ্ছন্দ্য হয় তাহা তিন দিবস পরে আমাকে জানাইবে।"

মনুষ্যকে সর্ব্বস্থান ও সকল অবস্থায় সুখী করিবার প্রধান উপযোগী অভ্যাস! মনুষ্য যে নীহারক্লিষ্ট হিমশিলা-

ছন্ন অতিভয়ানক শীতপ্রধান দেশে বিকম্পিতাঙ্গ হইয়াও সুখে কালাতিপাত করিতেছে, দিনমণির প্রবল প্রতাপে হুতাশনসমপ্রতপ্ত আফ্রিকা-খণ্ডের মরুভূমির উপর বিচরণ করিতেছে, মানববিহীন অতিভীষণ প্রান্তরে ভয়াবহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির সহিত অবস্থান করিতেছে, অপরের অগম্য দূরস্থ দ্বীপ মধ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াও পশু-পক্ষীর সহিত বিচরণ করিয়া সংসারগত সকল সুখে সুখী জ্ঞান করিতেছে, অভ্যাস ভিন্ন তাহার আর অন্য কারণ নাই। যে ব্যক্তি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতে করিতে অতুল-ঐশ্বর্য্য-পূরিত অট্টালিকা লাভ করেন, তিনি সহসা উক্ত পর্ণকুটীরের প্রতি আসক্তি অপলোপ করিতে পারেন না। জগদ্বিখ্যাত রোমরাজ্যের সংস্থাপক রমুলস্, তাঁহার প্রথম দুর্গত অবস্থায় যে বৃক্ষতলে প্রতিপালিত হন, স্বনামখ্যাত রোম নগর নানাসুখসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়াও উক্ত বৃক্ষের প্রতি অনুরাগ হ্রাস করিতে পারে নাই। প্রশস্তরাজপথবিহীন দুর্গন্ধ-তড়াগপূর্ণ হীনাবস্থজনোষিত নিজ পল্লী, ভগ্নপ্রায় মূষিকগর্ত্ত-পূর্ণ অপরিষ্কৃত অতি ক্ষুদ্র নিজ পর্ণকুটীর, ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ রুক্ষকেশ কৌপীনধারী নিজ গ্রামস্থ বালকদিগের সানন্দ নৃত্য অপেক্ষা যে মহোচ্চসৌধপরিশোভিত মহানগরী, মহার্হ-মণিখচিত রাজপ্রাসাদ, দেবপুরুষের ন্যায় সুশ্রী রাজকুমার-বৃন্দ অধিক চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না, অভ্যাসের সুখসেব্য সাম্রাজ্যই তাহার প্রধান কারণ।

কিন্তু যদি এই অভ্যাস অসৎ বিষয়ে পতিত হয়, তবে

আর ক্লেশের সীমা থাকে না। অসৎ বিষয় অভ্যাস প্রথমে ক্লেশকর হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইলে অপ্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর আনন্দ বৃদ্ধি করে। যাঁহারা অম্ল, তিক্ত ও অতি কটু রস আস্বাদনে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত রসের ন্যায় মধুর রস আর জগতে নাই ইহাই বোধ হয়। তমাক, গাঞ্জা, অহিফেন, চণ্ডু, মদ্য প্রভৃতি অতিহেয় পদার্থ সেবনে প্রথমে কাহার না কষ্ট হয়? কিন্তু উহা অভ্যস্ত হইলে কে তাহা কষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চায়!! উহাতে ধন মান বিহত হইলেও চৈতন্যোদয় হয় না। যখন কোন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী অত্যাচারী হওয়াতে বিশেষ প্রহৃত হয়, প্রহারে তাহার চৈতন্যোদয় হওয়া দূরে থাকুক, সে সেই দিবসেই আপনার গাত্রবেদনা-নিবারণার্থ অধিক পরিমাণে মদ্য পান করে।

অতি ঘৃণিত চৌরকার্য্য কিংবা অন্যান্য অসৎকার্য্য যাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উহা আর ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। চৌর প্রথম বার ধরা পড়িলে কিছু লজ্জিত হয় ও মরণে অভিলাষ প্রকাশ করে, কিন্তু দ্বিতীয় বার ধরা পড়িলে, 'মুক্তির পর এমন সাবধানে চৌরকার্য্য সম্পাদন করিব যে কেহই ধরিতে পারিবে না, এবং এ বারে যে ব্যক্তি ধরিয়াছে বা শাস্তি প্রদান করিয়াছে তাহারই গৃহ অগ্রে লুণ্ঠন করিব' ইত্যাদি চিন্তায় মনোনিবেশ করে, ও কারামুক্ত হইয়াই আত্মকার্য্যে নিযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি তমাক ও গাঞ্জা সেবনে বা মদ্যপানে আসক্ত, অগ্রে

পাছে লোকে জানিতে পারে, এই ভয়ে সাবধান থাকে, কিন্তু যেমনি অভ্যাস হইয়া যাইল অমনি তাহা সেবনে বা পানে লোকের উপকার হয় ইত্যাদি জ্ঞান দৃঢ় হইতে লাগিল; সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার নিকট পরামর্শ চাহিলে, সে অমনি তমাক আফিন গাঞ্জা ও মদ্যরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বসে, ও ঈদৃশ সেবন-দোষ বা পানদোষবিদ্বেষিগণকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করে। গুরুর উপদেশ-বাক্য, পিতার ভৎর্সনা, মাতার ক্রন্দন, বন্ধুগণের তিরস্কার, স্ত্রী-পুত্রদিগের লজ্জায় অধোবদন ও অশ্রুবিসর্জ্জন ইত্যাদি কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। সকলেই উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবল নিজেই বুঝিতে পারেন, এই সংস্কার দৃঢ় হইতে থাকে। যদি দৈবঘটনায় কেহ কখন আত্মদোষ বুঝিতে পারে ও উক্ত দোষ ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে ‘একেবারে ছাড়িয়া দিলে পীড়া হইবে’ ইত্যাদি ছল বাহির করিয়া আবার উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে। কেহ বা ‘কিছু দিবস পরে উহা কিরূপ আস্বাদ্য হয়’ ইত্যাদি পরীক্ষায় পতিত হয়। কেহ বা ‘বাহারে আমি, আমি পানদোষ ছাড়িয়াছি, আমাকে আর কি পুরস্কার দিব, এক গেলাস অতি উত্তম মদ্য’ ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া আবার উহাতে লিপ্ত হইতে থাকে।

এক দিবস একটী মদ্যপায়ী কোন বাটীতে উপস্থিত হইয়া নানা রহস্যে সমাগত জনসমূহের হাস্যবর্দ্ধন করিতে-

ছিল। একটী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহার সরস বাক্‌চাতুর্য্যে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। মদ্যপায়ী তাঁহার ঘৃণাপ্রদর্শন বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল, এবং বলিল "মহাশয়, আপনি অনেক বিলম্বে আমাকে ঘৃণাপ্রদর্শন করিতেছেন। এখন এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মদ্যে শরীর বরং পচাইয়া ফেলিব, তথাপি ইহা যে ছাড়িতে পারিব এমন আশা হয় না!!"

পূর্ব্বলিখিত নানা কারণে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, অভ্যস্ত দোষ দুরপনেয়। কিন্তু যতই কেন দুরপনেয় হউক না, বিশেষ চেষ্টায় অসৎ অভ্যাস তিরোহিত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাসের ক্ষমতা অসীম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এমন মহাবীরগণও দৃষ্ট হইয়াছেন যাঁহারা এক একটী হুঙ্কারে মহৎ মহৎ দোষ দূর করিয়া দিয়াছেন।

চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কোন একটী প্রসিদ্ধ গ্রামে একটী যুবক বাস করে। সে যৌবনের প্রথমাবস্থায় অসৎ-সংসর্গে অনেকগুলি দোষ শিক্ষা করে। ক্রমে সকলপ্রকার মাদকসেবাতেই পটু হইল, এবং সাধারণতঃ মদ্যপায়ী জঘন্য-প্রকৃতিক লোকের যে যে দোষ জন্মে তাহা সকলই শিক্ষা করিল। এইরূপ পশুভাব ধারণ করিয়া কিছু দিন অতি-বর্ত্তিত করিল। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে এক দিন পথিমধ্যে যাইতে যাইতে তাহার সহিত তাহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের সাক্ষাৎ হইল। শিক্ষক মহাশয় যেরূপ সাধুচরিত্র এরূপ অতি

অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার হৃদয় এরূপ সাধুভাবে পরিপূর্ণ যে, ক্ষণকাল তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলে হৃদয় অশেষ তৃপ্তি অনুভব করে। তিনি উক্ত যুবককে দেখিতে পাইয়া অতিক্ষুব্ধ-অন্তরে বলিলেন, 'বৎস! শুনিলাম তুমি নাকি এক্ষণে আর একপ্রকার হইয়াছ? যাহা হউক, আমি এক্ষণে বড় ব্যস্ত আছি, আর এক দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।' এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয় বিদায় লইলেন, যুবকও মর্ম্মাহত হইল। যতই আপনার দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আত্মমলিনতা অবলোকন করিয়া ততই ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনেক কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নিজ বাসভবনে উপনীত হইল এবং শয্যায় শয়ন করিয়া অশ্রুজলে উহা সিক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু 'আর ক্রন্দন করিয়া কি হইবে, যাহা করিয়াছি তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই, কিন্তু যাহাতে পরে আর না কাঁদিতে হয় তাহার উপায় করা উচিত' এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্থির করিল, আর আমি কদাচ কুপথে পদার্পণ করিব না; অদ্য জ্ঞানগোচর সমুদয় দোষ পরিত্যাগ করিলাম। এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতেই তাহার হৃদয়ে এত সাহস ও তৃপ্তি হইল যে, সে ইহার সহিত মদ্যপানাদিজনিত সুখ তুলনায় আনিতেও পারিল না। অতঃপর আপনার মূঢ়তায় ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল, আমি কি নির্ব্বোধ! সৎ হইব এই বাসনার মধ্যেই যখন এত

স্বাচ্ছন্দ্য, না জানি নির্ম্মলচরিত্র সাধুগণ কত সুখই অনুভব করেন!!

এইরূপে চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি এক দিনের জন্য অশেষ তৃপ্তি ভোগ করিলেন। কিন্তু অহিফেন পরিত্যাগ করাতে তাঁহার উদর স্ফীত হইল ও অশেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তাঁহার জননী পুত্রের পীড়ার কারণ জানিতে পারিয়া একটী পাত্রে অহিফেন গুলিয়া উহা সেবন করিতে মাথার দিব্য দিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'বৎস! আর সকল পরিত্যাগ কর কিন্তু অহিফেন একেবারে ছাড়িও না, উহা ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিও।' তখন যুবক মাতার পদ ধরিয়া সানুনয়ে বলিতে লাগিলেন, 'মা! যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাকে আবার আমার সম্মুখে আনিয়াছ? যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এরূপ শত্রুর আশ্রয় লইতে হয়, আমার জীবন যেন আজিই অবসান হয়।' ঈশ্বরানুগ্রহে যুবক অতি সত্বরই আরোগ্য লাভ করিল। এক্ষণে তাহার সুখের সীমা নাই। তাহার পরিবারমধ্যে কেবল আনন্দ-কোলাহল!!

দুঃখের বিষয় এই, এরূপ মহাপরাক্রান্ত বীরপুরুষ কয়জন লক্ষিত হয়? অভ্যস্ত দোষের হস্তে যত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে অভ্যাসের ক্ষমতা যে অসীম তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। যখন অস্মদ্দেশীয় অনেক প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অতি উচ্চপদস্থ হইয়া অনুপমের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভাবে ইংলণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্ত

দেশে অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াও এক একটী অভ্যস্ত দোষের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, তখন অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান যে অভ্যাসের নিকট পরাজিত হয় তাহা কে না স্বীকার করিবে?

অভ্যাস অসাধু-বিষয়ে যেমন অমিত্র, সাধুবিষয়ে ইহা তেমনি বন্ধু। অধিক কি, অভ্যাস লোকের আয়ুঃ এক প্রকার বর্দ্ধিত করিবে। অভ্যাসগুণে যে ব্যক্তি অতি শীঘ্রই কার্য্য সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি তৎসমবয়স্ক অলসদিগের অপেক্ষা একপ্রকার দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। কারণ, মনুষ্যের সময়পরিমাণ সেই পরিমাণে হয়, যে পরিমাণে তাহার কার্য্যের অবগতি হয়। যে ব্যক্তি নিদ্রিত তাহার কোন কার্য্যের অবগতি না হওয়াতে, সে দ্বাদশ ঘটিকা নিদ্রিত থাকিলেও মুহূর্ত্তমাত্র নিদ্রা গিয়াছি বলিয়া মনে করে। এই জন্যই মূর্চ্ছিত ব্যক্তি মূর্চ্ছাবস্থায় যাপিত সমুদয় সময় অস্বীকার করে।* সুতরাং যে ব্যক্তি নিদ্রাদি

* সমুদ্রগত কোন এক অর্ণবপোতের মাস্তল হইতে একটী লোক সাগরগর্ভে পতিত হয়। পতিত হইয়াই, বড় 'ঠা' কথাটী উচ্চারিত হইতে না হইতেই মূর্চ্ছিত ও জলে নিমগ্ন হয়। আরোহিগণ বিশেষ চেষ্টায় তাহাকে উত্তোলন করে। কিন্তু, প্রথম দুই দিন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গল না। তৃতীয় দিবসে যেমনি মূর্চ্ছা অপগত হইল, অমনি তাহার শেষ বাক্য 'ণ্ডা' উচ্চারিত হইল। এক্ষণে 'বড় ঠাণ্ডা' পূর্ণ উচ্চারিত হইল। 'ঠার পর ণ্ডা' উচ্চারিত হইতে যত সময় লাগে উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে দুই দিবস ঠিক তত টুকু বোধ হইয়াছিল।

পরিবর্জ্জন করিয়া অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহার জীবন, দীর্ঘসূত্রী ও নিদ্রাতুরদিগের অপেক্ষা যে দীর্ঘ তাহার কোন সন্দেহ নাই। আলস্যপরায়ণ নিদ্রাতুর শত বৎসর জীবন ধারণ করিলেও ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক শ্রমিগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিক দীর্ঘজীবী। ইংলণ্ডীয় মহাকবি বায়রন ত্রিংশৎ বর্ষে লোকলীলা সংবরণ করিলেও সাধারণে তাহাকে দীর্ঘজীবী মনে করেন। কারণ, তিনি উক্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এত অধিক কার্য্য করিয়াছেন ও এত অধিক পরিমাণে সুখ দুঃখ, মান অবমান, সম্পদ বিপদ অনুভব করিয়া গিয়াছেন যে, অন্যে ষাটি বৎসর জীবিত থাকিয়াও তত অনুভব করিতে পান নাই।

মুসলমানরাজবংশীয়দিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মোগলরাজ আকবর দিবারাত্রিতে বিংশতি ঘটিকা পরিশ্রম করিতেন। নিয়ত তিনটা পর্য্যন্ত রাত্রিজাগরণ করিতেন। অধিকন্তু স্বল্পক্ষণে কার্য্যসম্পাদনে অভ্যাস থাকাতে তিনি তাঁহার জীবনে এত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যান যে অন্যে দুইশত বৎসরে তাহা সম্পাদন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সুতরাং মহাত্মা আকবর অন্যের সহিত তুলনায় দুইশত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। স্কটলণ্ডনিবাসী মহোদয় ওয়াল্টর স্কট্ ও স্পেননিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সার্ভাণ্টিস্ অল্প সময়ে এত অধিক মনোহর পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, অস্মদ্দেশবাসী নিদ্রাপরায়ণ ও গল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণ তিন শত বৎসরে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং মহাত্মা স্কট্ ও সার্ভাণ্টিস্ ইহাঁদের

তুলনায় তিন শত বৎসর বাঁচিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান,—যাঁহার প্রতাপে এক সময় সমস্ত ইয়ুরোপ ভয়ে বিকম্পিত হয়,—তিনি একটী দুরূহ কার্য্য এত অল্প সময়ে সম্পাদন করিতে পারিতেন যে, লোকে শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকিত। তিনি পঞ্চজন সহকারীকে, কোন্ রাজাকে কি লিখিতে হইবে তাহা এককালে বলিতে পারিতেন ও উক্ত সময়-মধ্যেই স্বয়ং একখানি পত্র লিখিতে পারিতেন। সুতরাং অর্দ্ধ ঘটিকায় তিন ঘটিকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইত। তিনি পাঁচ মিনিটমাত্র নিদ্রা গিয়া সমস্তরাত্রি যুদ্ধ করিতে পারিতেন। সকল কার্য্যই শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারিতেন বলিয়া কোন রাজাই তাঁহাকে পরাজিত করিবার সুবিধা পাইতেন না। *

অভ্যাসের আর একটী শ্রেষ্ঠ গুণ এই, ইহা যেমন এক দিকে মানসের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্দ্ধিত ও অমৃতময় করে, অপর দিকে তেমনি ইন্দ্রিয়জনিত সুখের বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। একটী পুষ্প ক্ষণকাল নাসিকার নিকটে ধরিয়া থাকিলে শেষে আর পূর্ব্ববৎ গন্ধ অনুভূত হয় না। একটী গীত কিয়ৎকাল শ্রবণ করিলে, কখন্ উহা নিবৃত্ত হইবে ইচ্ছা হয়। একবিধ রস অধিক সময় আস্বাদন অপ্রীতিকর হয়। † অভ্যাস এইরূপে সমুদয় ইন্দ্রিয়জনিত সুখগুলি

---

* অনেকে বলেন 'তাড়াতাড়ি কাজ ভাল নয়' ইহা কোন্ বিষয়ে?

† যে ব্যক্তি নূতন ও মূল্যবান্ বস্ত্র, জুতা বা অলঙ্কার ধারণ করে, প্রথম দিবস তাহার আনন্দ হয়, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত

হইতে মনুষ্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং মানসের নানা সাধু প্রবৃত্তিকে সুখাগার করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য অন্ধপ্রায় হইয়া ইন্দ্রিয়সুখার্থ অভ্যাসের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে। অভ্যাস যেমনি নাসিকার সুখসেব্য একটী গন্ধদ্রব্যকে পুরাতন করিল, মনুষ্য অমনি অপর একটী অধিকতর সুখসেব্য গন্ধদ্রব্য নাসিকার নিকট ধরিল। একটী সুস্বর যেমনি অভ্যস্ত ও অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইল, মনুষ্য অমনি অপর একটী অধিকতর সুমিষ্ট স্বর কর্ণে সংলগ্ন করিল। একটী সুমিষ্ট রস যেমনি পুরাতন ও সুতরাং ক্লেশদায়ক হইল, মনুষ্য অমনি অপরবিধ মিষ্ট রস রসনায় অর্পণ করিল। এইরূপে অভ্যাস ও অবোধ মনুষ্যে অবিরত সংগ্রাম হইতেছে। পরিশেষে যখন একটীর পর একটী করিয়া সমুদয় ইন্দ্রিয়জনিত সুখ পুরাতন হয়, তখন মনুষ্য সকল বুঝিতে পারিয়া উক্ত সুখের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়, এবং সুখের আকর মানসিক সাধুপ্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে কেবল বৃদ্ধাবস্থাতেই জ্ঞানী দৃষ্ট হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়সুখ পরীক্ষা করিতে সকল সময়ই নষ্ট করিয়া শেষে যথার্থ সুখোদ্দীপক দয়া, ক্ষমা, বিনয়, দাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থতা,

---

হইলে উহাতে আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক উহা যে গাত্রসংলগ্ন আছে তাহা স্মরণও হয় না। অতএব 'অভ্যাস' বাহ্য সুখের শত্রু ইত্যাদি বর্ণন কর।

পরোপকার এবং ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সুখসমুদ্রের প্রতি-সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ ও সময় অতিবর্ত্তিত হওয়াতে সে উদ্বোধ কোন কার্য্যকারক হয় না।

অভ্যাসের আর একটী স্বভাব এই যে, কোন বিষয় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহার সত্যাসত্য, হিতাহিত বা কারণ অনুসন্ধানে কাহারও উদ্বোধমাত্র হয় না। † এই কারণেই দেশে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি কতদূর যথাযথ তাহার অনুসন্ধানে আমাদের মানস ব্যগ্র হয় না। বরং সেই কুসংস্কারের অন্যথাভূত বিষয় স্বাভাবিক ও উপকারক হইলেও আমরা তাহা সহসা গ্রহণ করিতে পারি না। ‡ নীচজাতীয়-লোক-স্পর্শে শরীর অপবিত্র হয় এই যে এক আচার আমাদের দেশে প্রচলিত

---

* অনেকে বলেন "কেবল বৃদ্ধাবস্থাই ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময়।" ইহা কত বড় নির্ব্বোধের বাক্য তাহা বর্ণন করিয়া একটী রচনা লিখ।

† অস্মদ্দেশীয় একটী সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত 'দৃঢ়া ভক্তি' স্থলে দড়া ভক্তি উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার একটী ছাত্র ইহা সংশোধন করিয়া দেন। এতদিন তিনি নিজে ধরিতে পারেন নাই কেন? তোমার নিজ জীবনে এরূপ কত ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ কর।

‡ স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, নব্য সম্প্রদায়দিগের অপেক্ষা প্রাচীনদিগের অধিক বিস্ময়কর কেন?

আছে, ইহা কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে কত লোকের না অপ্রিয় হইতে হয়? লোকে জাতি-সম্বন্ধে যতই কেন নীচ হউক না, বিড়াল কুক্কুর অপেক্ষা কোনমতেই হীন নহে। কিন্তু কুক্কুরের স্পর্শে আজি কালি অতি অল্পই দোষ জন্মে। অন্নাহার-কালে পরিবেষ্টা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন পরিবেষ্টার কেমন করিয়া উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন না, অথচ কেহই ইহার সত্যতা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করেন না। ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য উচ্ছিষ্ট পাত্রে থাকিলেই পরিত্যাজ্য ও অস্পৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট-উচ্ছিষ্ট ও লালামিশ্রিত হুক্কা কেন অন্যের পরিত্যাজ্য নহে অভ্যাসবশতঃ ভ্রমেও তাহার কারণ অনুসন্ধান হয় না। *

মনুষ্য যে পরিমাণে অজ্ঞ অবস্থায় থাকে সেই পরিমাণেই তাহার কুসংস্কার প্রবল থাকে। কারণ, যে স্থলে অজ্ঞতা, সেই স্থলেই বিশ্বাসের আধিক্য। এবং বিশ্বাসের আধিক্যই কুসংস্কারের উত্তেজক। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কুসংস্কারের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। যে বৃত্তিটী থাকাতে মনুষ্য নানা শাস্ত্র মন্থন ও নানা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়,—সুতরাং যাহার পরিতৃপ্তির জন্য এত বিজ্ঞান, রাসায়নিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে,—সেই বৃত্তি হইতেই মনুষ্যের কুসংস্কার জন্মিয়াছে। উক্ত বৃত্তিটীর নাম কারণানুসন্ধিৎসা।

---

* 'বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই'—'দ্রব্য মূল্য দ্বারা শুদ্ধ হয়' ইত্যাদি যে যে অত্যন্ত-সংস্কার-পোষক বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা উল্লেখ কর।

'এই ঘটনাটী কেন ঘটিল' ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কারণ না জানিতে পারিবে, ততক্ষণ মনুষ্য তাহা অনুসন্ধান করিবে। এরূপ স্থলে যদি কোন অসামান্য ঘটনা ঘটে, মনুষ্যের দৃষ্টি তাহারই উপর পতিত হয়। সুতরাং অজ্ঞ-অবস্থায় থাকিলে এমন একটী কারণ স্থির হইবার সম্ভাবনা যাহাতে অধিক জ্ঞান আবশ্যক করে না, অথচ মনুষ্য মনে মনে কিয়ৎপরিমাণে প্রবোধ দান করিতে সমর্থ হয়।

এতদ্ভিন্ন দুষ্টপ্রকৃতির লোকে আপনার কিছু সুবিধার জন্য ঘটনার যথার্থ কারণ গোপন করিয়া এমন একটী অসংলগ্ন কারণ দর্শাইয়া দেয় যে, বুদ্ধিমান্ মাত্রই প্রথমে উহা অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যাহারা বালক বা মূর্খ, তাহারা অজ্ঞ অবস্থায় থাকাতে যথার্থ কারণ অনুসন্ধানে অপারগ হইয়া পরিতৃপ্তির জন্য উক্ত অবিশ্বাস্য কারণটী বিশ্বাস করিয়া লয়। এই কারণেই যে দেশের লোক অধিক মূর্খ, সেই দেশেই মন্ত্র, ডাইন, ভূত ইত্যাদির অধিক প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয়। * যে সকল দ্রব্য সন্ততলভ্য

---

* অজ্ঞলোকে জ্যোৎস্না রাত্রিতেই অধিক ভূত দেখিতে পায় কেন? রাত্রিতে নির্জ্জন প্রদেশে একাকী পথ চলিলে পশ্চাৎ দিকে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চাৎ দিকে কে আসিতেছে দেখিবার জন্য থামিলে আর তাহা শুনা যায় না

তাহাদ্বারা কোন রোগ আরোগ্য করিলে পাছে কেহ তাহা অগ্রাহ্য করে এইজন্য মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন পীড়ায় কেবল জল মহৌষধ। কিন্তু কেবল জল ব্যবস্থা করিলে পাছে লোকের অভক্তি হয় এইজন্য জলপড়া ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছে। গাত্র দগ্ধ হইলে সার্ষপ তৈল মহোপকারী। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকে .আত্মসুবিধার্থ তৈলপড়া ব্যবস্থা করিয়াছে। ধূলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সর্পের চক্ষে ফেলিয়া দিতে পারিলে, সর্পের চক্ষে পাতা না থাকায়, উক্ত ধূলিতে তাহার চক্ষু বুজিয়া যায়, সুতরাং সর্প নড়িতে পারে না। কিন্তু প্রতারক ব্যক্তি উহা প্রকাশ না করিয়া ধূলা-পড়ার ব্যবস্থা বাহির করিয়াছে। শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে সার্ষপতৈলমর্দ্দনে আরোগ্য হয়। কিন্তু আত্মগর্ব্বপ্রকাশার্থ কত মন্ত্রই না উচ্চারিত হইতে দেখা যায়! মস্তকে বা গাত্রে বেদনা উপস্থিত হইলে বেদনা-স্থলে স্বল্প আমর্শনে, অথবা এক হস্তে উক্ত স্থান স্পর্শ করিয়া অপর হস্তে লৌহ দ্বারা ভূমিখননে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই যন্ত্রণার উপশম হয়; কিন্তু উপশমকর্ত্তা উহার সহিত কত মন্ত্রই না উচ্চারণ করেন!! বাজিকরগণ

কেন? বাঁশঝাড়ে বড়েল নামক নকুলজাতীয় এক প্রকার জন্তু বাস করে। রাত্রিতে কোন ভীত ব্যক্তি তথায় গমন করিতে করিতে যদি একটী বাঁশ তাহার সম্মুখে নত দেখে, বা তাহার গায়ে জল পতিত হয়, তবে সে কি মনে করে?

বাঁশবাজি করিবার পূর্ব্বে কত মন্ত্রই পাঠ করিতে থাকে, কিন্তু রজ্জুতে উঠিয়াই একটী বংশখণ্ড দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আপনার ভারমধ্য স্থির রাখিয়া লয়। যে দিকে আপনি ঝুলিয়া পড়ে, তাহার বিপরীত দিকে বংশখণ্ড নিম্নমুখ করিতে থাকে, সুতরাং তুলাদণ্ডের মধ্যরজ্জুর ন্যায় আপনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

কোন নারী অতিশয় বৃদ্ধা হইলে দেখিতে প্রায় অপ্রীতিকর হয়। অধিকন্তু উহার স্বভাব উৎপাতজনক হইলে অজ্ঞ বা বিপক্ষ লোকে তাহাকে ডাইন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। লোকের বিপদ বা সম্পদ ক্রমান্বয়ে ঘটিতেছে। সুতরাং উক্ত বৃদ্ধার কোন বাটীতে গমন-দিবসে যদি কাহারও কোন পীড়া হয়, তবে তাহাকেই তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট করে। কিন্তু উহার গমনে যে বাটীর কাহারও কোন পীড়াদি ঘটে না, তাহার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পীড়াদি মাত্র স্থলেই উক্ত বৃদ্ধার অনুসন্ধান হওয়াতে বৃদ্ধার কেবল অপযশই লোকের কর্ণগোচর হইতে থাকে, এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যে সে একজন প্রসিদ্ধ ডাইন হইয়া উঠে। দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর নৃত্য, হাঁচি টিক্‌টিকি ইত্যাদি ঐরূপ একবিধ কারণ হইতেই উৎপন্ন। মনুষ্যের কোন বিপদ বা সম্পদ উপস্থিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়, এবং উক্ত নেত্র-নৃত্যাদি কোন অসাধারণ বিষয় স্মৃতিপথে অধিরূঢ় হইলে সে তাহা কারণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে দিন বামচক্ষু নৃত্য করিল অথচ বিপদ

ঘটিল না, সে দিন কার্য্যরূপ ঘটনা না ঘটাতে কারণ অনু-সন্ধানও হইল না। অর্থাৎ কেবল যে যে স্থলে বিপদ ঘটে কেবল সেই সেই স্থলেই উহার আলোচনা হয়, এবং এই কারণেই এইরূপ অর্থহীন সংস্কার বদ্ধমূল হইতে থাকে। ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে এইপ্রকার কুসংস্কারের কারণ অতি সুস্পষ্ট-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, ধর্ম্মের প্রতি তাহার যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা, অধর্ম্মের প্রতি তাহার তদ্রূপ বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হইবে। ধর্ম্মের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা থাকাতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিতে এরূপ পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করেন যে তাঁহার স্পর্শে বা আবির্ভাবে বিঘ্ন ও পাপ ক্ষয় হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত জন্মিয়া যায়; সেইরূপ যে ব্যক্তি অতিশয় জঘন্য-স্বভাব তাহার আবির্ভাবে অমঙ্গল হয় ও অনেক কার্য্য-ব্যাঘাত উপস্থিত হয়,—ইত্যাদি প্রসিদ্ধি মনুষ্য-স্বভাব-সঞ্জাত। এই প্রসিদ্ধিতেই দুষ্টস্বভাব বা অতিশয় কৃপণ ব্যক্তিদিগের মুখাবলোকনে বা নামোচ্চারণে কার্য্যব্যাঘাত উপস্থিত হয়, ইত্যাদি জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কোন কার্য্যব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহার কারণানু-সন্ধান হয়, এবং উক্ত ঘটনা-দিবসে যদি কোন দুষ্ট লোকের মুখাবলোকন স্মরণ হয় তাহা হইলে সে উহাকেই কারণ স্থির করে, এবং কার্য্যহানিস্থলে দুই এক বার তাহাকে দেখিতে পাইলে উহাকে নিশ্চিত কারণ জ্ঞান করে। কিন্তু যে যে দিবস তাহার মুখাবলোকনে বা নামোচ্চারণে কার্য্য-

হানি হইল না, সে দিবস তাহাকে কারণানুসন্ধানে ব্যগ্র হইতে হয় না, সুতরাং উক্ত ব্যক্তির মুখাবলোকন আর স্মরণ থাকে না। দিন, তিথি, বারবেলা, পশ্চাৎ আহ্বান, বাধাঁপড়া, দুইজনে চিকিৎসক আহ্বান করা ইত্যাদি সমুদায় উক্ত একবিধ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন এক ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে সাধারণের নিকট কার্য্য-ব্যাঘাত-কারণ বলিয়া পরিচিত থাকে। এক দিবস একটী বালক কোন কার্য্যোপলক্ষে বহির্গত হইয়া ঐ হতভাগ্যকে দর্শন করিল। দেখিবামাত্র বালক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু অনেক দূরে আসিয়া পড়াতে তাহাকে কার্য্যস্থলেই উপস্থিত হইতে হইল। ঘটনাক্রমে সে দিন তাহার কার্য্য অপরাপর দিবস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে সম্পন্ন হইল। তখন বালক মনে মনে চিন্তা করিল, যে ব্যক্তির মুখাবলোকন করিয়া আসিয়াছি, আমার রাশিতে তাহার বিপরীত কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ধারণায় উক্ত বালক প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহার বাটীতে বসিয়া থাকিত এবং উহার মুখাবলোকনে আমারই কেবল কার্য্যসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া, তাহার গাত্রোত্থান হইলে মুখ দেখিয়া প্রস্থান করিত। দর্শক ব্যক্তি সুকুমারমতি বালক হওয়াতে এইরূপ ঘটিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক হইলে ঐ ব্যক্তির অপবাদ ঘুচিবার সম্ভাবনা ছিল না। কার্য্যসম্পাদনস্থলে সেই ব্যক্তি অপর এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখাবলোকন স্মরণ করিয়া লইত এবং তাহাকেই কার্য্যসম্পাদনের কারণ

নির্দ্দেশ করিত; সুতরাং উক্ত হতভাগ্য ব্যক্তিকে কেবল কার্য্য-ব্যাঘাত-স্থলেই স্মরণ করিয়া চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত রাখিত।

যে দেশের লোক যত আলস্যপরায়ণ, সেই দেশের লোক-মধ্যেই 'অদৃষ্ট' অধিক পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীদিগের 'কপাল' ও মুসলমানদিগের 'নসিব' উন্নতির কুঠার। 'অদৃষ্ট' কথাটী উদ্ভাবিত না হইলে অলসদিগের বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। আত্মকৃত অপরাধ স্থলে আপনাকে নির্দ্দোষী স্থির করিতে ইহা যেমন সহায়তা করে এমন আর কিছুই পারে না। সাধারণের ঘৃণা ও বিবেকের তাড়না হইতে দোষীদিগকে সুস্থির করা কি ক্লেশকর হইত, যদি উহারা 'অদৃষ্ট' বাক্যটী না শুনিতে পাইত! দোষীদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কেবল প্রকাশ্যেই, আপনাকে নির্দ্দোষী ঘোষণা করিবে তাহা নহে, অন্তরেও অদৃষ্টের দোহাই দিয়া স্থিরচিত্ত হয়।

মনুষ্য আপনার মুখ ভিন্ন সকলেরই মুখ দেখিতে পায়। যদি আপনার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে তাহা দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখে। কিন্তু দর্পণে যাহা প্রতিবিম্বিত হয় তাহা ঠিক বিপরীত। বামচক্ষু দক্ষিণচক্ষু বলিয়া বোধ হয়, বামহস্ত দক্ষিণহস্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আত্মসম্বন্ধে যাহা বাম তাহা দক্ষিণমূর্ত্তি ধারণ করে। মনুষ্যের মানসিক দোষ-গুণ-সম্বন্ধেও একই ভাব। সে আপনার ভিন্ন অপর সকলেরই দোষ-গুণ দেখিতে পায়। আপনার দোষ-গুণ যদি

কখন দেখে, তাহা দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় বিপরীত দর্শন করে। তাহার বাম অর্থাৎ প্রতিকূল গুণগুলি দক্ষিণ অর্থাৎ অনুকূল গুণ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং একে মনুষ্য আপনার দোষ দেখিতে পায় না, (যদি কিছু পায় তাহা সময়ে সময়ে গুণের মূর্ত্তি ধারণ করে,) তাহাতে আবার 'অদৃষ্ট' থাকিলে মনুষ্যের দোষ-সংশোধন কতদূর সম্ভব!! পরমেশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে অনুশোচন সৃষ্টি করিয়া তৎকৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছেন। যদি মনুষ্যের দোষানুষ্ঠান অদৃষ্টবশতঃ অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে অপরমনুষ্যপ্রদত্তশাস্তি ও অনুশোচনশাস্তি কেন সজ্জিত রাখিয়াছেন? অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা মনুষ্যের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় না, সুতরাং অন্যের ইচ্ছায় সম্পাদ্য দোষের জন্য মনুষ্যের দণ্ড কতদূর নীতিসঙ্গত?

প্রশ্ন ১। অদিনে অক্ষণে কোন কার্য্য করিতে যাইলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না। এরূপ প্রসিদ্ধি মনুষ্য-হৃদয়ে কিরূপে জন্মিল?

২। যে ব্যক্তি নিজের রোগ-উপশমার্থ স্বপ্নে কিংবা হত্যা দিয়া কোন ঔষধ লাভ করেন, তাঁহার উক্ত ঔষধে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন অপর ব্যক্তির একবিধ রোগে উক্ত ঔষধে কোন ফলদায়ক হয় না। কিরূপ বিষয়ে কুসংস্কার লোকের উপকারক?

৩। অনেকে মদ্য অস্পৃশ্য জ্ঞানে তাহা ঔষধেও ব্যবহার করেন না, এরূপ কুসংস্কার কি অধিক অপকারক?

৪। গবীকে দেবতা জ্ঞান করা-রূপ সংস্কার কি অপকারক? গবীকে প্রাচীন হিন্দুচূড়ামণিগণ কেন দেবতা জ্ঞান করিয়া অবধ্য করিয়াছেন? এরূপ পরহিতজনক আর কি কি সংস্কার আছে?

৫। গণক যাহা গণনা করে তাহার কোনটী মিলিয়াও যায়, কিন্তু অনেক বিষয় অমিল হয়, তথাপি গণকের যশঃ দেশব্যাপ্ত কেন?

৬। উড়িয়ারা দেশপ্রথানুরূপ মস্তকমুণ্ডন না করিলে, তাহাদের মতে কুৎসিত দৃষ্ট হয়। মুসলমানদিগের দাড়িকার ক্ষৌরকার্য্যপ্রণালী হিন্দুগণের চক্ষে সুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের হাস্যবর্দ্ধক নহে। এইরূপ কি কি প্রথা অপরের হাস্যোদ্দীপক হইয়াও স্বসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তির চক্ষে হাস্যোদ্দীপক নহে? বোম্বাই নগরবাসিগণ, বঙ্গবাসীদিগের সকলেই মস্তকে কেশ রাখে, শুনিয়া অবাক্ হয়। কিরূপ সৌন্দর্য্য অভ্যাসের অধীন, বর্ণনা কর।

৭। একটী বালক তাহার কোন সহচরকে বলিল, ভাই তুমি বড় ক্রুদ্ধ হও, আমি ত হই না? সে বলিল, আমি বড় রাগি না। দ্বিতীয়বার সহচর বলিল, হাঁ তুমি বড় রাগ কর। তাহাতে বালক বলিল, আমি কখন রাগি না—আমি কখন রাগি না, গাধা, পাজি শুয়ার কোথাকার! এইটী লইয়া অভ্যাসপ্রবন্ধে সংলগ্ন করিয়া একটী রচনা লিখ।

৮। একজন একটী দোষ একবার অনুষ্ঠান করিয়াছে, আর একজন উক্ত দোষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ইহাদের মধ্যে

কাহার পক্ষে উক্ত দোষানুষ্ঠান অধিক অসম্ভব? ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

বিনয়।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর সৃষ্টি করিয়া তৎপোষণের জন্য যে সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়াছেন, প্রচ্ছন্নভাবে সেই সকলকেই, মনুষ্যের মানসিক শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি-গুলির পরিবর্দ্ধনের জন্য, উপদেশকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে বৃক্ষ ফলপুষ্পপত্রাদি দ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেই বৃক্ষই, পরোপকারে দেহ সমর্পণ করিয়া কিরূপ বিনীত হইতে হয়, তাহা অবনতমস্তকে অবিরত উপদেশ দিতেছে। উপদেশলাভার্থ পলিত ও শুষ্ক পুষ্পপত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে, মানবগণ! তোমাদের ন্যায় আমাদেরও এক সময়ে সৌন্দর্য্যপূরিত ক্ষণস্থায়ী বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা ছিল, কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের কিপ্রকার রূপ ও অবস্থা ঘটিয়াছে দেখ। চন্দনবৃক্ষ, যে ব্যক্তি কুঠারাঘাত করিতে থাকে তাহাকেও আমোদদানে অনিবৃত্ত হইয়া বার বার এই উপদেশ দেয়, মানবগণ প্রতিহিংসায় ব্যগ্র হইয়া, পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইও না। যে সলিল শরীররক্ষার শ্রেষ্ঠ সাধন, সে সর্ব্বদাই বলিতেছে, আমি প্রাণীদিগের জীবন, আমার ন্যায় উপকারী কে আছে; তথাপি আমি যখন উচ্চভাব ধারণ করি

জীবগণ আমাকে স্পর্শ করিতেও চাহে না, কিন্তু যখনই শীতল ভাব ধারণ করি তখন আমার আদরের সীমা নাই। প্রতপ্ত পান্থ আমাকে শীতল অবস্থায় প্রাপ্ত করিতে পারিলে যে আনন্দ লাভ করে, সমস্ত পৃথিবী সে আনন্দপ্রদানে অক্ষম। সমীরণ জীবগণের প্রাণ। ইহার ন্যায় উপকারক জগতে আর নাই। কিন্তু এই সমীরণ সকলের দৃষ্টিপথ পরিহার করিয়া গুপ্তভাবে প্রাণীদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছে। সকলেই বায়ুর নিকট প্রাণলাভ করিতেছেন, অথচ অদ্যাবধি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কতদূর গুপ্তভাবে লোকের উপকার করিতে হয়, বায়ু ভিন্ন সে উপদেশ কে দিতে পারে?

কিন্তু সকলপ্রকার উপদেশের মধ্যে বিনয়সম্বন্ধীয় উপদেশ সৃষ্ট পদার্থে অধিকতর স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বিনয় সমুদয় গুণের ভিত্তি ও অলঙ্কার, সুতরাং জ্ঞানসমুদ্র পরমেশ্বরের এতৎসম্বন্ধীয় উপদেশ যে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

দেখা যায়, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিনীত, সমুদয় শোভা ও সৌন্দর্য্য তাহাদেরই হস্তগত। বৃক্ষগণ সর্ব্বাপেক্ষা বিনীত হওয়াতে পরমেশ্বর ইহাদের শোভারও অভাব রাখেন নাই। যে পুষ্প শোভায় অপরাজেয়, যাহার সৌন্দর্য্য ও সৌরভে দিগন্ত আমোদিত, সেগুলি কেবল উপযুক্ত বিনয়ী বৃক্ষদিগেরই আয়ত্ত। যখন বৃক্ষ সকল অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত-পুরস্কার-স্বরূপ নানা মনোরম সৌগন্ধ-

পূর্ণ পুষ্পদলে ভূষিত হইয়া মারুতহিল্লোলে আরও অধিকতর বিনীতভাব প্রকাশ করে এবং কলরবকারী পক্ষীদিগের উৎপাত সহ্য করে, তখন বিনয়ের কি অগদ্দুর্লভ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে থাকে! ফলতঃ কৃতকার্য্যতা অর্থাৎ ফললাভ বলিলে যাহা বুঝায় তাহা বৃক্ষগণেরই আয়ত্ত। উচ্চতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বলাভে বৃক্ষগণই বিজয়ী। ফলতঃ শোভা, কৃতকার্য্যতা, ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিনয়িগণই অপরাজেয়।

প্রথমতঃ শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পরমেশ্বরের চমৎকার উপদেশকৌশল! তিনি কেবল বৃক্ষগণকেই শোভার আধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের বিনয়ের তারতম্য অনুসারে শোভা ও ফলদান করিয়াছেন। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষ আত্মকাণ্ডপ্রকাণ্ড বিস্তার করিয়া সাহঙ্কারভাব ধারণ করিয়াছে, তাহারা শোভার আকর পুষ্পলাভে একেবারে বঞ্চিত। তাহাদের ফললাভও অতি যৎসামান্য। নারিকেল, তাল খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষগণ, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশির হওয়াতে ইহাদের শোভা ও পুষ্প কিরূপে মানবমন আকর্ষণ করিবে? কিন্তু ইহারা উৎকৃষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হয় নাই। ক্রমশঃ যতই নিম্নশ্রেণীর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণাদির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, ততই অনুপম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। গোলাব, মল্লিকা, যূথি প্রভৃতি কুসুমপুঞ্জ, যাহাদের সৌন্দর্য্যে ও আমোদে সকলেই বিমুগ্ধ, তাহারা অতি সামান্য ক্ষুদ্রকায় গুল্মকেই সুশোভিত করিতেছে!

"যে পদ্ম সমুদয় আত্মশরীর নীরনিমগ্ন করিয়া সলজ্জভাবে অবস্থান করিতেছে, সকলের শ্রেষ্ঠ শোভা, লক্ষ্মীর অবস্থানভূমি পঙ্কজকুসুম তাহারই হস্তে সংন্যস্ত। যে সকল ওষধি-লতা আপনার অঙ্গ পৃথিবীর ধূলায় পাতিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ন্যায় প্রকাণ্ড ফল কোন বৃক্ষেরই লক্ষিত হয় না। তৃণের ন্যায় দীনপ্রকৃতি উদ্ভিদ জগতে আর নাই, সুতরাং ইহার শোভারও তুলনা নাই। ফলপুষ্প সাময়িক ভাবিয়া পরমেশ্বর ইহার সার্ব্বকালিক শোভার উপায় করিয়া দিয়াছেন। যে মহার্হ মুক্তাফল দুই একটী লাভ করিয়া ধনবান্ আপনাকে সৌন্দর্য্যপূরিত মনে করেন, পরমেশ্বর তাহার সহস্র সহস্রটী প্রতি প্রাতঃকালে তৃণদিগের কণ্ঠে পরিধান করাইয়া 'বিনয়ের জয়! দীনতার জয়! অবিরত ঘোষণা করিতেছেন।

বৃক্ষগণ বিনয়ীদিগের শ্রেণীভুক্ত থাকাতে ইহারা সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। যে শৈল প্রকাণ্ড আকারে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, উন্নতিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র বিনয়ী বৃক্ষ লতা তাহারও স্কন্ধে পদ ন্যস্ত করিয়া বিনয়ের মাহাত্ম্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। বস্তুতঃ বিনয় দ্বারা শোভা, কৃতকার্য্যতা, ও শ্রেষ্ঠত্ব তিনই লাভ হয়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরমেশ্বর মনুষ্যকে যতপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'বিনয়' সর্ব্বপ্রধান রত্ন। এই রত্ন বিনা অন্যান্য সমুদয় রত্ন উপার্জ্জন বৃথা।

যতই কেন গুণ উপার্জ্জন কর না, বিনয়ের অভাব থাকিলে সমুদায় ব্যর্থ হইয়া যায়। বিনয় যে কেবল শরীর ও গুণের শোভা সম্পাদন করে তাহা নহে, কিন্তু ইহাদ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতি শীতলভাব অবলম্বন করে। শীতল পদার্থের গুণ এই যে, ইহা নিকটস্থ পদার্থ সম্যক্ আকর্ষণ করে। পদার্থ যতই প্রতপ্ত হয়, ততই তাহার বিপরীত কার্য্য অর্থাৎ নিকটস্থ পদার্থ বিশেষরূপে দূরপ্রসারিত হয়। সকলেই শিশিরপাত দেখিয়াছেন। শিশির কিরূপেই বা উৎপন্ন হয় তাহাও অনেকে জানেন। সূর্য্যের উত্তাপে সর্ব্বদাই জল বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। * যে সকল দ্রব্য শীতল তাহার স্পর্শে উক্ত বায়ুস্থিত জলকণা জমিয়া গিয়া উহাতে সংলগ্ন হয়। † কিন্তু যে সকল দ্রব্য উষ্ণ-প্রকৃতিক, যথা ইষ্টক, চূর্ণ ইত্যাদি, তাহারা কখনই উক্ত জলকণা আপনাতে সংলগ্ন করিতে পারে না। সেইরূপ মনুষ্য যে পরিমাণে বিনীত ও অনুগ্রভাব ধারণ করে, সে নিশ্চয়ই সেই পরিমাণে আত্মীয় স্বজন ও নিকটস্থ ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিবে এবং এমনি সুশোভা ধারণ করিবে যে, তাহা আর জগতীমণ্ডলে নিরীক্ষিত হয় না।

---

* শীতকালেই কেবল প্রাতঃকালে পুষ্করিণীর জলে কেন ধোঁয়া উঠে? সেইরূপ শীতকালে হাই দিলে কেন মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হয়?

† কোন ধাতুময় পাত্রে বরফ রাখিলে উহার গায়ে ঘাম হয় কেন?

বস্তুতঃ যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা কখনই উগ্রভাব ধারণ করিতে চায় না। বিনীতভাব ধারণ করিলে লোকে যেমন প্রীত ও তাহার শোভায় মুগ্ধ হয়, উগ্রভাব ধারণ করিলে তেমনি বিরক্তি, ও তাহার মুখাবলোকনে অনিচ্ছা, প্রকাশ করে। এই বিষয়ের যাথার্থ্যপ্রমাণের অভাব নাই। পরমেশ্বর প্রতিদিনই এই ব্যাপার সাধারণকে দেখাইতেছেন। সূর্য্য যখন বিনীতভাব ধারণ করিয়া আমাদের বোধে আকাশের নিম্ন প্রদেশে অবস্থান করে, তখন উহার কি সুশোভা হয়! মানবগণ উহার লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত দীধিতি অবলোকন করিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করে!! কিন্তু এবংবিধ সূর্য্যই আবার যখন ঊর্দ্ধদেশ অধিরোহণার্থ কঠোরভাব ধারণ করে, তখন এমন কে আছে যে ইচ্ছা করিয়া তাহার মুখাবলোকন করিতে চায়!!

গুরুশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বর প্রতিদিন আর একটী উপদেশ প্রদান করিতেছেন। সে উপদেশটী এই, "যদি বড় হইতে চাও অগ্রে ছোট হও, নত হও, সকলের নিম্নে থাক"। বস্তুতঃ সূর্য্য যখনই নিম্নে অবস্থান করিতে থাকে তখনই তাহার আকার অতি বৃহৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যতই ঊর্দ্ধদেশ আরোহণ করিতে থাকে ততই তাহার আকার ক্ষুদ্র হয়।

বিনয় দ্বারা যে কেবল শোভাবৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠভাব ধারণ করা যায় তাহা নহে। ইহা সমুদয় সুখ ও উন্নতির মূলভিত্তি। বিনয় থাকিলে সকলেই আত্মীয় হয়, সুতরাং কি সমাজগত কি ব্যক্তিগত কোন সুখেই বঞ্চিত হইতে হয় না। সুখশান্

শ্রবণে যে আনন্দ, তাহা কেবল বিনয়ই প্রদান করিতে সক্ষম। বিনয় থাকিলে সহসা লোকের সহিত কলহ বিবাদ হয় না; এবং নিজদোষ স্বীকার করাতে কেহই বিবাদ ও অপকার করিবার সুবিধা পায় না। ইহা স্বার্থ নষ্ট করিয়া পরার্থের জন্য ব্যস্ত করে, সুতরাং নিজ-ত্যাগ-স্বীকার দ্বারা পরোপকারে যে কি স্বর্গীয় আনন্দ, তাহা বিনয়ই জানাইতে সমর্থ। গুণমণি রামচন্দ্র যখন, আমার সর্ব্বনাশ হউক কিন্তু ভরত সুখে থাকুক, এই চিন্তা করিয়া অবনতমস্তকে পিতৃ-আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার মনে যে কি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ উপচিত হইল, তাহার কণামাত্রও অবিনীত ব্যক্তিগণ অশেষসমৃদ্ধিপরিবেষ্টিত হইয়াও উপভোগ করিতে পান না।

বিনয়, বিনীত ব্যক্তিকে, ও যাহার নিকট বিনীত হওয়া যায় এই উভয়কেই, আনন্দে ভাসাইতে থাকে। ইহা দোষ-স্বীকাররূপ মহামন্ত্রে যাহাকেই দীক্ষিত করে, তাহার কুশলের অবধি নাই। "আমি উহার নিকট মস্তক অবনত করিব?" ইহা অবিবেচকের উক্তি। এই পৃথিবীতে পরমেশ্বর সকলকেই পরস্পরের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজা রাজার অধীন, রাজাও প্রজার অধীন। রাজা প্রজাদিগকে এক বিষয়ে পালন করিবেন, প্রজাগণও রাজাকে অন্য বিষয়ে প্রতিপালন করিবে। ভৃত্য সকলেই, নীচ সকলেই, ইহা ঈশ্বরের কৌশল। সুতরাং যথার্থ দোষস্থলে মস্তক-অবনতিতে শান্তি।

মহাকবি শ্রীমান্ ভবভূতি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে, বিনয়ে

যে কত সুফল ফলে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে এক দিন সীতা দেবী নদীর সিকতাময় প্রদেশে কলহংসদিগের সহিত ক্রীড়া করত পর্ণকুটীরে আসিতে বিলম্ব করেন। রামচন্দ্র বনপর্য্যটনাদি করিয়া পর্ণকুটীরে আসিয়া সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, অনেকক্ষণ বিলম্ব করিলেন ও পরে ক্রোধভরে মনে মনে স্থির করিলেন, জানকী প্রত্যাগতা হইলে তাঁহার সহিত কিছুকাল আলাপ করিব না। কিয়ৎক্ষণ পরে কলহংসকেলিরতা সীতার স্মরণ হইল, যে এতক্ষণ আর্য্যপুত্র কুটীরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। স্মরণ হইবামাত্র তিনি অধীর হইয়া পর্ণকুটীরাভিমুখে ধাবমানা হইলেন, কিন্তু দূর হইতে রামচন্দ্রকে বিমনায়মান দর্শন করিয়া তাঁহার গতি স্খলিত হইল। তিনি অমনি সবাষ্পনেত্রে করপল্লবদ্বয় যোজিত করিয়া অধীরভাবে রামচন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুণমণি রামচন্দ্র সীতার এই বিনীত ভাব দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, ও সীতার স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে!! তুমি আমাকে এক দিনও ক্রোধ প্রকাশ করিতে অবসর দিবে না?

কিছু কাল গত হইল, ঢাকা নগরের সন্নিকটস্থ কোন একটী গ্রামে একটী বিনীতা ললনা, পতি মৎস্য আহার পরিত্যাগ করাতে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইবার মানসে স্বয়ংও মৎস্যাহার পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার শ্বশুর নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইলেন। এবং একটী মৎস্য পুত্রবধূ

আমা প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আহার করাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি পুত্রবধূকে আহ্বান করিলেন, এবং উক্ত মৎস্য প্রস্তুতকরণার্থ তাঁহাকে আদেশ করিলেন। শান্ত-শীলা রমণী এই ব্যাপারে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে শ্বশুরসমীপে দণ্ডায়মানা রহিলেন, এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মৎস্যটী তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণাভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় অশ্রুবর্ষিণী পুত্রবধূকে মৎস্যপ্রস্তুতকরণার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তুমি মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন আবার উহা প্রস্তুত করণার্থ হস্ত প্রসারণ করিলে? সাধ্বী রমণী উত্তর করিলেন, পিতঃ,আপনার আদেশে প্রস্তুত করা দূরে থাকুক যদি আহার পর্য্যন্ত করিতে অনুরোধ করেন তাহাও করিতে হইবে; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, মৎস্যভক্ষণে আমার পীড়া জন্মিবে, কারণ উহার প্রতি আমার একে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাহাতে আবার উহা পাপকর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে। আপনার আদেশ পালন করিতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহাও সুখের বিষয়। শ্বশুরদেব সাধ্বী শান্তশীলা পুত্রবধূর মুখ হইতে অমৃতময় বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, আনন্দে রোমা-ঞ্চিতকলেবর হইয়া বলিলেন, মাতঃ! তুমি আমাকে আজি যে কি সন্তুষ্ট করিলে তাহা বলিবার নহে, অদ্য হইতে তোমাকে মৎস্যের সংস্রবেও থাকিতে হইবে না। যে ব্যক্তি তোমাকে মৎস্য প্রস্তুত বা আহার করিতে বলিবে তাহাকে আমি শত্রু স্থির করিব। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি

বধূর মস্তকে হস্ত বুলাইয়া গদগদবচনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

কবিচূড়ামণিকালিদাসোক্ত বেতসী বৃত্তি অর্থাৎ বেতস লতার ন্যায় বিনয়ভাব মনুষ্যের প্রধান বন্ধু। ঝটিকা কিংবা স্রোতে উচ্চশির বৃক্ষরাজি সঙ্কুর্ণিত হয়, কিন্তু বেতস লতা বিনত হওয়াতে অক্ষতশরীর থাকিয়া যায়। বিপদ ও সম্পদ যথাক্রমে মনুষ্যের ঝটিকা ও স্রোতঃ। ইহাতে যিনি বেতসী বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার উচ্চ শির বৃক্ষাদির ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিপদ্‌কালে যিনি বিনীতভাবে জগৎপাতা পরমেশ্বরকে বলিতে পারেন, 'জগদীশ! সম্পদ্‌ও যেমন মস্তক পাতিয়া লইব, বিপদও তেমনি গ্রহণ করিব', তবে কি তাহার শরীরে ঝটিকায় প্রবল আঘাত লাগিতে পারে? সম্পদকালে স্রোতঃস্থিত বেতসের ন্যায় যাহার মস্তক অবনত হয়, সম্পদ কি তাহার মূল উৎপাটন করিয়া অপরিচিতস্থানরূপ অন্ত অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে? তাহার মূল উৎপাটিত থাকাতে সে আপন আয়ত্তে চিরকাল থাকিতে পায়, সুতরাং সম্পদগত নানাদোষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কেবল স্রোতের শীতল জল মাত্রের ন্যায় তৎস্থিতসুখমাত্র আস্বাদন করিতে পায়। অতএব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে সম্পদের সুখ যে কেবল বিনয়ীদিগের হস্তে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর হেন্‌রির রাজত্বকালে 'উল্‌জি' নামক এক হীনাবস্থ ব্যক্তি বিশেষ বিখ্যাত হন। প্রথমে ইহার

[illegible] রাজদৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে তাঁহার দিন দিন পদ-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি রাজার এরূপ প্রিয়পাত্র হইলেন যে, পুরস্কারস্বরূপ প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভে অধিক দিন বঞ্চিত রহিলেন না। এইরূপ স্বপ্নের অগোচর সম্পদে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তিনি পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি-দিগের উপাসনা করিতেন এক্ষণে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, এবং আপনার পূর্ব্বাবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। সম্পদ্‌রূপ স্রোতঃ তাঁহার মূল উৎপাটন করিয়া এমন অপরিচিত অবস্থায় উপনীত করিল, যে, তিনি আর আপনার অধীনে থাকিতে পারিলেন না; সম্পদ্ তাঁহার মানসকে যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে লাগিল। সম্পদের প্রধান দোষ অতৃপ্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিল, এবং তিনি আরও দুরাকাঙ্ক্ষ হইলেন। কিন্তু মনুষ্যের কৃপাদৃষ্টি কত কাল অটল থাকিবে! তিনি ত্বরায় নৃপতির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার আর আপনার কেহ রহিল না। যাঁহারা পূর্ব্বে আত্মীয় ছিলেন, এক্ষণে উল্‌জির নিজদোষে তাঁহারা অমিত্র হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর ক্লেশের সীমা রহিল না। পরিশেষে যখন নৃপতি তাঁহাকে স্বপদ-বিচ্যুত করিলেন, তখন তিনি বিপদে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু যদি তিনি বিপদেও বিনীত হইতে শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃক্ অবস্থা উপস্থিত হইত না। তিনি প্রবোধ লাভ করিবেন কি, একেবারে ভগ্নহৃদয় হইলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, আমি যত ক্লেশ স্বীকার করিয়া নৃপ-

তির সেবা করিয়াছি, ইহার অর্দ্ধেক সেবা করিলে, পরমেশ্বর আমার প্রতি সদয় হইতেন, ও এমন বিপদে পতিত দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইল। বিপদ্ সম্পদ্ উভয়েই বিনয়াভাব যে তাঁহার এত ক্লেশের মূল, ও মৃত্যূদ্দীপক, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

মনুষ্যসমাজে যে ভদ্রতা প্রচলিত হইয়াছে, বিনয়ই তাহার মূল। যে ব্যক্তি বিনীত তাহার ভদ্রতা শিক্ষা করিতে হয় না। তাহার আকৃতি প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভদ্রতামাথা। যাহার আন্তরিক বিনয় নাই, শিক্ষকের নিকট কিংবা অন্য সভ্য ব্যক্তির নিকট তাহাকে ভদ্রতা শিক্ষা করিতে হয়। লোকের নিকট কি ভাবে দাঁড়াইতে হয়, কি ভাবে কথা কহিতে হয়, ইত্যাদি অবিনীত ব্যক্তিগণ প্রাণপণে অভ্যস্ত করুক, কিন্তু যথার্থ বিনীত ব্যক্তিকে যথায় ইচ্ছা যাইতে দাও, সে সভ্যতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও সর্ব্বত্র সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইবে।

যে ক্ষমা ও পরোপকারিতা থাকাতে মনুষ্যসমাজে সুখ ও স্বচ্ছন্দ আছে, তাহার মূলে বিনয় বর্ত্তমান। বিনীত ব্যক্তিই ক্ষমাশীল হন, সুতরাং অন্যের সহিত তাঁহার বিবাদ বিসংবাদ অসম্ভব হওয়াতে পরোপকারিতাপ্রবৃত্তি কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না।

আমার স্মরণ হয়, বাল্যকালে আমার সহপাঠীদিগের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য বিনীত বালক সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র

ছিলেন। তাঁহার অবস্থা শ্রেণীস্থ প্রায় সকল বালকের অপেক্ষা উন্নত হইলেও একদিনও তাঁহার কোন বিষয়ে অহঙ্কার প্রকাশ লক্ষিত হয় নাই। উহাঁর সহিত আমার বন্ধুত্ব হওয়াতে আমরা দুই জনে অন্যাপেক্ষা অধিকক্ষণ একত্র অবস্থান করিতাম, ইহাতে পরস্পরের চরিত্র বিশেষ অবগত হইবার সুবিধা হইল। এক দিন শ্রেণীস্থ অপর একটী বালক উক্ত বন্ধুর প্রতি এমন একটী বৃথা দোষারোপ করেন যে, শুনিলে সকলেরই শোণিত উষ্ণ হয়। মিত্রের দোষ শ্রবণে দোষারোপকারীর প্রতি যে কিরূপ মনোভাব হয়, তাহা সকলেই প্রায় অবগত আছেন। আমি ক্রোধান্ধ হইয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত বন্ধুর গোচর করিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, বন্ধু আমার বাক্যে কেবল একটু হাস্য করিলেন, এবং বলিলেন 'তা আর কি করিব', তখন আমি তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। কিন্তু আবার যখন তাঁহাকে উক্ত দোষারোপকারী অপকারী বালকের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সহাস্যে আলাপ করিতে ও পাঠাদিবিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে দেখিলাম, তখন তাঁহার উপর আমার যে কিরূপ বিস্ময় ও ভক্তির উদয় হইল, তাহা আজিও হৃদয়ক্ষেত্রে জাগরূক রহিয়াছে। এত দিনের পর আমি বুঝিতে পারিলাম, বন্ধু কিরূপে এত ব্যক্তির প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমি তদবধি লোকের প্রিয়পাত্র হইবার মন্ত্রটী সাধনাভিলাষী হইলাম।

বিনয় মনুষ্যের অকিঞ্চনভাবকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখে,

সুতরাং তাহার লোকাপকার, ও স্বার্থ-চরিতার্থতা অসম্ভব। কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পদবীস্থ এক মহাত্মা একদিন একটী নির্জ্জন গৃহে অবস্থানকালে উপস্থিত আমাকে দেখিতে না পাইয়া আপনা আপনি বলিতেছিলেন, 'লোকে বলে পরোপকার করিতেছি, কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন যেমন লোকের কিছু উপকার করিব তেমনি অজ্ঞাতসারে কত অপকারও করিব। যখন এই সংসার হইতে পরলোকের জন্য বিদায় লইব, তখনই যথার্থ লোকের উপকার হইবে। কারণ, তখন লোকের কোন অপকার করিতে হইবে না, অথচ আমার জন্য প্রতিদিন যে তণ্ডুল ব্যয় হইতেছে তাহা বাঁচিয়া যাইবে।' কি অকিঞ্চন ভাব!! কি নিরহঙ্কারিতা!! বিনয়! সংসারে তোমারই জয়!! তোমারই সেবকগণ মর্ত্ত্যজগতে দেবভাব দর্শাইতে সক্ষম!!

প্রশ্ন। ১। আমোদপ্রিয়, অহঙ্কারী, বাহ্য ভদ্র ব্যবহারে নিপুণ, কিংবা সমৃদ্ধপরিচ্ছদধারীদিগেরই চলন কথন অনুসরণ করিয়া লোকে অধিক সময় হাস্য বর্দ্ধন করিতে চায় কেন? কিরূপ ব্যক্তির চলন কথন অনুকরণে হাস্যোদ্রেক হয় না, ইহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য একটী রচনা লিখ।

২। যে ব্যক্তি প্রদীপ কিংবা সলিতা জ্বালিয়া সম্মুখে রাখিয়া অন্যের পথ দেখাইতে যায়, সে নিজে পথ দেখিতে পায় না। কিরূপ লোকের সহিত ইহাদের তুলনা করিবে উদাহরণাদি দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৩। সূর্য্যের উদয়কালে যেমন আকার হয়, অস্তকালেও সেইরূপ আকার হয়, কিরূপ লোকের সহিত ইহার তুলনা করিবে? এই বিষয়ে বিংশতি পংক্তির অনধিক একটী প্রবন্ধ লিখ।

৪। বিনয়ী ব্যক্তির অধিক ক্রোধ হইতে পারে না। যদি কখন হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী; কারণ, ক্রুদ্ধ হইলেও বিনয়-প্রভাবে কটূক্তি অসম্ভব, অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির কথা শুনিতে হয়। সুতরাং তাঁহার ক্রোধের কার্য্য প্রকাশ পায় না। ইত্যাদি রচনা লিখ।

৫। যখন কোন লোক পথে চলিতে থাকে, তখন সে উর্দ্ধ-মুখ হইলে, গমনের পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, কিন্তু নিম্নমুখ হইলে, পথের সকল স্থান দেখিতে পাওয়াতে তাহার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। মনুষ্যের জীবন একপ্রকার পথ, উক্ত পথে যিনি উর্দ্ধমুখ অর্থাৎ অহঙ্কারী হইয়া চলেন ইত্যাদি বর্ণন দ্বারা 'বিনয়' সম্বন্ধে একটী রচনা লিখ।

৬। সারিকা-জাতীয় গোসালিক দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু তথাপি লোকে সামান্য সালিকের এত আদর করে কেন? এই প্রশ্নটী কোন্ প্রবন্ধের কোন্ স্থলেই বা সন্নি-বেশিত হইতে পারে?

জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি।

যখন মানবের সুখ ও মনুষ্যত্ব অন্তরস্থিত সৎপ্রবৃত্তিগুলির পরিবর্দ্ধনের উপর নির্ভর করিল, তখন উক্ত সৎপ্রবৃত্তিগুলিই

বা কি, কিরূপেই বা উহা উপার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করা যায়, তাহা জানা আবশ্যক। 'জানা' আবশ্যক হইলেই জ্ঞানের প্রয়োজন হইল। আমরা যে প্রবৃত্তিটী অসৎ বলিয়া বোধ করি, অপর লোক তাহাকে সৎ বলিয়া মনে করিতে পারে, সুতরাং কাহার ধারণা যথার্থ, তাহা নির্ণয় করা জ্ঞান ভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই। জ্ঞান সমুদয় জগতের ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে, এবং পরস্পর তুলনা করিয়া ফলাফল দৃষ্টে সৎ অসৎ নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়,—সুতরাং যথার্থ সুখের পথ প্রদর্শন করে।

সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর সুখী করিবার জন্যই জ্ঞান বিষয়ে তাহাকে উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন লোকে কোন মতেই সুখী হইতে পারে না। কেমন করিয়াই বা হইবে? সে জ্ঞানপ্রভাবে যতক্ষণ যথার্থ সুখের আকর না জানিতে পারে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে সুখ কিরূপে সম্ভব? অনেকে অজ্ঞানবশতঃ ধন ও আমোদকে সুখের কারণ মনে করিয়া তদুপার্জ্জনে বাল্যকাল হইতেই সকল সময় নষ্ট করে। ধন যে সুখ হইতে বহুদূরে তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ধন দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্য হয় অর্থাৎ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দুঃখের হ্রাস হয়, কিন্তু যে সুখের জন্য মনুষ্য লালায়িত তাহা মিলে না। অধিকন্তু ইহা অপর দুই একটী সুখেও অনভিজ্ঞ করে। একজন দরিদ্র ব্যক্তি অর্থ পাইলে তাহার আর অনাহারজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না বটে, কিন্তু অতিশয়

ক্ষুধাকালে কিঞ্চিৎ অন্নে যে কত সুখ হয় তাহা আর আস্বাদন করিতে পায় না। বংশীধ্বনির ন্যায় ঐশ্বর্য্য দূর হইতেই অধিক মিষ্ট লাগে, নিকটে কিছুই নহে। একজন অনাহারী দরিদ্রের ও একজন অতুল-ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষের সুখ দুঃখ যদি একত্র করিয়া পরস্পর তুলনা করিতে পারা যায়, তবে উহাদের মধ্যে যথার্থ সুখের কোন ইতর বিশেষ হইবে না। আমি এক দিন একটী অনাথা পতিপুত্রবিহীনা গৃহাভাবে শ্মশানবাসিনী শোচনীয়া বৃদ্ধা রমণীকে দুইটী তাম্রখণ্ড-লাভে যেরূপ আনন্দে বিগলিত দেখিয়াছিলাম, একজন রাজা সমস্ত পৃথিবী লাভে তত আনন্দ লাভ করেন কি না তাহা আজিও স্থির করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ সুখের তারতম্য ধনে হয় না, ইহা অপর জন্তুদিগের অজ্ঞাত দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে, ইহা ঈশ্বর-চিন্তায়; সুতরাং ইহার মূল জ্ঞানে বিদ্যমান। এইজন্যই বিজ্ঞবর জনসন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, পাছে ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি নির্ধনদিগকে সুখে পরাজিত করে, সেইজন্য "পরমেশ্বর চমৎকার বিষয়ভোগের সহিত চমৎকার দুঃখ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।"

বলিতে কি, অবস্থানুসারে যে সুখ দুঃখ হয়, মনুষ্য তাহার তারতম্য অনুভব করিতে পারে না। নিম্ন অবস্থার লোক উচ্চ অবস্থার লোকের সুখের প্রতি দূর হইতে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে উক্ত অবস্থায় একবার উপনীত হয়, তবে উচ্চ অবস্থার অসারতা দেখিয়া একেবারে বিষয়ের প্রতি বীতভৃষ্ণ হয়। যাহারা চাকচক্য-

শালী শকটারোহণে সুখ জ্ঞান করে, তাহারা শকটারোহীর অবস্থায় হিংসা প্রকাশ করে, কিন্তু যিনি শকটারোহণ করেন, তিনি জানিতেও পারেন না, শকটারোহণে কোন তৃপ্তি আছে কি না। অভ্যাস হইয়া যাইলে যানারোহণও ক্লেশপ্রদ হয়। এইজন্যই দেখা যায় যে, যাঁহারা অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় আরোহণ করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক অবস্থার সুখ দুঃখ তারতম্য করিবার সময় পান, তাঁহারাই বিভবের প্রতি বিশেষ অনাসক্ত। বস্তুতঃ অবস্থায় সুখ নাই, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানেই সুখ। এইজন্য মহাপ্রাজ্ঞ মনু জ্ঞানকে সর্ব্বপ্রধান পদে এবং বিভবকে সর্ব্ব নিকৃষ্ট পদে বরণ করিয়াছেন।

জ্ঞান মনুষ্যকে বিশ্রাম করিতে দেয় না, সুতরাং অভ্যাস তাহার নিকট আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পায় না। অভ্যাসের স্বভাব এই—ইহা প্রায় সকলকেই পুরাতন ও রসবিহীন করে। জ্ঞান যেমনি একটী বিষয়ে তৃপ্তি বিধান করিল, অমনি অপর বিষয়টীর সূচনা করিয়া দিল। ভূগোল-শাস্ত্র দ্বারা যেমনি আমেরিকাদেশের অবস্থিতি জানিতে পারা গেল, অমনি তথাকার কেমন লোক, তৎপরে লোকদের কেমন স্বভাব, তৎপরে কিরূপ ব্যবহারপ্রণালী, তথায় কতপ্রকার জন্তু, ইত্যাদি বিষয়ের সূচনা হইল, সুতরাং তৃপ্তির পর তৃপ্তি।

জ্ঞানসমুদ্র পরমেশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞানী করিবার জন্য কতকগুলি উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও মেধা প্রধান ও অতীব বিস্ময়কর। মনুষ্যের ভাষা

তাও সামান্য বিস্ময়কর নহে। ইহা চিন্তার মূলে অবস্থিত। ভাষা যে কেবল চিন্তার আনুকূল্য করে তাহা নহে, ইহা অন্যের যত্নোপার্জ্জিত রত্নরাশি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের হস্তগত করিয়া দেয়। কোন কোন পক্ষী বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা নাই। ইহা কেবল মনুষ্যের জন্যই সৃষ্ট। মনুষ্য সমুদয় ইন্দ্রিয় হইতে বিবর্জ্জিত হইলেও ভাষা-বিবর্জ্জিত হইতে পারে না। মূকদিগেরও ভাষা আছে, তাহারা হস্তপদ সঞ্চালন দ্বারা অন্যের মনোভাব জানিতে পারে এবং নিজের মনোভাব অন্যকেও অবগত করিতে পারে।

মনুষ্যের জ্ঞানশিক্ষার্থ বুদ্ধির উত্তেজক দুইটী পদার্থ তাহার অন্তরে নিহিত আছে। প্রথমটীর নাম 'কি' ও দ্বিতীয়টীর নাম 'কেমন করিয়া'। এই দুইটী শৈশবাবধি মনুষ্যকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কোন একটী নূতন ঘটনা বা দ্রব্য অবলোকন করিলে প্রত্যেক বালক এই দুইটী প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না; এটা 'কি' ও 'কেমন করিয়া হইল?' বস্তুতঃ এই দুইটীই সমুদয় জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। যদি মানব-জীবনে এই দুইটী সর্ব্বদা সজ্জিত রাখা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যকে জ্ঞান-উপার্জ্জনার্থ বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

অন্ন যেমন শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া, অশেষ তৃপ্তি সাধন করে, ও শরীরস্থ অবয়বগুলি পরিপুষ্ট করে, জ্ঞানও তেমনি মনুষ্যের আন্তরিক ক্ষুধা শান্ত করিয়া অদ্ভুত তৃপ্তি

াধান করে, ও সমুদয় প্রবৃত্তিগুলিকে সুগঠিত করিয়া থাকে। মনুষ্য কোন নূতন ঘটনা অবলোকন করিয়া যখন 'কি' এবং 'কেন' বাক্যে আপনার ক্ষুধা প্রকাশ করে, তখন তাহার প্রকৃত জ্ঞান যতক্ষণ না মিলিবে, ততক্ষণ তাহার ক্ষুধার প্রকৃত অন্ন প্রদত্ত হইবে না। অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ পিতা মাতা অজ্ঞ অবস্থায় থাকাতে স্ব স্ব সন্তানকে প্রকৃত অন্ন প্রদানে অক্ষম। বালক যখনই নূতন বিষয় দৃষ্টে 'এটী কি?' ও 'কেমন করিয়া হইল?' ইত্যাদি বাক্যে আত্মক্ষুধা প্রকাশ করে, অমনি যদি পিতা মাতা বলিয়া উঠেন, ইহা চন্দ্রগ্রহণ, ইহা এইরূপই হইয়া থাকে, অথবা 'রাহুতে গ্রাস করে' ইত্যাদি, তাহা হইলে উহাতে যে বালকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে না তাহা নহে, কিন্তু ক্ষুধার প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। শরীরের ক্ষুধা-কালে উদক দ্বারা যেমন ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, উহা সেইরূপ কার্য্য করিবে। জল দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু শরীরের পুষ্টিসাধন বা বীর্য্য বিধান হয় না, অথচ তদ্দ্বারা মনুষ্য কিছুদিনের জন্য জীবিতাবস্থায় থাকিতে পারে। সেইরূপ 'ইহা এইরূপ হইয়া থাকে' অথবা 'রাহুগ্রাস' ইত্যাদি বাক্য তৎক্ষণাৎ বালকের জ্ঞানার্থ ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে বটে, কিন্তু বালকের প্রকৃত অন্ন জ্ঞান অভাবে তাহাকে বীর্য্যহীন ও শ্রীহীন হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশীয় সাধারণ লোক মধ্যে এই একটী বিশ্বাস আছে, নানা পুস্তক অভ্যাস করিলেই জ্ঞান লাভ হয়।

পুস্তক উদরসাৎ করিলে যদি জ্ঞানী হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক পুস্তকাগার জ্ঞানী। নানা পুস্তকাধ্যায়ী এমন অনেক কৃপাপাত্র আছেন যাঁহাদের আচরণ দেখিলে পাঠের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে পুস্তকাদির দোষ নাই, অধ্যয়নেরই দোষ। অনেকে কেবল পরীক্ষা মাত্র ও তৎপরে উচ্চপদলাভার্থ পুস্তকপাঠরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, অন্য ব্যবসায় অনুষ্ঠান না করিয়া পুস্তকপাঠ ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং শুক-শারিকার ন্যায় সমুদয় বাক্য কণ্ঠস্থ করেন—জীবনে কিছুই পরিণত করিতে চেষ্টা করেন না।

কোন কোন জ্ঞানলাভার্থী ব্যক্তি ধনবান্ হওয়াতে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষার্থ এক একটী যন্ত্র নিযুক্ত করেন, এবং যখন যেরূপ প্রয়োজন হয় উক্ত যন্ত্র হইতে সমুদায়গুলি বাহির করিয়া উদরসাৎ করেন। বুদ্ধিপ্রকাশক একটী গণিতশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের নিকট হইতে উহার মীমাংসা বাহির করিয়া কণ্ঠস্থ করেন। পাছে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি লাভ করে, এই আশঙ্কায় তিনি একটুও চিন্তা করিতে পারেন না। বরং যদি কোন দিন ঘটনাক্রমে আলোচনার্থ কিঞ্চিৎ সময় যাপিত হয়, অথচ তাহার মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে উক্ত সময় বৃথা গত হইয়াছে মনে করেন। এই অশেষ ভ্রমের জন্য জ্ঞানার্থীদিগের মধ্যে পরাধীনতা এত অধিক। ইংলণ্ডীয় এক প্রধান গণিতবেত্তা কেবল বর্ণমালার ২৬টী অক্ষর পরি-

ক্ষয়ের জন্য অন্যের সাহায্য লইয়াছিলেন, পরে কেবল আপনার যত্নের উপরেই নির্ভর করিয়া নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইয়ুরোপীয় গণিতাধ্যাপক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে জ্যামিতি বুঝাইয়া দিতেন না, কেবল পুস্তকে যাহা লিখিত নাই তাহাই বুঝাইয়া দিতেন। তিনি নিজ যত্নে সমুদয় গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করাতে, ইহা বুঝিতেই পারিতেন না, যে, পুস্তকে যে সকল গণিতবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত আছে তাহা কেন বালকদিগকে আবার বুঝাইতে হইবে। ডায়মণ্ড হারবরের অন্তর্গত কোন এক প্রসিদ্ধ গ্রামে গোপালচন্দ্র নামক একটী বিখ্যাত ছাত্র কেবল আপনার উপরই নির্ভর করিয়া, নানা পুস্তকাধ্যয়নে নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই এই একটী কথা বলিতেন, যে, অদ্য যাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কল্য চেষ্টা করিলে তাহার অর্দ্ধেক বুঝিতে পারিব, তৎপরদিন ইহার কিছুই কঠিন বোধ হইবে না।

আমার একটী বুদ্ধিমান্ সহপাঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি আমাকে অনেক বার এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি তাহা আমার এই গুণের জন্য, যে আমি অন্যের সাহায্য লইতে বড় অপমান বোধ করি। একটী অঙ্কের জন্য আমি পঞ্চদশ দিবস চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি আমি

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। লোকে সহসা মনে করিতে পারে আমি উক্ত চেষ্টায় প্রতি দিন এক ঘটিকা করিয়া পঞ্চদশ ঘটিকা নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু তাহারা নির্ব্বোধ। যদিও উক্ত পঞ্চদশ ঘটিকায় অঙ্কের ফলে উপনীত হইতে পারি নাই, তথাপি উক্ত চেষ্টাতে আমি এতপ্রকার কৌশল শিখিয়াছি যে, আমার পক্ষে এক্ষণে অনেক দুরূহ অঙ্ক সহজ হইয়া পড়িয়াছে এবং আমার এমন একটী সাহস জন্মিয়াছে যে আমার সম্বন্ধে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে।”

কিন্তু সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে অস্মদ্দেশীয় বালকগণ বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ আলস্যের অধীন হইয়া পড়াতে তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়েই স্ফূর্ত্তি অবলোকিত হয় না। স্মরণশক্তি দিন দিন মলিনতা ধারণ করে, বুদ্ধি যাহা কিছু দেখা যায় তাহা কেবল সাধুবিগর্হিত কার্য্য ভিন্ন আর কিছুতেই নহে। কারণ, যাহা কিছু আলোচনা ও ক্লেশ স্বীকার, তাহা কেবল উক্ত বিষয়েই লক্ষিত হয়। এইজন্যই ইয়ুরোপীয় এক প্রধান ইতিহাস-বেত্তা ক্ষোভের সহিত বলিয়া গিয়াছেন, ‘হিন্দু জাতির বালকগণ যেমন বুদ্ধিমান্ ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন এমন আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না, কিন্তু যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উক্ত অসাধারণ বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও চতুরতা আশ্চর্য্যরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।’ এইরূপ সাধারণ বালকদিগের মধ্যে যে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি হ্রাস হইতে থাকে তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বালকগণ যতই অন্যের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির সহিত আপনার উক্ত গুণের তুলনা করিতে শিখে, ততই সাধারণপ্রচলিত এই সংস্কারে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে থাকে যে, অপর বালক পরমেশ্বরের নিকট হইতে আমা অপেক্ষা অল্প বা অধিক পরিমাণে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে বুদ্ধি ও মেধা চেষ্টা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করা যায়। এই অজ্ঞতারশতঃই তাহারা ক্রমশঃ চেষ্টাবিমুখ হয় ও অতি অল্পকাল-মধ্যেই প্রসিদ্ধ নির্ব্বোধ হইয়া উঠে। আমি স্বয়ং পূর্ব্ব বৎসরে যে বালকের অধ্যাপনায় তাহার বুদ্ধি ও মেধাতে চমৎকৃত হইয়াছি, সে পর বৎসরে একেবারে নির্ব্বোধ হইয়া গেল ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি। এরূপ বালক অন্যকে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি প্রকাশ করিতে দেখিলে কেবল তাহার প্রতি হিংসা ও অপক্ষপাতী পরমেশ্বরের দানের উপর দোষারোপ করিয়াই মনে প্রবোধ দেয়। চেষ্টা ও যত্নের নাম শুনিলেই ভয়ে কাঁপিতে থাকে। কিন্তু সে মনেও স্থান দেয় না যে, অভ্যাস থাকিলে উহা কি মনোরম! পূর্ব্বোল্লিখিত আমার সহপাঠী প্রথম প্রথম নিম্নশ্রেণীতে পাঠকালে কোন বিষয় সহসা বুঝিতে বা অভ্যাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ চেষ্টা দ্বারা দুই এক বৎসরের মধ্যে এমন সুন্দররূপে পাঠ বুঝিতে ও অভ্যাস করিতে লাগিলেন যে, শেষে আমরা লজ্জায় অধোমুখ হইতে লাগিলাম। শেষে এমন পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন যে, কেহ কোন বিষয়ে আর তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করাইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ, অস্মদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতীতি নাই যে শরীর ও মন পরস্পর এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, একের উন্নতি ও অবনতিতে অন্যের উন্নতি ও অবনতি হয়। শরীর স্বচ্ছন্দে থাকিলে মন যেমন সুখে থাকে, মন শোক-তাপে কষ্ট না পাইলে শরীরও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু অনেকেই মনের উন্নতি করিতে গিয়া শরীরটী ধ্বংস করিয়া ফেলেন ও পরিশেষে নানা কষ্টে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াও ফল দর্শাইতে পারেন না। এইজন্যই দেখা যায় যে অনেক বালক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ-কালে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াও অতি অল্প-সময়-মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। মনের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে যে সর্ব্বাগ্রে শরীরের উন্নতি আবশ্যক, তাহা কেহ মনেও স্থান দেন না। শারীরিক তত্ত্ববিদ্‌গণ, ইদানীন্তন বঙ্গবাসীদিগের মানসোন্নতি যে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে, শারীরিক দুর-বস্থাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অগ্রে শরীরোন্নতি পশ্চাৎ মানসোন্নতি যে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, জগৎপাতা জগদীশ্বর মনুষ্যের প্রথমেই অন্ন বস্ত্র, তৎপশ্চাৎ জ্ঞান, আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, ইয়ুরোপীয় প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলিয়া গিয়াছেন, যে, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে অগ্রে ধার্ম্মিক হইতে হয়। বস্তুতঃ ধার্ম্মিক অর্থাৎ সাধুচরিত্র না হইলে শরীর ও মন স্বচ্ছন্দ অবস্থায়

থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহা স্বচ্ছন্দ অবস্থায় নাই, তাহার কখনই স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না।* যাহার মন কোন সাধুবিগর্হিত কার্য্যে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির উত্তেজনালাভে তাহার অবসর কোথায়? আমাদের সমাজগত দুরবস্থা হেতু সকলেই কেবল শৈশবাবস্থাতেই বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি পরিচালনের অবসর পান। এই কালে সকল বালকই স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিতে পায়, অথচ কোন নিন্দিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা করে না। কিঞ্চিৎ অধিক বয়ঃক্রম হইলেই সমাজস্থ দুর্বিনীত লোক তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা পায়, এবং তাহাদিগকে আপনাদিগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাকে। মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত পিতা মাতার তাড়না-ভয়ে মিথ্যা কথা, ও সুতরাং পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে মানসোদ্বেগ, বালককে শ্রীহীন করিয়া ফেলে। আমাদের অতি আত্মীয় এক প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ব্যক্তি এক দিন আমাদের সহিত কথোপকথনে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে তিনি বাল্যকালে অসৎসংসর্গে অবস্থান করাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট প্রশংসালাভে বঞ্চিত ছিলেন; কিন্তু তিনি যে দিন হইতে উক্ত অসৎসংসর্গে জলাঞ্জলি দিয়া সাধুসংসর্গ অবলম্বন করিলেন ও নিজে সৎ হইতে লাগিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যে

---

*কোন্ ব্যক্তির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ সময়োচিত বুদ্ধি উদিত হয়?

সকলে দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কোন এক প্রসিদ্ধ গ্রামে যে স্বর্গত এক শ্রুতিধর মহোদয়ের অসাধারণ স্মরণ-শক্তির বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে, শুনা যায় তাঁহার চরিত্র দেবতার ন্যায় নির্ম্মল ছিল। বোনাপার্ট, ক্রমওয়েল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে অশেষ বুদ্ধিমত্তা লাভ করেন সে কেবল প্রথমতঃ তাঁহাদের অনুপম দেবসদৃশ নির্ম্মল স্বভাবের জন্য। কিন্তু যদবধি তাঁহারা অসৎপথাবলম্বী হইলেন, তদবধি তাঁহারা মাঝে মাঝে এমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, যে, ঐরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কিরূপে এত নির্ব্বোধের কার্য্য করিল ইহা ভাবিয়া লোকে অবাক্ হইতে লাগিল।

অস্মদ্দেশের বালকগণ কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম হইলেই আমোদ-প্রিয় হইয়া উঠে। সমাজের সমুদয় কার্য্যই আমোদের জন্য হওয়াতে, তাহারা মনে করিলেই আমোদ পাইতে পারে। বিশেষতঃ অধিকাংশ লোক নিষ্কর্ম্মা হওয়াতে অনেকেই নানা গল্প শুনিবার সুবিধা পায়, ও অক্লেশে আমোদ পায়। গ্রাম একটু সভ্য হইলেই গীত-বাদিত্রের অভাব থাকে না; সুতরাং যাহার একটু বুঝিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহার উক্ত বিষয়ের আলোচনারও অভাব নাই। সম্প্রতি গীত-বাদ্যের যেমন গৃহে গৃহে উন্নতি, নির্ব্বোধ দলেরও তেমনি বৃদ্ধি হইয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা অনুপম বুদ্ধিমান্ মনু বলিয়া গিয়াছেন যে 'জ্ঞান-উপার্জ্জন-কালে তৌর্য্য বাদিত্র প্রভৃতি আমোদজনক বিষয় পরিত্যাগ

করিবে।’ এ সকল পরিণতবয়স্কদিগের অনুষ্ঠেয়। বস্তুতঃ যে বালক সর্ব্বদা গীত-বাদ্যে মানস আসক্ত করে, সে অতি শীঘ্রই পশুবৎ নির্ব্বোধ হইয়া উঠে। গীত-বাদ্য মধ্যে মধ্যে শ্রবণ করা উচিত বটে, কিন্তু অধিক সময় উহাতে যাপিত হইলে, অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা নাই। গীত-বাদিত্রে কিংবা অন্য আমোদজনক গল্পে মানস লঘুভাব ধারণ করে। সুতরাং লঘু পদার্থের গুণ এই যে, উহা সহসা নিমগ্ন হয় না, এমন কি নিমগ্ন করিয়া দিলেও আবার ভাসিয়া উঠে। যে বালক সর্ব্বদা হা হা করিয়া হাস্য করিয়া বেড়ায়, সর্ব্বদা গল্প করিতে ভাল বাসে, তাহাকে কোন চিন্তার বিষয়ে নিযুক্ত করিলে তাহার নরক-যন্ত্রণা বোধ হয়। * মৌনভাব মনুষ্যের যে কত উপকারক তাহা মহাত্মা বেদব্যাস ভুবনবিদিত মহাভারতে বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। অভিনয়, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের যে সর্ব্বত্রই এত দুরবস্থা, তাহার অন্য কোন কারণ নাই। †

যিনি যত পরিমাণে চিন্তাশীল হন তিনি তত পরিমাণে

---

* যে সকল বালক কেবল গল্পের পুস্তক, নাটক, সাহিত্য ইত্যাদি পড়িতে ভাল বাসে, তাহারা প্রায় অঙ্ক কসিতে পারে না কেন?

† উহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয় কেন? অস্মদ্দেশীয় গীত ও অভিনয়ে অসৎ ভাবের উদ্রেক হয়, সুতরাং চরিত্র মন্দ হইয়া যায়, ইত্যাদি বর্ণন কর।

বৃথা আমোদের প্রতি বীতত্বষ্ণ হন। অস্মদ্দেশে ও অন্যান্য দেশে যত প্রাতঃস্মরণীয় ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা গীত-বাদ্যে ও অন্যান্য বৃথা আমোদে এত অনভিজ্ঞ যে শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বোচ্চপদস্থ কোন এক মহাত্মা এক দিন অন্যের অনুরোধে সম্মিলিত স্বরে গীত শুনিয়া বলেন, যে, বালকগণ গীত করিতে করিতে কেমন করিয়া একেবারে আরম্ভ করে ও ছাড়িয়া দেয়।

এই সকল কারণে ইহা স্থিরীকৃত হইল, যে বুদ্ধি ও মেধা পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ সচ্চরিত্র হইতে হইবে অর্থাৎ যাহাতে মানসোদ্বেগ না হয় তাহা করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ মানসকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর অবস্থায় উপনীত করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে বৃথা আমোদে লঘু হইয়া দুরূহ বিষয়ে প্রবেশ করিতে অক্ষম না হয় তাহা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আর কয়েকটী উপায় নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বুদ্ধিমান্ ও নির্ব্বোধে এই প্রভেদ যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অগ্রে চিন্তা করে, নির্ব্বোধ ব্যক্তি কার্য্য অতীত হইলে, পশ্চাৎ চিন্তা করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই পূর্ব্ব ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া রাখে, * এবং তদ্বৎ কোন ঘটনা ঘটিলে

* অনেকে বলে, যাহার স্মরণশক্তি অধিক তাহার বুদ্ধি অল্প। ইহা নির্ব্বোধের মত। কোন বিষয় মনে না থাকিলে বুদ্ধি কাহার উপর স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে?

তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি কষ্ট পাইলেও সতর্ক হয় না। যে ব্যক্তি চিন্তা করিবার সময় পায়, তাহার কিছুতেই পতন নাই। এইজন্যই দেখা যায় যে, যাঁহারা প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ তাঁহারা কোন ঘটনা ঘটিবার অনেক পূর্ব্বেই সেই বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ তার্কিকগণ কোন্ প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা তাহা অগ্রেই ভাবিয়া রাখেন। রাজনীতিজ্ঞ প্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিরূপ ঘটনা ঘটিলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার মীমাংসাতেই দিবানিশি নিযুক্ত থাকেন। যাঁহারা ধার্ম্মিক-চূড়ামণি, তাঁহারা অমুক প্রলোভনস্থলে কি করিতে হইবে তাহা অগ্রে ভাবিয়া নিরুদ্বেগ হইয়া বসিয়া থাকেন। সুতরাং এবংবিধ ব্যক্তিগণ অধিক স্বচ্ছন্দে থাকেন। বস্তুতঃ যিনি ভাবেন অমুক ঘটনায় কি করিতে হইবে, তাঁহার সকলই হস্তগত হয়, অন্যথা কেবল অভিভূত হইতে হয়। অভিভূত বা ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি প্রকাশ পায় না। কারণ মনের স্থির অবস্থায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হয়। এক দিন একটী বালককে অগ্নি আনয়নার্থ আদেশ করিলে সে কিছুই না ভাবিয়া বিনা পাত্রে অগ্নি আনয়ন করিতে গেল। যাহার নিকট গেল সে ব্যক্তি অগ্নি রাখিবার পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু উক্ত-অপবাদ-ক্ষালনাভিলাষী হইয়া ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে চিন্তা করত এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া বলিল, এই অঞ্জলিস্থ ধূলির উপর অগ্নি রক্ষণ কর, আমি লইয়া যাইতেছি। প্রথমে

লোকে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই তাহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এখন কি করা উচিত, ইহা যদি উক্ত বালক তৎক্ষণাৎ চিন্তা না করিত, তাহা হইলে কখনই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ঘটিত না। একজন ইয়ুরোপীয় সুবিজ্ঞ কবি বলিয়া গিয়াছেন, 'যদি বুদ্ধিমান' হইতে চাহ, তবে কোথায়, কখন, কিরূপ বিষয় অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।' ইহাতে ভবিষ্যৎদৃষ্টি উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিবে।

বুঝিবার ক্ষমতা অনুসারে বিষয় প্রদত্ত হইলে, বুদ্ধি ক্রমশঃ তীক্ষ্ণতা ধারণ করে। এইজন্য বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বালকদিগের পুস্তকাদি নির্দ্ধারণ করা উচিত। পুস্তকাদির লঘু ও গুরু ভাব অনুসারে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও স্থূলতা হয়। যে বালক পূর্ব্ব বৎসরে বিদ্যালয়ে কোন নির্দ্ধারিত পুস্তকে আত্মবুদ্ধি ও স্মরণশক্তির প্রখরতা প্রদর্শন করিল, পরবৎসরে কোন অনুপযুক্ত শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতে গিয়া চিরকালের জন্য কেন নির্ব্বোধ হইয়া যাইল, তাহার পূর্ব্ব-বুদ্ধিপ্রখরতা জন্মাবচ্ছিন্নে আর কেন দেখিতে পাওয়া গেল না, ইহার প্রমাণ দর্জীরা যেমন দিতে পারে এমন আর কেহই পারে না। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, স্থূল বস্ত্রে কিরূপ সূক্ষ্মাবয়ব সূচির প্রয়োজন। বস্ত্র সূক্ষ্ম হইলে সর্ব্বাবয়ব সূচি প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বস্ত্রের স্থূলতানুসারে সূক্ষ্মাবয়বতা অধিক প্রয়োজনীয়।

বস্তুতঃ যাহার বদ্ধি এক্ষণে সূক্ষ্মভাব ধারণ করে নাই,

তাহা কি দুরূহ বিষয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে? অতএব সাবধান! বৃহৎ পুস্তক পাঠ করিব, লোকে বলিবে অমুক বালক এতবড় পুস্তক পাঠ করে, অমুক উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করে ইত্যাদি ক্ষণিক অযথার্থ প্রশংসার আশায় আপনার বুদ্ধি চিরকালের জন্য হারাইও না। অনেক বালক ক্রন্দন করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে গিয়া চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অনেক বালক পূর্ব্বে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত হইয়াও কেবল কাল-বিলম্ব করিয়া আত্মোপযোগি পুস্তকে পারদর্শিতা লাভ করিয়া চিরকাল ভাল হইয়া গিয়াছে।

যদি কোন বিষয় স্মরণ করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়, তবে সাধারণ লোকে স্বীয় বস্ত্রে একটী গ্রন্থি দিয়া রাখে, উহা দেখিলেই পূর্ব্ব বিষয় স্মরণপথে পতিত হইবেই হইবে। * অস্মদ্দেশে এই একটী সংস্কার আছে যে, বামহস্তে কোন দ্রব্য রাখিলে তাহা স্মরণ হয় না। বিশেষ বিবেচনা করিলে স্মরণশক্তির মূলে যে এই দুইটীই নিহিত আছে, তাহার কোন সংশয় নাই;—মনের ঐকাগ্র্যই স্মরণশক্তির ভিত্তি, ও তাচ্ছিল্যই তদ্বিনাশের মূল। যে বিষয়টীর জন্য গ্রন্থি বন্ধন করা যায় সে বিষয়টী ক্ষণেক চিন্তার বিষয় অবশ্যই হয়। অবি-

* এক পুস্তক ও একভাবে পাঠ করিলে উক্ত পুস্তক অভাবে ও উক্ত ভাবের অভাবে স্মরণ হয় না। ইহা কতদূর সত্য?

কন্তু স্মরণশক্তির একটী স্বভাব এই যে, উহা স্মারক দ্রব্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়া দেয়, অর্থাৎ একের আবির্ভাবে অন্যের আবির্ভাব হয়। এইজন্যই যাহার নাম মনে পড়িতেছে না, তাহার মুখ দেখিলেই তাহার নাম তখনি স্মরণপথে পতিত হইবে। পংক্তির প্রথম বাক্য স্মরণ হইলে সমুদায় স্মরণ হয়। পুস্তকের কোন নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠায় যে বিষয় পাঠ করা গিয়াছে উহা যদি স্মরণ না হয়, তবে সেই পত্রটী স্মরণ করিলে উক্ত বিষয়ও স্মরণ হইবে। (এইজন্য এক পুস্তক পাঠ করিলে এই লাভ হয় যে, পত্রাঙ্ক-স্মরণে বিষয়টীর স্মরণ হয়।) যদি তিন চারিটী কথা একত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে প্রথমটীর স্মরণে অপর দুই তিনটী আপনা-আপনি মানসে উদিত হইবে। এ স্থলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। মানস মনুষ্যের অজ্ঞাত অবস্থায় বস্ত্রে গ্রন্থির ন্যায় একটী কথা অপর অপর কথার স্মারক করিয়া রাখে।

সকল ব্যক্তিই প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কল্য কি কি ব্যঞ্জন দিয়া আহার করিয়াছ, সে অমনি নির্ব্বাক্, তাহার স্মরণ নাই। কিন্তু দুই চারি দশ বৎসর পূর্ব্বে অমুক বাটীতে কোন একটী বিশেষ ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়াছে তাহা আজিও তাহার স্মরণ আছে। ইহার কারণ কি? যাহার এক দিনের কথা মনে নাই, তাহার দশ বৎসরের কথা কেমন করিয়া মনে রহিল? ইহার কারণ এই যে, বিষয় যতই মানসে

আন্দোলিত হয় ততই তাহা স্মরণ থাকে; অন্যথা বামহস্তে দ্রব্য রাখার ন্যায় অর্থাৎ তাচ্ছিল্য প্রকাশ হইলে, সকলই ভুলিয়া যাইতে হয়। উক্ত ব্যঞ্জন যে দশ বৎসরেও ভুলা যায় নাই, তাহার কারণ—উহা যে কেবল প্রথমেই অনেকক্ষণ আলোচনার বিষয় ছিল তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশ ঘটনাতেই উহার উল্লেখ হইয়াছে। স্মরণশক্তি এমন পদার্থ নহে যে, উহা একমাস আলোচনা না করিলেও মানসে গ্রথিত হইয়া থাকিবে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে "শাস্ত্র অতি সুন্দর জানা থাকিলেও মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিয়া লইবে।" "একটী বিষয় পাঠ করিয়া যে সময়ে একটী গো দোহন করা যায় সেই সময় অতিবাহিত হইবামাত্রই আবার একবার দেখিয়া লইবে।"

ঐকাগ্র্যই যখন মেধার মূল হইল তখন ঐকাগ্র্য শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঋষিগণ মানসের একাগ্রতা অবলম্বনার্থ নানা উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নির্জ্জন স্থলে বাস করিয়া সকল প্রকার উৎপাতজনক বিষয় হইতে দূরে থাকিতেন। পাঠের সময় যদি কোন সামান্য ব্যাঘাত হইত, অমনি পাঠ বন্ধ করিতেন এবং শান্তি না হইলে পুস্তক উদ্ঘাটন করিতেন না। এমন কি পাঠকালে বিড়াল পর্য্যন্ত নিকটে আসিলে পাঠ বন্ধ করিয়া মন স্থির করিবে ইত্যাদি উপদেশ মনু বার বার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক মনঃস্থির কি উপায়ে হয়?

আমরা যাহা ভালবাসি তাহা সর্ব্বদাই ভাবিতে চাই,

তাহাই লোকের নিকট বলিতে চাই, নির্জ্জনে উপস্থিত হইলে তাহারই বিষয় আলোচনা করি। জননী শয়নে স্বপনে কেবল সন্তানগত বিষয়েই নিমগ্ন। ভালবাসার পরিমাণ যতই বাড়িবে তৎসম্বন্ধে চিত্তৈকাগ্রতা ততই অধিক হইবে। সুতরাং যদি পাঠে চিত্তৈকাগ্র্য করিবার প্রয়োজন হয়, পাঠকে এমন ভালবাসার বস্তু করিয়া তুলিতে হইবে, যে পাঠভিন্ন অন্য কিছুই আর ভাল লাগিবে না। কিন্তু আবার যে ব্যক্তি অন্য মনুষ্যের অপকার করে, উক্ত মনুষ্য তাহারও বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করে, এবং ক্রোধের সহিত তাহার বিষয় উল্লেখে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। সেইরূপ অমুক পাঠ বড় ক্লেশপ্রদ, উহাতে আমাকে শিক্ষকের নিকট অবমানিত হইতে হইয়াছে ইত্যাদি আলোচনায়ও চিত্তৈকাগ্র্য হয়। কিন্তু এই শেষোক্তটী ক্লেশদায়ক হওয়াতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পাঠকে আনন্দের বস্তু করিবে।

যে পাঠে প্রীতির কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা অভ্যাস দ্বারা প্রিয়পাত্র করিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা যদি কটু, তিক্ত, কষায় দ্রব্য প্রিয় হইতে পারে, তবে কেন অন্য দ্রব্য প্রিয় হইবে না? আমার এক আত্মীয় ব্যক্তির কোন পুস্তক বিশেষ ভাল লাগিত না, তিনি শপথ করিলেন, যতদিন উক্ত পুস্তক হৃদয়গ্রাহী না হইবে ততদিন ছাড়িব না। তিনি উক্ত পুস্তকখানি দক্ষিণ দিকে রাখিয়া অন্য হৃদয়গ্রাহী পুস্তক পাঠ করিতেন, এবং পরীক্ষার্থ মাঝে মাঝে দেখিতেন। দুই এক দিন এইরূপ করিতে করিতেই উক্ত পুস্তক

তাঁহার এত মিষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহা দিবারাত্রি পাঠে বিরক্তি উৎপাদন করিত না।

মন স্থির করিবার আর একটী উপায় এই যে, মন চঞ্চল অবস্থায় থাকিলে অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা করিবে, এবং সহজ সহজ গণিতপ্রশ্ন মীমাংসা করিবে। ইহাতে শীঘ্রই মন স্থির হইবে।

লিখন ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে মন সম্পূর্ণ স্থির হইবে। লিখনের প্রত্যেক বর্ণ মানসে আলোচিত হওয়াতে স্মরণশক্তি অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করে। (কিন্তু যিনি একটী করিয়া কথা দেখেন ও লিখেন, তাঁহার কোন উপকার দর্শে না। একটী পংক্তি অগ্রে দেখিয়া পশ্চাৎ লিখিবে, উহার জন্য যেন আবার পুস্তক না দেখিতে হয়।) যাঁহারা স্মরণশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা পাঠকালে মনে মনে প্রত্যেক বিষয় লিখেন, সুতরাং শীঘ্র শিখিতে পারেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল নিজ পিতার সহিত ভ্রমণকালে কথোপকথন ব্যাপারে যাহাই শুনিতেন, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই অগ্রে তাহা লিখিতেন, ও পিতাকে দেখাইয়া সংশোধন করাইয়া লইতেন। তাঁহার এইরূপ লিখন অভ্যাস থাকাতে তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা এমন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল যে তাঁহার বাক্যের দোষ বাহির করেন এরূপ সাহস কাহারও অদ্যাবধি হয় নাই। অস্মদ্দেশীয় কোন মহাত্মা ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এক দিন তাঁহার সহিত কবরভূমিতে ভ্রমণ করিতে যান। মিল্‌সাহেব উক্ত স্থলে সমাহিত অগণ্য মহাত্মা-

দিগের সমাধিমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকের আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারা কোন্ বৎসরে কি কার্য্য করেন তাহাও বলিতে ক্ষান্ত হইলেন না। আমাদের পরমাত্মীয় মহোদয় তাঁহার এইরূপ স্মরণশক্তি দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন।

অনেকে কোন বিষয় শিক্ষার জন্য বার বার উচ্চারণ করিতে থাকে। কিন্তু উচ্চারণ-কালে কত চিন্তাই না করে। এ দিকে 'গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে' বলিতেছে, ও দিকে 'বর্ষাতে গঙ্গার জল ঘোলা হয়, বন্যা হইলে কেমন নৌকাগুলি ডুবিয়া যায় যায় হয়' ইত্যাদি ভাবিতেছে ; অথবা অন্য কোন বিষয় ভাবিতেছে। ইহাতে স্মরণশক্তির উত্তেজনা হওয়া দূরে থাকুক, বরং অল্পদিনেই তাহা নির্ব্বাণ হয়।

এইরূপ মিথ্যা চিন্তা দূর করিবার এক সহজ উপায় এই, উক্ত চিন্তা উপস্থিত হইলে তাহাতে অনুরাগ যেন না প্রদর্শিত হয়। কোন লোক আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে যদি আমি কোন উত্তর প্রদান না করি, তবে সে অবমানিত হইয়া আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। ইহাও ঠিক সেইরূপ। অন্য চিন্তা উপস্থিত হইলে তাহাতে অনুরাগ প্রদর্শন করিও না, সে চলিয়া যাইবে ; অনুরাগ দেখাইলে সে তোমাকে অধিকার করিয়া বসিবে, সুতরাং অন্য বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে, পাঠকালে কি বিষয় চিন্তা করিতেছি, তাহা জানিতে পারা যায় না। কিয়ৎক্ষণ

অতিবাহিত হইলে পশ্চাৎ জানিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে পাঠকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মনের স্বভাব এই যে, সে আপনার প্রিয়বস্তুর বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। সে যাহার নিকট আনন্দ পায় তাহার নিকট সর্ব্বদাই থাকিতে চাহিবে। সুতরাং যে বিষয়টী তোমার আনন্দজনক নহে, তাহা কি তুমি স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে পার? মন তাহার প্রিয়দ্রব্য খুঁজিয়া তদ্গত বিষয়ই চিন্তা করিবে। যাহা হউক, এইরূপ অন্যমনস্কতা তাড়াইবার জন্য কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করেন। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় পাঠ কিংবা চিন্তা করিতে করিতে যেমনি অন্যমনস্ক হইয়াছ জানিতে পারিবে, অমনি তাহা বন্ধ করিবে, এবং দুই চারি পদ ভ্রমণ করিয়াই আবার উৎসাহের সহিত পাঠ করিতে বসিবে। কিন্তু যদি উক্ত কার্য্য পরদিনের জন্য রাখ, তবে উহা চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে। তোমার পক্ষে উক্ত বিষয় সম্পাদন একেবারে অসম্ভব হইবে।

যে বিষয়টী পাঠ করিবে তাহা যত মিটিয়া মিটিয়া পড়িবে, ততই উহা আনন্দজনক হইবে। তাড়াতাড়ি পাঠ অনর্থের মূল; উহাতে পাঠ ভাল লাগে না, অন্যমনস্কও হইতে হয়। পাঠকালে যদি প্রত্যেক বর্ণের উপর, প্রত্যেক বাক্যের উপর, প্রত্যেক ভাবের উপর, দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মন অন্য বিষয় ভাবিতে সময় পায় না। সুতরাং যতই একাগ্রতা বৃদ্ধি হইবে ততই সহজে উক্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে।

একটী বিষয় শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিবার আর একটী সহজ উপায় এই যে, উক্ত বিষয় এই ভাবে পাঠ করিবে যেন উহা একেবারেই কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। এইরূপ একবার পাঠ করিয়াই যতটা পারা যায় মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবে; যেগুলি কণ্ঠস্থ বা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তাহাই কেবল পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিয়া লইবে এবং প্রয়োজন বোধ হইলে বস্ত্রে গ্রন্থি দিবার ন্যায় এক একটী চিহ্ন দিবে। এইরূপ করিলে অর্দ্ধ ঘটিকায় যত কার্য্য হইবে, একটী কথা বার বার উচ্চারণ করিয়া মুখস্থ করিতে যাইলে দুই দিনে সেই কার্য্য হয় কি না সন্দেহ।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বাৎসরিক শ্রেণীর কোন এক সুবিজ্ঞ ইয়ুরোপীয় অধ্যাপক ইতিহাস পাঠকালে আপন ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ দুইবার আবৃত্তি করাইয়া লইয়া তাহা মুখে মুখে বলিতে আদেশ করিতেন। সাধারণের সম্মুখে পাছে না বলিতে পারি এই অপমানভয়ে উক্ত দুইবার আবৃত্তিতেই সকলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন।

---

* যে পাঠ একবার অভ্যস্ত হয়, তাহা আলোচনা করিতে অধিক সময় ব্যয় হয় না। অভ্যস্ত বিষয়ের পত্রটী মাত্র দেখিলে সকল বিষয় স্মরণ হয়। অভ্যস্ত বিষয় এক মিনিটে ২।৩ পৃষ্ঠা দেখা যাইতে পারে। সুতরাং তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য সময় ব্যয় হয়, ইহা নির্ব্বোধের বাক্য।

সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভূত কার্য্য হইয়া যাইত। এ স্থলে ভয়ই চিত্তৈকাগ্র্যের প্রধান কারণ।

আমার নিজের স্মরণ হয় বাল্যকালে যখন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় কণ্ঠস্থ করিতাম, তখন আমি সকলের অগ্রে বলিব এই বাসনায় মন এত স্থির করিতাম যে, একবারেই অনেক বিষয় শিখিতে পারিতাম। এক দিন গুরুমহাশয় সকল বালককে চাণক্যের শ্লোক কণ্ঠস্থ করাইতেছিলেন। আমি, সকলে একটী কণ্ঠস্থ না করিতে তিনটী কণ্ঠস্থ করিয়া দিব এই পণ করিয়া, গুরুমহাশয় একটী শ্লোক বলিবামাত্র তাহার কোন কথা সমীপস্থ আম্রবৃক্ষের গুঁড়িতে মনে মনে লিখিলাম, কোনটী কোন বালকের শীর্ষদেশে লিখিলাম, কোন কথাটীর জন্য বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্র ধরিলাম ইত্যাদি বস্ত্রে গ্রন্থি দিবার ন্যায় উপায় উদ্ভাবন করিয়া এত শীঘ্র তিনটী কবিতা কণ্ঠস্থ করিলাম

---

* ইতিহাসস্থ বিষয় মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত রাখিবার উপায় এই, কোন বিষয় পাঠান্তেই মনে মনে একবার আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া লইবে। অধিকন্তু ইতিহাস-পাঠান্তেই তৎস্থিত সমুদয় খৃষ্টাব্দগুলি মাত্র একটী কাগজে পর পর লিখিয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে কেবল উহাই দেখিয়া তদ্গত বিষয়গুলি চিন্তা করিবে। এরূপ হইলে অতি অল্প কাল মধ্যে খৃষ্টাব্দ ও তদ্গত বিষয়গুলি মানসক্ষেত্রে এরূপ পরস্পর সম্বদ্ধ হইবে, ও সুলভ হইবে যে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না।

যে সকলে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। আমিও বাল-স্বভাবজন্য তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিবার সন্ধান না বলিয়া দিয়া প্রশংসা-জনিত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলাম।

আর এক দিন স্মরণ হয় কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পাঠকালে একখানি পুস্তক লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহপাঠী তাহার পুস্তকে আমাকে পাঠ করিতে দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অধ্যাপক মহাশয় কোন কবিতা বা কোন সূত্র পাঠনার্থ উচ্চারণ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তাহা কণ্ঠস্থ করিব, অন্যের পুস্তকের সাহায্য লইব না। এই স্থির করিয়া আমি সে দিন এত অধিক ও শীঘ্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম যে, আজিও আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। যাহাদের এইরূপ প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী তাহারাই শ্রুতিধর। ইয়ুরোপে এক ব্যক্তি একবার উচ্চারণে কত সহস্র বাক্য কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা এত অধিক যে, কেহ তাঁহাকে প্রহার করিলেও তিনি জানিতে পারিতেন না। এক এক জন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তৈকাগ্র্য (সুতরাং স্মরণশক্তি) এত অধিক যে, এক একটী অতি দুরূহ গণিতপ্রশ্ন মীমাংসা করিতে কখন লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করেন না। সিরাকিয়ুজের প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা আর্কিমিডিস্ উক্ত নগরের ধ্বংসকালে একটী গণিতমীমাংসায় এত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ নগর ধ্বংস করিয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিলে, তিনি প্রাণহন্তাকে এই উত্তর দেন, 'ক্ষণকাল বিলম্ব

কর, আমার গণিতমীমাংসা শেষ হইয়া আসিল।' কিন্তু সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে ভয় হয় তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম হইবে না, কারণ ভয়ের সহিত মন চঞ্চল হয়, সুতরাং একাগ্রতা-অভাবে হৃদয়ঙ্গমও হয় না। বালকদিগের মধ্যে যে স্মরণশক্তির এত তারতম্য দেখা যায়, ভয় ও অনুৎসাহই তাহার প্রধান কারণ। ইহা বুঝা বা মুখস্থ করা আমার সাধ্য নহে, এই ভয়ঙ্কর কথাই সর্ব্বনাশের মূল। যাহা অন্যের সাধ্য হইয়াছে তাহা আমার সাধ্য কেন হইবে না? এইজন্য প্রধান বুদ্ধিমান্ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 'না' কথাটী অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'না' কথাটী যে মনুষ্যের মুখে উচ্চারিত হয় সে মনুষ্যই নহে। 'এ কার্য্য আমার সাধ্য নহে' ইহা তিনি শুনিতেই চাহিতেন না। আমার নিজের স্মরণ হয়, বাল্যকালে শিক্ষক মহাশয় এক দিন একটী অধিক গুরুতর পাঠ দিয়াছিলেন, তাহা প্রস্তুত করা আমার সাধ্য নহে মনে করিয়া আমি গৃহে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ে গিয়া যখন দেখিলাম যে অপর একটী বালক তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তখন লজ্জিত হইয়া দুই একবার পাঠ করিতেই উহা আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। অধিকন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমি যে অঙ্কটী মীমাংসা করিবই বলিয়া মন স্থির করিয়াছি, তাহাতে শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু যেটী কঠিন ভাবিয়াছি সেটী

সহজ হইলেও কখনই বুঝিতে বা মীমাংসা করিতে পারি নাই।

ক্ষমা।

দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তির এক একটী বিষয় থাকাতে উহাদিগকে পরিবর্দ্ধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। দয়ার বিষয় শোক, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দয়াবৃত্তি আপনা আপনি উন্নতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ক্ষমা প্রভৃতি সাধুপ্রবৃত্তিগুলির বিষয় নাই। ইহাদের বিপরীত বৃত্তি ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতির যে সকল বিষয় আছে তাহা হইতেই ইহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অপকার, স্বার্থহানি প্রভৃতি ক্রোধের বিষয়, অর্থাৎ উহাদিগের আবির্ভাবে ক্রোধের আবির্ভাব হয়। কিন্তু উক্ত বিষয়গুলি হইতেই আবার বিপরীত ধর্ম্ম ক্ষমাবৃত্তি আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং 'ক্ষমা' কি দুরূহ ব্যাপার!! অথচ ক্ষমা না থাকিলে পৃথিবী মরুভূমির প্রায় হয়! সংসারের সুখদিবা এককালে অস্তমিত হয়! কারণ, অপূর্ণ ক্ষুদ্রজ্ঞান মনুষ্য, ভ্রমান্ধতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহার প্রতিবাসীর কি না অপকার করে।

ক্ষমা না থাকিলে জীবসমাজ ক্ষণকালের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবে দেখিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর জীবমাত্রের হৃদয়েই একপ্রকার ক্ষমাভাব সঞ্চারিত করিয়া উহাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন। যতদিন মনুষ্য ঈশ্বরদত্ত উক্ত ক্ষমাবৃত্তিটী

বিনষ্ট করিবার অবসর না পায়, ততদিন উহা অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। একটী বালক আর একটী বালকের সহিত এমন বিবাদ করিল, বোধ হইল যেন উহাদের পরস্পর মুখ-দর্শন চিরদিনের জন্য শেষ হইল! উহারা পরস্পরকে গালি দিয়া ও প্রহার করিয়া নিজ নিজ জননীর নিকট গিয়া অভি-যোগ করিল এবং আর কখন পরস্পর মিলিত হইবে না প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু অর্দ্ধ ঘটিকা সময় অতিবাহিত না হইতেই দেখ উক্ত বালকদ্বয় আবার হাস্য করিতে করিতে মিলিত হইয়া কি আনন্দে ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইল! শিশুদিরেগ কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা অক্ষমায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়াতিক্রমের সহিত অপকারীর অপকারের প্রতি উদাসীন হইতে থাকেন। এ ভাব সম্পূর্ণ বিস্মরণজন্য নহে। অপকারীর অপকার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম থাকিলেও সময় যতই অতিবাহিত হয় ততই প্রতিহিংসা সম্বন্ধে মন অসাড় হইতে থাকে।

কিন্তু বিস্মরণ ও উদাসীন ভাবপূর্ণ ক্ষমা পশুদিগের ধর্ম্ম। একটী পশু অপকৃত হইলে, সময়ের স্রোতের সহিত প্রত্যপ-কারক্রিয়ায় উদাসীন বা বিস্মৃত হয়।* মনুষ্য সময়ের অধীন হইয়া পশুসহজ ক্ষমা করিলে তাহার মনুষ্যত্বের পরিচয় হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং যে ক্ষমাগুণে ভূষিত, মনুষ্য সেই ক্ষমা লাভে

---

* বিড়াল ও কুক্কুর কত অল্প সময়ে পরাপকার বিস্মৃত বা তদ্বিষয়ে উদাসীন হয় তাহা বর্ণন কর।

উপযুক্ত হইয়া স্বর্গীয় ভাব ধারণে অধিকারী। কিন্তু সে ক্ষমা কিরূপ?

পরম ক্ষমাবান্ পরমেশ্বর অপকারী মনুষ্যের প্রতি যে ক্ষমা প্রদর্শন করেন তাহা নিস্তব্ধভাব নহে। তাঁহার ক্ষমায় সময়বিশেষে তাড়না আছে, ভয়প্রদর্শন আছে, ক্লেশবিধানও আছে, কিন্তু সর্ব্ব সময়ে প্রীতি বিদ্যমান; সুতরাং অধিকাংশ স্থলে উপকার দ্বারা ক্ষমা প্রকাশ পায়। যে পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক অন্যকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট করিয়া আপনি ঐশ্বর্য্যশালী হয়, বিচারার্থ মনুষ্যের সম্মুখে তাহাকে উপনীত করিলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উহাকে উক্ত ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত করিতে ও অপর শাস্তি দিতে ঐকমত্য প্রকাশ করিবে। কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে উহার প্রতি বিপরীত ভাব প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তি ধনের অনুরোধে আপনার সমুদয় স্বর্গীয় সাধুপ্রবৃত্তিগুলি স্বহস্তে বলিদান করিল, আপনার বিশ্রামশয্যা কণ্টকপূর্ণ করিল, সুখাগার মনুষ্যসমাজ লজ্জা ও ভয়ের কারণ করিয়া তুলিল, অনিদ্রা হেতু রজনীর বিকটাকার দর্শন ও নানা অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিল, ক্ষমার আকর পরমেশ্বর কোন্ প্রাণে তাহার সেই সর্ব্বস্বদানে লব্ধ ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইবেন! তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সে ধনে বঞ্চিত করিতে পারেন না, বরং অপরাপর উপকার প্রকাশ দ্বারা তাহাকে ক্ষমা করেন। জঘন্যপ্রকৃতিক পাষণ্ডেরও সংসার সম্বন্ধে উন্নতি হয় দেখিয়া লোকে অবাক্ হয়, কিন্তু তাহারা জানে না ঈশ্বর কি ভাবে ক্ষমা প্রকাশ করেন!!

বস্তুতঃ উদাসীনভাব প্রদর্শন না করিয়া উপকার দ্বারা ক্ষমা প্রকাশকেই যথার্থ 'ক্ষমা' বলা যায়। এবং সেই ক্ষমা আমাদের আবাসভূতা পৃথিবীই সর্ব্বদা শিক্ষা দিতেছেন। পৃথিবীর একটী নাম ক্ষমা। কার্য্যেও ইনি সর্ব্বতোভাবে ক্ষমাময়ী। যে কৃষক ভূতধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ হলদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, তিনি তাহাকেই ফল পুষ্প শস্য দ্বারা অশেষরূপে তৃপ্ত করিতেছেন। যাহারা অস্ত্রাঘাতে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিল, সাগরাম্বরা ধরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদেরই পরিতৃপ্তির জন্য, নিজ গর্ভস্থ সুস্বাদু সলিল উদ্গীরণ করিয়া উক্ত সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছেন। বৃহদাকার বিটপিশ্রেণী স্বার্থলাভের জন্য নিজ মূল দ্বারা পৃথিবীকে যতই বিদারণ করিতেছে ও উহার শোণিত শোষণ করিয়া নিজে পুষ্ট হইতেছে, ক্ষমাময়ী জীবধাত্রী, পাছে দুর্দ্দান্ত পবন তাহাকে ধরাশায়িনী করিয়া বিনষ্ট করে এই ভাবনায় কত সন্তর্পণে উক্ত বৃক্ষদিগের মূল কঠিনরূপে ধরিয়া রহিয়াছেন। দিনমণিও ক্ষমাসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদানে বিরত নহেন। যে জলদরাজি তাঁহার সর্ব্বস্ব কিরণমালা বিনষ্ট করিবার জন্য আত্মজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে রোধ করিতেছে, জীবনেত্র অভ্রনির্ম্মাতা সেই দিবাকরই তাহার অবয়ব-পুষ্টির জন্য পৃথিবীর নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া কত যত্নে বাষ্পরাশি আকাশমার্গে উত্তোলিত করিতেছেন।

এইরূপ ক্ষমাই স্বর্গীয় ক্ষমা। ইহাতে যে ফল উৎপন্ন হয়

তাহাও অনুপমেয়। ক্ষমা স্বর্গীয় নিধি হওয়াতে ইহার প্রতাপও অসাধারণ। "যে মহাদোষ, তিরস্কার অবমাননা শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করে, ক্ষমার প্রবল প্রতাপে তাহা আশ্চর্য্য-রূপে বিদূরিত হইয়া যায়।"

পারস্যদেশে এক মহাত্মা কৃষক বাস করিতেন। তিনি এক দিন নিজ ধান্যের গোলায় উঠিয়া দেখিলেন যে ধান্যের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ নাই—অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং উহার এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে। কোন চোর প্রতি রজনীতে উক্ত গর্ত্ত দ্বারা ধান্য বাহির করিয়া লইয়া যায় বুঝিতে পারিয়া, চৌরের দুষ্ক্রিয়ার জন্য কিঞ্চিৎ দুঃখিত হই-লেন, কিন্তু কিরূপে তাহার চরিত্র সংশোধন করা যাইবে তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন। পরে উক্ত গর্ত্তে এক টী ফাঁদ পাতিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চৌর পূর্ব্ববৎ রজনীতে আসিয়া যেমন উক্ত গর্ত্তে হস্ত প্রবেশিত করিল অমনি হস্ত জালে আবদ্ধ হইল, আর বাহির করিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়া শেষে হতাশ-অন্তঃকরণে নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, এবং প্রাতঃকালেই রাজদ্বারে নীত হইয়া কি শাস্তিই পাইতে হইবে ইত্যাদি চিন্তায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইল, কৃষক আসিয়া দেখিলেন চৌর জালে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহি-য়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাল হইতে হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টায় শোণিতাক্ত হইয়াছে। চৌরের ক্লেশ দেখিবামাত্র তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া চৌরকে বন্ধনমুক্ত

করিলেন, এবং সাশ্রুনয়নে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে চোর কৃষকের পদদ্বয় ধরিয়া অনেক ক্রন্দন করিল এবং মুক্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কৃষক তাহাকে রাজদ্বারে পাঠাইবেন না অঙ্গীকার করিয়া চোরকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করিল না, বরং উচ্চৈঃস্বরে প্রাণসম পুত্র কন্যাদিগের নামোল্লেখ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৃষক অনেক বুঝাইয়া ও স্নান আহারাদি করাইয়া চোরকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন এবং বলিলেন "ভদ্র! এমন দুষ্কার্য্যে কখনই রত হইও না, ইহাতে সন্তানদিগের প্রতিপালন দূরে থাকুক তাহাদের জীবনধারণে সংশয় উপস্থিত হইবে। যতদিন তুমি কোন কর্ম্ম না পাইবে, আমার নিকট আসিও আমি তোমাকে সপরিবারে প্রতিপালন করিব; অদ্য তাহার প্রমাণস্বরূপ এই অৰ্দ্ধমণ তণ্ডুল লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি তাহার বস্ত্রে অৰ্দ্ধমণ তণ্ডুল বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন। চোর এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কৃষকের পদে পতিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মহাত্মন্! আপনি কি আর আমি কি? আপনি স্বর্গীয় পুরুষ, আমি নরকের বীভৎস কীট। আমি আজি সমস্ত পাপকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার শ্রীপদের ক্রীতদাস হইলাম। আপনি আমাকে আজি যে কি চৈতন্য দান করিলেন তাহা জগদীশ্বরই জানিতেছেন।" এই সময় অবধি চোর লোকবিগর্হিত আত্মবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। পরিশেষে এমন

একটী প্রসিদ্ধ সাধুচরিত্র ব্যক্তি হইয়া উঠিল যে, যে দেখিত সেই বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিত না। ইহাই যথার্থ ক্ষমা এবং এই ভাবই যথার্থ স্বর্গীয়। এই ভাবে কতদূর সুফল উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষমী মহোদয়গণই কেবল বলিতে পারেন, প্রতিহিংসাগ্রাহী বা প্রত্যপকারী ব্যক্তিগণের জানিবার কোন অধিকার নাই।

'যোগবাশিষ্ঠে' মহর্ষি বশিষ্ঠের এই উক্তি আছে, "যে ব্যক্তির পদদ্বয় চর্ম্মপাদুকায় আচ্ছাদিত, সে ব্যক্তি যেরূপ উন্নতাবনত বা কণ্টকাবৃত স্থানে গমন করুক না, সমুদয় স্থান তাহার চর্ম্মাবৃত বোধ হইবে।" বস্তুতঃ যাঁহার মানস ক্ষমা শান্তি-জলে প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে সমুদয় জগৎ শান্তিপূর্ণ সুখপূর্ণ অনুভূত হয়। দুর্দ্দান্তপ্রকৃতিক ভীষণ-মূর্ত্তি নরগণ তাঁহার চক্ষে সম্পূর্ণ অশান্তভাব ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে সাধারণের অদৃশ্য সদ্গুণ বাছিয়া লন ও তাহাতেই মুগ্ধ হন। শত্রু তাঁহার নাই। অবমন্তা নিন্দুক তাঁহার মিত্র। তিনি বলেন অপকারী ও মিথ্যা অবশঃকারী ব্যক্তি তাঁহাকে ধীরভাব যত শিক্ষা করায় ও সুতরাং বিপদে অক্ষুণ্ণভাবের শিক্ষা দেয়, এমন কোন মিত্রই পারে না। মহাত্মা সক্রেটিস্ ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহোদয় চৈতন্য, ভক্তি ও ধর্ম্মভাব শিক্ষার্থ তীর্থগত সাধুচরিত্র ব্যক্তিদিগের ভক্তি পরিদর্শন করিতেন ও সুতরাং নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতেন। একদা তিনি পুরীতে জগন্নাথদেব-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মভাব

প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা রমণী জনতায় জগন্নাথদেব-দর্শনে বঞ্চিত হওয়াতে, অধীরা হইয়া সমুপাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার পৃষ্ঠে কাহার উরুদেশে পদ রক্ষণ করিয়া পরিশেষে মহোদয় চৈতন্যের স্কন্ধে এক পদ ন্যস্ত করত অনিমিষলোচনে অভীষ্ট দেবতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সহচরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া রমণীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু চৈতন্য তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ! তোমরা নিরস্ত হও। সাধ্বী রমণী এক্ষণে যে কোথায় আছে তাহা আপনিই জানে না। আপন অভীষ্টদেবদর্শনে স্বর্গে অবস্থান করিতেছে; তোমরা বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। এ রমণী আমার গুরু হইল' ইহার নিকট আমি অদ্য অনেক শিক্ষা পাইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে ধাম্মিকবর চৈতন্য ঈশ্বরভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! ক্ষমার কি আশ্চর্য্য শক্তি! ইহা অবমান, শত্রুতা ইত্যাদির মধ্য হইতেও সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও উপকারিতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে!!

ক্ষমা যে স্বর্গীয় রত্ন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; অন্যথা ক্ষমা মাত্রেই অভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দ কোথা হইতে সমুদ্ভূত হয়? যে ব্যক্তি প্রাণ বিনাশ করিতেছে তাহাকেও ক্ষমা করিলে কেন হৃদয়ে আরাম হয়?

বঙ্গদেশের প্রধান বিচারক মৃত নরম্যান সাহেব আবদুলের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া ঈশ্বরের নিকট খৃষ্টের কথিত প্রার্থনাটী পাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু যখনি

প্রার্থনার মধ্যে এই বলিতে আরম্ভ করিলেন 'হে ঈশ্বর! অন্যের দোষ আমরা যেমন ক্ষমা করি, তুমি তেমনি আমাদের দোষ ক্ষমা কর', অমনি তাঁহার বাক্য স্খলিত হইল। তিনি প্রার্থনাপাঠকারী ধর্ম্মযাজককে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইতে বলিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'আবদুল! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করুন।' তিনি যখন এই কথা উচ্চারণ করিলেন, উপস্থিত জনগণ তাঁহার হৃদয়ে একটী অননুভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য তৃপ্তি পরিদর্শন করিয়া বিস্মিত হইল।

ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি মহামান্য মেয়ো আণ্ডামান দ্বীপে হত্যাকারীর ছুরিকাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ইংলণ্ডস্থিত তৎশিশুদ্বয়ের নিকট উক্ত সংবাদ প্রেরণে তারযোগে এই উত্তর আসিল "সের আলি! তোমাকে আমরা ক্ষমা করিলাম।" কি সৎশিক্ষা!! দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগেরও কি মহোচ্চ ভাব! এই ক্ষমাতে যে কত তৃপ্তি, উক্ত বালকদ্বয় যেমন জানিতে পারিয়াছে, অনেক স্থবির প্রত্যপকারী জ্ঞানাভিমানিগণ তাহার কণামাত্রও উপভোগ করিতে পান না।

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ খৃষ্টের হৃদয়ে লোকে লৌহশলাকা প্রোথিত করাতে যখন তিনি সেই যন্ত্রণার মধ্যে ঈশ্বরের নিকট অপকারীদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন "জগদীশ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা যে দুষ্কার্য্য করিতেছে জানে না," তখন তাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মল অসাধারণ বুদ্ধির অগম্য

কি যে একটী স্বর্গীয় তৃপ্তিভাব সমুদয় ক্লেশ অবসান করিল তাহা অপকারী প্রতিহিংসার্থ ব্যগ্র ব্যক্তিদিগের স্বপ্নেও অনুভূত হইবার নহে।

অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনমধ্যে এই একটী চলিত বাক্য আছে যে, শঠে শাঠ্য আচরণ করিবে। এই একমাত্র কুসংস্কারে ভারতবর্ষের পতন হইয়াছে। ভারতে রাজগণের মধ্যে একটী শঠের আবির্ভাবে বহু শঠের সৃষ্টি হয়, সুতরাং পতনের অধিক বিলম্ব হয় না। আর্য্যবংশীয় গুণবান্ রাজবংশ যতদিন "ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃ, ক্ষমা তপস্বীদিগের বেদ, ক্ষমা সত্যপরায়ণ দিগের সত্য" ইত্যাদি বিশ্বাস করিতেন ততদিন এ দেশের এক শোভাই ছিল, এক্ষণে ক্ষমার সহিত আমাদের সুখদিনমণি অস্তমিত হইয়াছে !! যে ক্ষমা সাধারণের বীজমন্ত্র ছিল, যাহার গুণকীর্ত্তনে মহর্ষি বেদব্যাস, বাল্মীকি, ও প্রাতঃস্মরণীয় অন্যান্য মহোদয়গণ ব্যস্ত ছিলেন, এক্ষণে তাহার নামে সকলেই সহাস্যবদনে পরস্পর মুখাবলোকন করেন। ক্ষমা নাম উচ্চারণে নির্ব্বোধ লোকগণই যদি স্মৃতিপথে অধিরূঢ় হয়, সে দেশের মঙ্গল কতক্ষণস্থায়ী ? যে স্থলে গৃহে গৃহে মনান্তর, শক্রতা, অনুন্নতীচ্ছা, সে স্থলে কুশল কতক্ষণ থাকিতে পারে ? ক্ষমার স্থলে এক্ষণে ক্রোধের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সাধারণের সুখের আশাও লুপ্তপ্রায়। * মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রোধের বিপক্ষে কতই

* একটী পুস্তকের পত্র অনবরত উড়িয়া যাইলে তাহার উপর ক্রোধ হয় ও পত্রটী ক্রোধে কুঞ্চিত বিকুঞ্চিত করিয়া

প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অপকার করিলেই যদি তোমার ক্রোধ হয়, তবে হে মানব! ক্রোধের প্রতি তোমার ক্রোধ উপস্থিত হয় না কেন? কারণ, ক্রোধের মত অধিক অপকার তোমার কেহই করিতে পারে না; ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই বিনষ্ট হয়।"

কিন্তু তাঁহাদের এ ক্রন্দন বৃথা! ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমাভাব অবলম্বন করিতে হইবে? তবে সংসার ছাড়িয়া বনে চল, ইত্যাদি সাধারণের উক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ক্ষমা দ্বারা পৃথিবী জয় করা যায়, সামান্য মনুষ্য কোথায় আছে। ভৃগু মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া যখন কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিহিংসায় সক্ষম হইয়াও বলিলেন, মহর্ষে! আপনার চরণ আমার বক্ষে সবলে আহত হওয়াতে আপনার চরণই অধিক ব্যথিত হইয়াছে, ক্ষমা করুন। ইহাতে ভৃগুমুনির মানসে যে কি ভাব হয়, তাহা পুরাণজ্ঞ সকলেই জানেন। মহর্ষির বাক্যস্ফূর্ত্তি দূরে থাকুক, পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে তিনি মনের ক্লেশে তথায় প্রবেশ করিতেন। পুরাণের উদাহরণ দূরে থাকুক, আমাদের সম্মুখে অহরহঃ যাহা ঘটিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াও আমাদের চক্ষু মুদিত থাকে।

ফেলিতে ইচ্ছা হয়। উনানের কাষ্ঠ না জ্বলিলে অনেকে কাষ্ঠ দূর করিয়া ফেলিয়া দেন বা পাকস্থালী চূর্ণ করেন। এই ঘটনা লইয়া "ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে জড়পদার্থও পাগল করিতে পারে" ইত্যাদি বর্ণন কর।

আমার একটী সাধুচরিত্র মিত্রের সহিত এক ব্যক্তি বিবাদ ও কলহ করিয়া অতিশয় অবমান করেন। মিত্র তাঁহাকে মনে মনে ক্ষমা করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার অবিনয় ভাবের জন্য বিশেষ শিক্ষা হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন। একদা উক্ত ব্যক্তি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পান। মিত্র সময় পাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রাণপণে তাঁহার রোগমুক্তির চেষ্টা ও সেবা করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির হৃদয় একেবারে বিগলিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতৃসম্বোধনে মিত্রের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ভাই আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমাকে আজি যথেষ্ট শিক্ষা দিলে। আমার মিত্র উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে ধনে বিদ্যায় ক্ষমতায় সকল বিষয়ে হীন হইয়াও কি বিজয়ী হইতে পারিলেন না?

কিন্তু এরূপ উদাহরণ প্রতিদিনই সমাজে কত ঘটিতেছে, তথাপি নির্ব্বোধদিগের চক্ষু চর্ম্মাবৃত রহিল! পরোক্ষদর্শী মহাত্মগণ! তোমরা যে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছ, যে "শলভ না জানিয়াই অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়া দগ্ধ হয়, মৎস্য না জানিয়াই বড়িশযুক্ত পিশিতখণ্ড ভক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য সকল জানিয়া এবং ফলভোগ করিয়াও ক্রোধ, হিংসা, বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা প্রভৃতিরূপ অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন্তে দগ্ধ হইতে থাকে," ইহার ন্যায় সত্য আর দেখিতে পাই না। নির্ব্বোধদিগকে বুঝাইবারও তোমাদের

সুবিধা নাই। উহারা জানে আমরা যেমন সুন্দর ও শীঘ্র বুঝিতে পারি তেমন আর কেহ পারে না। কারণ মূর্খে ও পণ্ডিতে প্রভেদ এই, পণ্ডিত জানেন আমি কিছুই জানি না, কিন্তু মূর্খ মনে করে আমি সকলই জানি। পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবার আশা আছে, মূর্খ সর্ব্বত্র বিজয়ী।

দয়া ও পরোপকার।

জগৎপালক পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তরে অপর জন্তুর অলভ্য কয়েকটী মনোবৃত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তাহাদিগের পরিপোষণার্থ কত কৌশলই করিয়াছেন। অপর প্রাণীকে তিনি দয়া-ধনে বঞ্চিত রাখিয়া কেবল মনুষ্যকেই তাহাতে অধিকার দিয়াছেন, সুতরাং অপর প্রাণীদিগের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অপর জন্তুদিগের অবস্থা প্রায়ই একবিধ। তাহারা সকলেই সমান ধনী, সমান জ্ঞানী ও সমান বুদ্ধিজীবী। কিন্তু সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও দুইজন মনুষ্যের একবিধ অবস্থা নিরীক্ষিত হয় না। অপর জীবদিগের সুখের বিষয় যেমন অল্প; দুঃখ, বিপদ, যন্ত্রণা ও ক্লেশের আয়তন তেমনি ক্ষুদ্র। কিন্তু মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হইয়া যে কেবল নানা সুখ লাভে প্রধান হইয়াছে তাহা নহে, তাহার দুঃখাদির পরিধিও সর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য অন্য প্রাণীদিগের বুদ্ধির অগম্য জ্যোতিষ,

রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক বিমল আনন্দে আনন্দিত হয় বটে, কিন্তু এক একটী এমন দুঃখ ভোগ করিতে হয় যে, তদ্বিষয়ে অপর প্রাণীদিগের উদ্বোধমাত্রও নাই। অবমানে তাচ্ছিল্য-প্রকাশে দুর্ব্বাক্যে বৃথা দোষারোপে কুযশ-ঘোষণায় মনুষ্যের যে কি যন্ত্রণা হয়, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারে না।

কিন্তু মনুষ্যের দুঃখের আয়তন যতই অধিক হউক না, পরমেশ্বর তাহাদিগের মধ্যে এক দয়াবৃত্তি দিয়া সকল ক্লেশের অবসান করিয়াছেন। রোগ, শোক, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া এক বিন্দু অশ্রুমোচন না করিতে করিতেই চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র বিন্দু অশ্রু তোমার জন্য পাতিত হইয়া তোমার আহত হৃদয়কে আবার সুখপূর্ণ করিবে। নিরীহ ব্যক্তি প্রপীড়িত হইলে তাহার মিত্রের অভাব নাই। অপরিচিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে তাহার জন্য প্রাণ দানে উদ্যত হইবে।

মনুষ্যহৃদয়ে যে পরিমাণে দয়াভাব উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণেই তাহার দেবত্ব হয়। স্বার্থপরতা, ক্রোধ, জিঘাংসা প্রভৃতি যে সমস্ত পশুর ধর্ম্ম, তাহারা দয়ার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে মর্ত্ত্য জগতে দেবভাবে উপনীত করিবার জন্যই তাহার হৃদয়ে দয়া সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং যাহাতে উক্ত বৃত্তি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে ও মনুষ্যকে পশুমধ্যে গণনীয় না করে, তাহার উপায় অধিক পরিমাণে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যতই সাবধান হও না, দয়া প্রকাশ করিয়া কোন না কোন সময়ে তোমাকে দেবতা

হইতেই হইবে। মনুষ্য! তোমার প্রতি পরমেশ্বরের কি অপার পক্ষপাতিত্ব।

হীনাবস্থ ব্যক্তির পর্ণকুটীরে গমন করিয়া যদি তথায় দেখ, মলিন ও ছিন্নবস্ত্রাবৃত শীতে কম্পিতাঙ্গ শিশু সন্তানগণকে তাহাদের মাতা যতই বলিতেছেন, বৎসগণ! গৃহে অন্ন নাই, সন্তানগণ ততই বলিতেছে, মা! আমরা শুধু খাইব, আমরা ক্ষুধায় মারা যাই, তাহা হইলে তোমার দয়াভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারে? স্নেহময়ী জননী প্রাণসম মৃত পুত্রটীকে ক্রোড়ে রাখিয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন, পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিনী জীবনের একমাত্র অবলম্বন গুণবান্ ভর্ত্তাকে মুমূর্ষু দেখিয়া লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া যখন অশ্রুজলে ধরা অভিষিক্ত করিতে থাকেন; এবং অনাথ শিশু সন্তানগুলি প্রবোধ না মানিয়া ধূলায় ধূসরাঙ্গ হইয়া ক্রন্দন-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে থাকে, তখন যাঁহার যত বড় কঠোর হৃদয় হউক না, উহা যে একেবারে বিগলিত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ উপস্থিত করিবে?

এবংবিধ দুর্গত অবস্থা বা শোকোদ্দীপক ঘটনা অপর জন্তু-গণ আপনাদিগের মধ্যে দেখিতে পায় না। তাহারা সকলেই সমান ধনী, সুতরাং অবস্থাগত কোন করুণোদ্দীপক ঘটনা প্রায় ঘটে না। অধিকন্তু তাহারা প্রায় সকলেই অন্যের দুরবস্থায় বা মরণে শোক করিতে জানে না। সন্তানের জন্য যে প্রয়াস বা তদ্বিয়োগে মনঃক্লেশ তাহা কেবল স্বল্পকাল মাত্র। কেনই বা মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের মধ্যে করুণো-

দ্দীপক ব্যাপার থাকিবে, যখন উহাদিগকে করুণাবৃত্তিটী পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেবভাব ধারণ করিতে হইবে না? এই জন্যই যাঁহারা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বিপদ্ আপদ্ শোক দুঃখ ইত্যাদি একেবারে অন্তরিত রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, * কিন্তু ইহার মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া উক্ত করুণা বা দয়াবৃত্তিটী সতেজ করত স্বর্গে অবস্থান করিতে থাকেন।

মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন, যে "যে ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করা যায় কেবল যে তাহারই অশেষ আনন্দ হয় তাহা নহে, কিন্তু যিনি দয়া-প্রকাশে অগ্রসর হন তাঁহারও সুখের সীমা নাই।" বস্তুতঃ দয়া-লাভে যত সুখ না হউক, দয়া-প্রকাশে স্বর্গসুখ। দয়ালু উপকারীর মানসে যে কি স্বাচ্ছন্দ্য তাহা ধন, মান, ঐশ্বর্য্য কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না। মনুষ্যসমাজই এই দয়াজনিত-তৃপ্তি-প্রদানে সক্ষম, সুতরাং কেহ মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলে তাহার হৃদয়ে দেবভাব কতদূর সম্ভব! সুখ কতদূর আয়ত্ত! এইজন্যই আর্য্যবংশীয় কোন এক মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন "হে মুনিপুত্র! তুমি জীবন ধারণ করিও না, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে তোমার সুখ নাই, মৃত্যু হইলে তোমার তপস্যাজনিত স্বর্গ; কিন্তু হে সাধো! তুমি জীবিতই থাক আর মৃত হও তোমার সর্ব্বত্র সুখ।" বস্তুতঃ সাধু ব্যক্তিগণ করুণার্দ্রহৃদয় হইয়া ইহ জগতেই যে স্বর্গভোগ করেন তদ্বিষয়ে দয়ালু মহোদয়গণই বিশেষ প্রমাণ।

কিছু কাল গত হইল পশ্চিমপ্রদেশস্থ কোন এক সামন্ত নৃপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত আছেন ইত্যাদি ঘোষণানন্তর কোর্ট-মার্স্যাল্ আইন অনুসারে পর দিবস প্রাতেই নৃপতির ফাঁসি হইবে স্থিরীকৃত হয়। অন্তঃপুরনিবাসিনী রাজমহিষী এই সংবাদ শ্রবণে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ বিলাপে কি ফল হইবে বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন, এবং নৃপতির প্রাণরক্ষার এখনও যদি কোন উপায় থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী শুনিয়া শোকোদ্বেগে অধীর হইলেন, এবং কমিশনর সাহেব যদি রক্ষা করিতে পারেন তবেই রক্ষা, অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কমিশনর সাহেব তৎকালে ত্রিংশৎক্রোশ দূরে পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার আদেশ আনিতে আনিতেই নৃপতির ফাঁসি-কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে ভাবিয়া সকলে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। পরিশেষে রাজ্ঞী, 'আমার হৃদয়েশ্বরের কল্য প্রাতেই জীবন নাশ হইবে, আর আমি এখনও নিশ্চিন্ত আছি' বলিয়া কটিদেশ বন্ধন করিলেন এবং অত্যুৎকৃষ্ট দুইটী অশ্ব সজ্জিত করাইয়া একটীতে আপনি ও অপরটীতে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আরোহণ করাইয়া তীব্র-বেগে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পতিপরায়ণা রাজরমণী মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম না করিয়া

পাটনায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কমিশনর সাহেবের গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বারস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া কমিশনর সাহেবকে তাহা নিবেদন করিল, কিন্তু তিনি তৎকালে জ্বর-রোগে অসুস্থ থাকাতে তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী বনিতা রাজ্ঞী-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিকটে আসিবামাত্র মহিষী তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! বিনা বিচারে আমার নির্দ্দোষী স্বামীর জীবন-নাশ হইতেছে। রজনী প্রভাত হইলেই তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, পশ্চাৎ তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিয়া কি করিব? তাঁহার এই যুক্তি-যুক্ত বাক্য ইংরেজবনিতা সাশ্রুনয়নে নিজ ভর্ত্তার গোচর করিলেন। যে ললনার চন্দ্রানন চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত অবলোকন করিতে পায় নাই, তিনি আজি রাজপথা-শ্রয়িণী হইয়াছেন চিন্তা করিয়া কমিশনর সাহেব অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে "এখন আর জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার সময় নাই" বলিয়া তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, এবং নিজ সহ-কারীকে আহ্বান করিলেন। তিনিও এই সমস্ত ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বযোগে রাজার যথায় ফাঁসি হইবে তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। কমিশনর অসুস্থ থাকাতে স্বয়ং যাইতে পারিবেন না বলিয়া আটজন অপর উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত উক্ত মহাত্মাকেই প্রেরণ করিলেন। তিনিও

দেবসহজ উৎসাহের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমিশনর মহোদয় রাজবনিতার পতিপরায়ণতায় বিমুগ্ধ হইয়া অধীর হইলেন এবং "প্রাণধারণ আর কোন্ কালের জন্য ?" বলিয়া জ্বরাক্রান্ত শরীরেই অপর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভৃত্যাদিগকে তৎপশ্চাৎ আসিতে আদেশ দিয়া তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগে উক্ত স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মন্! তুমিই ধন্য, এক্ষণে দয়াভাবে তুমি দেবভাব দর্শাইতেছ!

এ দিকে প্রভাত হইবামাত্র ফাঁসিকার্য্যের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই শোকোদ্দীপক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপস্থিত হইল, ও অশ্রুবর্ষী নৃপতিকে তথায় উপনীত করা হইল। সমুদায় প্রস্তুতান্তে ভূপতিকে ফাঁসিকাষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন সময়ে করুণার্দ্র-হৃদয় দেবতাসদৃশ মহাত্মা কমিশনর সহকারী সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া "অদ্য রাজার ফাঁসি মকুব," বলিয়া ফাঁসিকাষ্ঠ ধরিলেন এবং রাজার প্রাণরক্ষা করিয়া বিচারের জন্য সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। নৃপতি আনন্দে হতচেতনপ্রায় হইয়া 'হা জগদীশ! অসহায়ের প্রাণ রক্ষা করিলে!' বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ দেখি, দেবভাবপূর্ণ মহোদয় কমিশনর সাহেবের আননে জ্বর-রোগের কোন চিহ্ন আছে কি না? দয়ার এমন ধর্ম্ম নহে যে উহা পার্থিব ক্লেশের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতে দিবে।

জীবগণের উদর প্রতিপালনে যেমন অন্যান্য সমুদয়

অবয়ব প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ দয়াবৃত্তি পরিবর্দ্ধন করিলে তাহার অনেকগুলি গুণ আপনা-আপনিই সমুন্নত হইতে থাকে। করুণার্দ্রহৃদয় হইলে আর কি ক্ষমার জন্য চেষ্টা করিতে হয়? না পরোপকারবৃত্তির অভাব অনুভব করিতে হয়? দয়া যে স্থলে, উহারা সকলেই সেই স্থলে বর্ত্তমান। অধিকন্তু দয়া ও স্বার্থবিনাশ যমজ ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধ। স্বার্থহানি দয়াভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। দয়াবৃত্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, স্বার্থদৃষ্টি ততই অল্প হইতে থাকে। সুতরাং যাহার দয়াভাবের উন্নতির সহিত আত্ম-বিস্মরণ* হইল, তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোন এক মহাত্মাকে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বিবাহার্থ অনুরোধ করাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমার এক্ষণে বিবাহ করিবার অবসর নাই। আমার অনেক আত্মীয় যেরূপ ক্লেশের অবস্থায় আছেন তাঁহাদের দুঃখাবসানের জন্য আমাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইতেছে; নিজসুখ-স্বচ্ছন্দেচ্ছা এক্ষণে অনেক দূর। দয়ার কি মধুর সাম্রাজ্য! এরূপ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদিগকে কি মানুষ বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহাঁরা নামে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করেন, কিন্তু স্বর্গেই

---

* স্বার্থনাশ দেবধর্ম্ম। এইজন্যই মহাকবি কালিদাস মহাদেবের মুখে এইভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার কোন প্রবৃত্তি স্বার্থ নহে। পরার্থে নিযুক্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তি তাহার প্রমাণ।

যথার্থ বিচরণ করিতেছেন। ইহাঁরা সুখ অন্বেষণ কেন করিবেন, সকল সুখই যে ইহাঁদের হস্তগত রহিয়াছে!!

'পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জানিতে পারেন যে, অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে গিয়া মৃত্যু সংঘটিত হইল। মৃত্যুতে নিজের সকলই অবসান হইল, ইহা ভাবিবেন কি, তাঁহার হৃদয়ে স্বর্গীয় অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইয়া সুখসাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে তাঁহাকে পরলোকে প্রেরিত করে।

সম্প্রতি তুরুষ্কদেশে একটী সুশীলা করুণহৃদয়া রমণী কয়েকটী বালক সমভিব্যাহারে বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিতেছেন; পথিমধ্যে একটী ব্যাঘ্রাকার ভয়ঙ্কর কুক্কুর উক্ত বালকদিগের মধ্যে একটীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। বালকটীর চীৎকার ও ব্যাকুলতা দেখিয়া রমণী সকরুণহৃদয়ে তাহাকে পশ্চাৎ রাখিলেন এবং কুক্কুরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কিছুতেই বালকটীকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাহার কাতরভাবে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া কুক্কুরটীকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন এবং বালকদিগকে, দৌড়িয়া গিয়া নিকটস্থ কোন গৃহে আশ্রয় লইতে বলিলেন। কুক্কুরটী তাঁহাকে নখাঘাত দন্তাঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত রুধিরপ্লাবিত ও মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত করিল; তথাপি তিনি ছাড়িলেন না। পরিশেষে যখন তিনি বালকদিগকে নিরাপদ ভাবিলেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, বৎসগণ, তোমরা নিরাপদ হইয়াছ? তবে আমি কুক্কুর মোচন

করিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারি? এই কথা বলিয়া তিনি সহাসবদনে ভূতলে পতিত হইলেন ও নিস্পন্দভাব ধারণ করিলেন। সেই কালে যে ব্যক্তি তাঁহার প্রফুল্ল আনন অবলোকন করিয়াছিল, তাহারই এই প্রতীতি হয়, উক্ত রমণী এক্ষণে স্বর্গে বিচরণ করিতেছেন।

কোন এক রাজপরিবারে একটী সাধুপ্রকৃতিক ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। সে এক দিন রাজসমীপে দণ্ডায়মান আছে এমন সময়ে একটী দুর্দ্দান্ত ঘাতক রাজার পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাকে হনন করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। ভৃত্য দেখিবামাত্র বিগলিতহৃদয়ে 'মহারাজ! পলায়ন করুন' বলিয়া ঘাতক ও নৃপতির মধ্যস্থলে পতিত হইল ও নিজ শরীর পাতিয়া দিল। অস্ত্র সবলে ভৃত্যের শরীরোপরি পতিত হইল, ও তাহার অঙ্গবিশেষ দ্বিখণ্ডিত করিল। নৃপতি সাবধান হইয়া জীবন রক্ষা করিলেন। ভৃত্যও প্রভুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে দেখিয়া, আজি আমার জীবন ধন্য হইল বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত ও গতজীবন হইল।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, দয়ার প্রধান উদ্দেশ্য পরোপকার। কিন্তু কেবল পরোপকারে মনুষ্যের আনন্দ ও তৃপ্তি হইবে না দেখিয়া মঙ্গলময় পরমেশ্বর দয়াভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন। দয়ার অভাবে কেবল লোকের অনুরোধে বা ভয়ে পরোপকার করিয়া লোকে যে স্বর্গীয় সুখ আস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন তাহার আর অন্য কারণ নাই। বিনা দয়ায় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে

তত শান্তি হয় না, দয়ার্দ্রহৃদয়ে এক বিন্দু অশ্রুপাতে যত স্বর্গসুখ। পরোপকার কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু দয়াসম্বলিত পরোপকার মনুষ্যের শিক্ষার বিষয়, ও প্রশংসনীয়। মনুষ্য যতই নির্দ্দয় হউক, বাল্যাবস্থা হইতে জ্ঞানের সহিত তাহার পরোপকারিতাবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল শৈশবকালে অধিক স্বার্থপরায়ণ থাকে। কিন্তু জ্ঞান যতই বাড়িতে থাকে ততই তাহার পরোপকারিতাবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে প্রথমে পিতা মাতা, তৎপরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, তৎপরে সহচর, তৎপরে স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির জন্য আত্মবিস্মৃত হয়। নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উহাদের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। এইরূপ অন্যের জন্য মনুষ্য এত ত ক্লেশ স্বীকার করিতেছে, তথাপি ইহা লোকে গণনা করে না কেন? এরূপ ক্রিয়া স্বভাব-অনুরোধে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহার তত প্রশংসা নাই। বিশেষতঃ ইহা কেবল ব্যক্তিবিশেষে প্রদর্শিত হয়, সুতরাং স্বর্গীয় ভাব হইতে পারে না। স্বর্গীয় ধন উদারপ্রকৃতি। ইহা ব্যক্তি বিচার করে না। এবং দয়াই সেই স্বর্গীয় পরোপকারের শ্রেষ্ঠ মূল।

এইরূপ স্বর্গানুমোদিত পরোপকার অনুষ্ঠানার্থ যদি একটী বালক বা দীন ব্যক্তিও চীৎকার করেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয়ে তাহা প্রতিধ্বনিত হইবে। স্বর্গীয় রত্নের এমনি মহিমা!

একদা একটী ফকির গ্রীষ্মকালে দিবা দ্বিপ্রহর কালে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া পিপাসায় অশেষ কষ্ট পান।

দৈবানুকূল্যে তিনি উক্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করেন। "হায়! আমার ন্যায় কত ব্যক্তি এই স্থলে পিপাসায় মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছে" ইত্যাদি যতই মনে করিতে লাগিলেন, ততই তথায় একটী পুষ্করিণীখনন আবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ধনহীন সম্বলহীন হওয়াতে অনন্যোপায় ভাবিয়া স্বয়ং কটিদেশ বন্ধন করিলেন এবং "যতদিন বাঁচিব আমার আর অন্য কার্য্য নাই," ভাবিয়া খননকার্য্য আরম্ভ করিলেন। ঘটনাক্রমে এক দিন একটী উচ্চপদবীস্থ ইংরেজ তথায় যাইতে যাইতে ফকিরকে দেখিতে পাইয়া সমুদায় অবগত হইলেন, এবং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে স্বর্গীয় পরোপকারের বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে ফকিরকে অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ভদ্র! পরমেশ্বর তোমার দয়াগুণে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং তোমার এই কার্য্য উদ্ধারার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন, তোমাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমি তোমাকে একখানি দাতব্য পুস্তক প্রদান করিতেছি তুমি যেখানে যাইবে অর্থের অভাব হইবে না। এই বলিয়া করুণহৃদয় ইংরেজ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন এবং যে শুনিতে লাগিল আগ্রহের সহিত তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাতে এত অর্থের উপায় হইল, যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন হইয়া বিশ্রামার্থ একটী সুদৃশ্য ভবনও নির্ম্মিত হইল।

ইহার আর এক অনির্ব্বচনীয় গুণ এই, লোকে পরোপকারের পরিমাণ অনুসারে সুখলাভ করে না, কিন্তু নিজ দয়ার

পরিমাণ-অনুসারে সুখী হয়। এইজন্যই মহান্ ঐশ্বর্য্য-শালী নৃপসিংহ অশেষ ঐশ্বর্য্য দানে যেরূপ সুখী হন, একটী ভিক্ষাজীবী, বৃক্ষতলবাসী দীন ব্যক্তি পিপাসাতুর পান্থকে এক অঞ্জলি জল দানে তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক সুখী হন।

পরোপকারিতার আর একটী চমৎকার ধর্ম্ম এই, উপকারার্থ লালায়িত ব্যক্তি আপনাকে অক্ষম জ্ঞানে সহসা অন্যের দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। পরোপকারিতার ফল অন্যকে বিভাগ করিয়া দিতে মনুষ্যের কষ্ট হয়। এইজন্যই আমি কেবল উপকার করিব অন্যকে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না, ইত্যাদি প্রবৃত্তি অনেক সময়ে লক্ষিত হয়। এই প্রবৃত্তি থাকাতে যেমন সুখ স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে তেমনি আত্মনির্ভরভাব ও সুতরাং আত্মোন্নতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বালকগণ যখনই সাধুভাবে পূর্ণহৃদয় হইয়া পরোপকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখনই পাঠের প্রতি তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কারণ, সে জানে উক্ত পাঠকার্য্যে এক্ষণে পারদর্শী হইতে পারিলে ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে পরোপকার করিবার উপায় হইবে। বঙ্গসমাজস্থ কোন এক ব্রাহ্মণকুমার চিকিৎসকদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পরোপকার-বাসনায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করত উহাতে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে, অদ্যাবধি তাঁহার তুল্য চিকিৎসক বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ কত শত মহান্ ব্যক্তি পরোপকার-বাসনায়

উন্নত হইয়াছেন ও ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

মনুষ্য যে কেবল মনুষ্যের দুঃখ-বিপদে করুণহৃদয় হইবে, ও স্বজাতীয়দিগের প্রতি সদয় হইবে এরূপ ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। মনুষ্যালয়বাসী পশুদিগকেও এমনি ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে দেখিলে সকল মনুষ্যেরই মনে দয়াভাবের আবির্ভাব হইবে। অধিকন্তু ইহারা যে কেবল মানবের মনোবৃত্তি পরিবর্দ্ধনে সাহায্য করে তাহা নহে, কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধেও ইহারা জীবনরক্ষিতা। †

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এরূপ উপকারী জন্তুদিগের প্রতি করুণা প্রকাশে অনেকেই নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতেছেন। অনেকে লোভপরবশ হইয়া উহাদের মাংসাহারার্থ ব্যগ্র; সুতরাং উহাদের নিকট যথার্থ উপকারিতা লাভে বঞ্চিত। মহর্ষিগণ উহাদিগকে উপকারিতা অনুসারে সাধারণের অবধ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের বাক্য কয় জন শ্রবণ করিবে! গো-দুগ্ধ শিশুদিগের জীবন, ইহা দেখিয়া

---

* আজি কালি অনেক বঙ্গীয় সাধু বালক বাল্যকালেই পরোপকারার্থ বালিকাবিদ্যালয়, সভা, পুস্তকালয় ইত্যাদি সংস্থাপন করিতে উদ্যত হয়। ইহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা বর্ণন কর।

† ছাগের গাত্রগন্ধে ম্যালেরিয়া রোগ আসিতে পারে না। মৎস্যহীন পুষ্করিণীর জল দূষিত ও রোগবর্দ্ধক। গোময় দুর্গন্ধনাশক।

তাঁহারা ইহার অনুচ্ছেদের জন্য ইহাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এবং অপরাপর জন্তু সম্বন্ধে দয়ার্দ্র হইয়া এই ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ইহ জন্মে যে যাহার মাংস ভক্ষণ করিবে পরজন্মে তাহাকে সে ভক্ষণ করিবে। বস্তুতঃ নির্দ্দোষী জন্তুদিগের নিরীহভাব ও বিশ্বাস দেখিলে, এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা হয়। যখন কোন ছাগশাবক হন্তার করস্থিত বদরীপত্র ভক্ষণ ও তাহার প্রতি কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকে, তখন তাহার সেই ভাবে কত ব্যক্তির মানস না ক্ষিণ্ণ হয়? এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া অনেকে জানিয়াছেন যে নিরীহভাব ও বিশ্বস্ততার কতদূর প্রতাপ! যাঁহারা হননকার্য্যে দক্ষ হইয়া যথার্থ মানবীয় ভাবে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ও রাক্ষস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হৃদয়কে পশুর মত করিয়া ফেলিয়াছেন, সে সকল পাষণ্ডদিগের কথা কহিতেছি না; কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় আজিও সরস আছে তাঁহারাই জানেন যে উক্ত নিরীহ জীবদিগের জীবনরক্ষার জন্য মনুষ্যহৃদয় কত ব্যস্ত।

ঈশ্বরানুরাগ।

ভুবনস্রষ্টা পরমেশ্বর যে ভাবে জগন্মণ্ডল নির্ম্মাণ ও সৌন্দর্য্যে পূরিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যতই লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করুন না, মনুষ্য তাঁহাকে অনায়াসেই বাহির করে। পর্ব্বতশৃঙ্গে বিরাজিত মেঘপংক্তি,

স্তরে স্তরে সমুদিত শিখরিবৃন্দ, গগনমণ্ডলের প্রান্তদেশাশ্রিত শ্বেতবলাকাপরিশোভিত সুনীল জলদরাজি, তোয়দগর্জ্জনে নানারঙ্গরঞ্জিতপুচ্ছধারি-শিখণ্ডিদিগের মনোরম নৃত্য, হৃদয়-তৃপ্তিকর ফলপুষ্পশোভিত তীরস্থবৃক্ষলতাপ্রতিবিম্বিত নির্ঝ-রিণীর কলকল ধ্বনি, আকাশে উড্ডীয়মান শ্রেণীবদ্ধ সারসপংক্তির অত্যদ্ভুত তোরণমালা, নীলিম আকাশে লীন সুগভীর জলধির উত্তুঙ্গ তরঙ্গ—ইত্যাদি পরিদর্শনে যে অতি দৃঢ় হৃদয় পর্য্যন্তও বিগলিত হইয়া ঈশ্বরানুরাগী হইয়াছে, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। যিনি একবার অনন্যমনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে।

অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের দয়াদাক্ষিণ্যাদি যে সকল গুণ অধিক দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে 'পরমেশ্বরকে বুঝিতে পারা' সর্ব্বপ্রধান। অপর প্রাণীদিগের মধ্যে জন্তুবিশেষে বরং দয়া দাক্ষিণ্যাদি কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়, কিন্তু এ ক্ষমতা মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহারই নাই। এইজন্য ইহাতেই মনু-ষ্যের মনুষ্যত্ব। দয়াময় পরমেশ্বর মনুষ্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে অন্যান্য মানসপ্রবৃত্তি অপেক্ষা ইহাতে একটী অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তুমি এক-দিন দয়া প্রকাশ না করিয়া বরং লোকের ঘৃণা অতিক্রম করিতে পার, এবং ক্ষমা না করিয়াও বরং লোকের ভর্ৎসনা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার, কিন্তু লোকের অভীষ্ট

দেবতার অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তুমি লোকসমাজে তিষ্ঠিতে পার না। তুমি যত বড় জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ও উচ্চ-পদস্থ হও না, উক্ত বাক্যে অতি সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত তোমাকে নির্ব্বোধ, দুষ্টভাব, ও অতি হেয় জ্ঞান করিবে। যিনি আপনাকে যতই নীচ ও নির্ব্বোধ মনে করুন না, অভীষ্ট দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করেন। পরস্পর ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের মধ্যে যে বিবাদ, কলহ, এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহ পর্য্যন্তও দেখা যায়, তাহার কারণ কেবল ঐ এক আকর্ষণ।

এই সংসারে মনুষ্যের যত বন্ধন, এরূপ আর কোন জন্তুরই লক্ষিত হয় না। পিপীলিকা বা মেষগণ যতই সামাজিক হউক না, কেহই মনুষ্যকে পরাজিত করিতে পারে না। সে সর্ব্বদা বন্ধন-দোলায় দুলিতেছে। দোলার কোন রজ্জুটী স্নেহময়ী জননী, কোনটী পৃথিবীর গুরু পিতা, কোনটী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা ভগিনী, কোনটী প্রাণসম পুত্র কলত্র কন্যাগণ, কোনটী হৃদয়সন্নিকট বন্ধুবান্ধবগণ এমন দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছেন, যে, এ দোলা অতিক্রম করিয়া কোন মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু এমন সুদৃঢ় আবদ্ধ দোলায় দুলিতে দুলিতে মনুষ্য এক এক সময় উক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে এরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, যে উক্ত সমুদয় বন্ধনরজ্জু একেবারে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক ব্যক্তি কোন পর্ব্বতোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে, বলাকাশ্রেণীশোভিত, ক্ষণপ্রভাচিত্রিত মেঘরাজি দর্শনে একটী ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া

তাহাতে এমনি বিগলিতহৃদয় হইলেন যে, তাঁহার আর পদনিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিল না, সমীপগত চ্যুতবৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া নিমীলিতনয়নে হতচেতনের ন্যায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কত শত ব্যক্তি ধন প্রাণ মান সমুদায় বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরানুরাগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যান। সামান্য মনুষ্যে ইহাঁদিগকে নির্ব্বোধ বলিবে বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের প্রতি যে কি আকর্ষণ যিনি একবার জানিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। পরমেশ্বর মনুষ্যকে সংসারে আবদ্ধ করিবার এত উপায় করিয়া দিয়াও যখন নিজে মনুষ্যকে স্থির রাখিতে পারেন না, তখন অন্যের ক্ষমতা কোথায়?

ঈশ্বর অর্থাৎ 'অমানব কোন পুরুষের' উপলব্ধি মনুষ্যের স্বাভাবিক। মনুষ্য যে দেশে বা যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হউক না, দয়া দাক্ষিণ্যাদির ন্যায় উক্ত ভাবেরও পরিবর্দ্ধন হইবে। 'ঈশ্বর আছেন' এ জ্ঞানটী কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয় না। যাহা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা কোন না কোন মনুষ্যের অগোচরে থাকিতে পারে। পরস্পর সাক্ষাৎ কালে নমস্কার করা উচিত ইহা শিক্ষা করিতে হয়, সুতরাং এ প্রণালী কোন না কোন জাতিতে অদৃষ্ট হয়। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কোন না কোন প্রদেশে অপ্রচলিত আছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, ইহা কোন না কোন অসভ্য জাতির অজ্ঞাত আছে। কিন্তু পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমন কর, সভ্য-

আতীয়দিগের অগম্য অতি অপ্রকাশিত দ্বীপ-মধ্যে গমন কর, সর্ব্বত্রই মনুষ্যকে কোন না কোন প্রকার দেবতা পূজা করিতে দেখিতে পাইবে। অমানবীয় কোন এক পুরুষের জন্য সকলেরই মন যে ব্যস্ত রহিয়াছে তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র মিলিবে। তবে কেহ বা অগ্নিতে, কেহ বা মেঘে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্যে উক্ত পুরুষ উপলব্ধি করেন। কিন্তু যিনি যেরূপ দেবতার বিষয় মনে করুন না, সকলকে যে মনুষ্যের অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পুরুষের জন্য আকুল হইতে হইবে তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নাই। এই জন্যই পৃথিবীতে উক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী প্রায় মিলে না। যাঁহারা অল্প জ্ঞানে প্রথমে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা কিছু দিন প্রকাশ্যে নাস্তিকতা প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ ও মনে মনে ভয় পাইতে থাকেন; পরিশেষে যতই জ্ঞানসমুদ্রে নিমগ্ন হন, ততই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। এইজন্যই মহাত্মা বেকন বলেন যে "অল্পজ্ঞানরূপ মদ্য মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রংশ করে, কিন্তু অধিক জ্ঞানে মনুষ্য যথার্থ বিষয় বুঝিতে পারে।"

বিশেষতঃ মনুষ্যের জীবনে এমন এক একটী আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হয় যে, তাহা শ্রবণ করিয়া অন্যে যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করুক না, যাহার সম্বন্ধে ঘটে সে পরমেশ্বরের কৃত ভিন্ন অন্য কারণ দর্শাইতে পারে না।

অস্মদ্দেশে কোন একটী ধনীর সন্তান একদা পিতার

অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া কয়েকটী বালকের সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করে। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত বালককে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ তাঁহার একটী বিশ্বাসী দ্বারবানকে প্রেরণ করেন। দ্বারবান্ অতি দ্রুত গমন করিয়া বালককে ধরিল, এবং তাহার সঙ্গীদিগের নিকট হইতে ফিরাইয়া আনিল। কিছু দূর আসিয়া সে বালকসন্নিকটস্থ অর্থ ও অলঙ্কার দর্শনে লোভপরায়ণ হইয়া তাহাকে হত্যা করত সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে কৃতসংকল্প হইল। দ্বারবান্ শেষে একটী নির্জ্জন বনমধ্যে বালকটীকে লইয়া গিয়া তাহাকে হননোদ্যত হইলে অনাথ শিশু রোদন করিতে লাগিল, এবং সমুদয় অর্থ ও অলঙ্কার তাহার হস্তে দিয়া নিজ প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত পাষণ্ড তাহাতে কোন মতে স্বীকার না পাওয়াতে বালক শেষে বিনতি করিয়া বলিল, যদি আমাকে নিতান্ত হত্যা করিবে, তবে আমার বস্ত্রে চক্ষু বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ অস্ত্রাঘাত কর। ঘাতক তাহাতে স্বীকার পাইয়া, "হা পিতঃ হা মাতঃ, হা জগন্নাথ দেব কোথায় আছ" ইত্যাদি বাক্যে রোরুদ্যমান অনাথ বালকটীর চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিয়া হত্যা করণার্থ যেমন অস্ত্র উত্তোলন করিল, অমনি একটী ব্যাঘ্র দ্বারবানকে আক্রমণ করিয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে বালক-টীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি তাহার মনে কি হইতেছে? ব্যাঘ্রের আক্রমণ দৈবাৎ হইয়াছে ইহা কি কখন স্বপ্নেও তাহার মনে উদয় হইতে পারে? বালক উক্ত ঘটনার পর

গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবে কি, প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে জীবনদাতা জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ অকুতোভয়ে একাকীই প্রস্থান করিল।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কোন অধ্যাপক সংস্কৃতপাঠার্থ যশোহর জিলার অন্তঃপাতী কোন পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেন। একদা গ্রীষ্মকালে তথায় গমন করিতে-ছেন পথিমধ্যে তিন ক্রোশ পরিমিত জলশূন্য এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উক্ত প্রান্তরের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই রৌদ্রে তাঁহার এমনি পিপাসা উপস্থিত হইল, যে তিনি একেবারে জীবনে হতাশ হইলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া 'জগদম্বা! অনাথকে রক্ষা কর' এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অতি ক্ষুদ্রকায় একখণ্ড মেঘ এক দিক হইতে উদিত হইয়া ক্রমে মস্তকোপরি আসিয়া স্থির হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করিল। তিনি আনন্দে হতচেতনের ন্যায় হইয়া এক এক অঞ্জলি বৃষ্টিজল পান করিতে লাগিলেন এবং 'মা গো! তুমি অসহায়ের প্রাণ এইরূপেই রক্ষা কর' বলিয়া পাগলের মত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আজিও যখন উক্ত মহাত্মা আমাদের নিকট এই ঘটনাটী উল্লেখ করেন, তখন তিনি ঈশ্বরপ্রেমে এত বিমুগ্ধ হন, যে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।

উপরোক্ত ঘটনারূপ কত সহস্র ঘটনা দিন দিন ঘটি-তেছে। সুতরাং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যের যে

একটী স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব আছে তাহার প্রশ্রয় চিরকাল আছে ও থাকিবে। অধিকন্তু যে সকল ঘটনায় পরমেশ্বরের অনস্তিত্ব সহসা বোধ হয়, যথা ঝটিকায় সহস্র প্রাণীর মৃত্যু, বন্যায় সহস্র ব্যক্তির ধন প্রাণ নাশ ইত্যাদি, তাহাতে মনুষ্য অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে ভাল বাসে না। কেহ বা চিন্তা করিয়া শেষে বলিয়া উঠেন ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কেহ বা, এরূপ না হইলে অন্যবিধ কোন উৎপাত ঘটিত, ইত্যাদি বলিয়া ক্ষান্ত হন। অবোধ মনুষ্য! তোমাকে ইচ্ছা করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইবে না, যতদিন মনুষ্যের রক্ত মাংস বহন করিবে, ততদিন উক্তরূপ মানবস্বভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষ ঘটনাবলির মধ্যে পরমেশ্বরের স্বহস্তকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করিবে, এবং বিপরীত ঘটনাকালে উদাসীনভাব বা বুদ্ধির অগম্যতা প্রদর্শন করিবে।

অতএব মনুষ্য স্বভাবগুণেই ঈশ্বর নিরূপণ করিবেই করিবে; ইহা কাহাকেই শিখাইতে হইবে না। তবে উক্ত ভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ পুস্তক গুণে, সাধুজীবন পর্য্যালোচনায় গুণে, ও সৎসঙ্গ গুণে সম্পাদিত হয়।

ঈশ্বরপক্ষপাতী মানবীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও মনুষ্যের বুদ্ধিমাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে। জগতের রচনাচাতুর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, এই সমুদয় সৃষ্টির মূলে এক অসামান্য বুদ্ধি রহিয়াছে।

আমরা যদি কোন যন্ত্র অবলোকন করি, এবং উহার

উপযোজ্যতা স্পষ্ট দেখিতে পাই, তবে আমাদের মনে সহসা এই ভাবের আবির্ভাব হয় যে, উক্ত যন্ত্রনির্ম্মাণ কোন চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে। অগ্রে চিন্তা, তৎপরে যন্ত্রের আবির্ভাব। যে স্থানে যেরূপ কৌশল দেখা যায় তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে তাহা কোন ব্যক্তি দ্বারা চিন্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেইরূপ এই জগন্মণ্ডলে যাহা কিছু অবলোকিত হয়, সমুদায়ই চিন্তার বিষয় বোধ হয়। মনুষ্যশরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি এমনি ভাবে গঠিত যে, তাহা স্থির করা যে কি অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি একবার চিন্তা করেন তিনিই বুঝিতে পারেন। অধিকন্তু শরীরের অবয়বগুলি যে ভাবে সংযোজিত আছে তাহা দেখিলে যে ইহা সৌন্দর্য্যজ্ঞ কোন বুদ্ধির সাহায্যে হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অবয়বের মধ্যে যেগুলির সংখ্যা এক, তাহারা দেহের ঠিক মধ্যস্থলে সংন্যস্ত, কিন্তু যে অঙ্গগুলি সংখ্যায় দুইটী, তাহারা দুই ধারে সমান দূরে সংস্থাপিত। যথা নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, গল, বক্ষঃস্থ নিম্ন ভাগ, নাভি ইত্যাদি সংখ্যায় একক হওয়াতে শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। সেইরূপ ভ্রূ, চক্ষু, গণ্ড, হস্ত, স্তন, ইত্যাদি সংখ্যায় দুই হওয়াতে উক্ত মধ্যস্থলস্থ অঙ্গ হইতে দুই প্রান্তে সমান দূরে অবস্থিত। এইরূপে সমুদয় অঙ্গগুলি সুসজ্জিতরূপে আবদ্ধ হওয়াতে কি পরম শোভা বিস্তার করিতেছে! সুতরাং কোন শোভাজ্ঞ পুরুষের অসামান্য চিন্তা ইহাদের মূলে কি স্পষ্টভাবে অবস্থান করি-

তেছে! কিন্তু যে স্থলে চিন্তা তথায় মন। এবং এই অসামান্য মনই ঈশ্বর।

যদি কোন পাশক্রীড়ক প্রতিবারেই 'পোহাবার' ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত পাশা দেখিলে কি বোধ হয় এরূপ প্রতিবারে দৈবাৎ পড়িতেছে? ইহা নিশ্চয়ই বোধ হইবে উক্ত ক্রীড়ক প্রতিবারে কোন একটী উপায় করিয়া পাশা ফেলেন। সেইরূপ জগতের ঘটনা প্রতিবারেই একরূপ ঘটিতেছে। শীতের পর বসন্ত, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, প্রতি বৎসরে এক সময়েই ঘটিতেছে। এই সকল নিয়মবদ্ধ ঘটনা দেখিলে ইহা কি দৈবাৎ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়? পাশক্রীড়কের পাশা বাঁধার ন্যায় ইহারাও যে কোন পুরুষ দ্বারা বাঁধা হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। জগতের নিয়মপ্রণালী যিনি একবার স্থিরচিত্তে অবলোকন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরবিচ্যুত কোন পদার্থই দেখিতে পান না। এক একটী বস্তুর ভিতর যে কি কৌশল তাহা ভাবিলে মনুষ্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। স্বভাব-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শারীরবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠে যিনি জগতের আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হন, তিনি বিস্ময় ও আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জনিতসুখে এককালে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন, এবং কোন অলৌকিকক্ষমতাবিশিষ্ট পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করিয়া অনুপম আনন্দে ভাসিতে থাকেন। তিনি যখনই চিন্তা করেন যে লক্ষ লক্ষ গ্রহ নক্ষত্র নিয়মিত স্থানে অবস্থান করিয়া গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে অথচ পরস্পর বিঘ্ন উৎপাদন করে না, তখন তিনি

কোন্ সংসারে অবস্থান করেন? যখনই ভাবেন যে সন্তান জননীগর্ভে সঞ্চার হইবার অব্যবহিত পরেই বিনা প্রার্থনায় তাহার আহারের জন্য স্নেহময়ী জননীর স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তখন কি উক্ত ব্যাপারের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন না? এইজন্যই ইংলণ্ডীয় কোন এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "লোকে বলে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমি আজি পরমেশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।" জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা নিউটন, যাঁহার আবিষ্কৃত আকর্ষণশক্তি সমুদয় জ্যোতিষের ভিত্তিভূমি, যাঁহার অমানুষজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তিকে চমৎকৃত করে, তিনি জগতের নিখিল পদার্থে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া এক এক সময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেন, এবং অগম্য অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক জ্ঞানসমুদ্র চিন্তা করিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন।

ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহাত্মা থিওডোর পার্‌কার বলেন, আমাদের মনে যতগুলি প্রবৃত্তি আছে বাহিরে তাহাদের বস্তু অবলোকিত হয়। আমাদের মানসে দয়া আছে, বাহিরে দয়ার বস্তু আছে; ক্রোধ আছে ক্রোধের বস্তুও আছে; ভয় আছে, ভয়াবহ বস্তুও রহিয়াছে; হিংসা আছে হিংসোদ্দীপক নানা বিষয়ও আছে। বস্তুতঃ বিষয়হীন প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। যখন সকল প্রবৃত্তির এক একটী বিষয় আছে তখন কেবল অলৌকিক কোন পুরুষের প্রতি ভক্তি-প্রবৃত্তির বিষয় নাই, ইহা যুক্তিতেই আইসে না। যখন হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে এবং উহার পাত্র মাতা জগতে

আছেন দেখিতে পাই, তখন মানসে ঈশ্বরভক্তি রহিয়াছে অথচ ঈশ্বর নাই ইহা বিবেচকমাত্রেই অস্বীকার করিবেন।

অতএব কি মনুষ্যস্বভাব, কি মনুষ্যবুদ্ধি ও জ্ঞান সকল বিষয়েই মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিতে পারেন না। অধিকন্তু ভূমণ্ডলে যতপ্রকার সুখ আছে ঈশ্বরচিন্তা ও তদ্গত ভক্তিজনিত হৃদয়তৃপ্তিই সর্ব্বপ্রধান। আপনার চরিত্র নির্ম্মল করিয়া যতই ঐশ্বরিক ভাবে ভাবুক হইতে পারা যায় ততই স্বর্গসুখ সন্নিকট হয়। ঈশ্বরভক্তি যে হৃদয়ে স্রোতস্বিনীর ন্যায় একবার প্রবাহিত হয়, তাহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সাধু প্রবৃত্তির বীজ মরুভূমিতে নিপতিত থাকিয়াও অঙ্কুরিত হইতে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে কি কালবিলম্ব করে? বিশেষতঃ যখন উক্ত বাহিনীর সুখদ প্রবাহে জ্ঞানরূপ সূর্য্যের রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তখন তৎপ্রতিবিম্বিত আলোকে কুসংস্কার অনুদারতা দ্বেষ অহঙ্কাররূপ তিমির নাশ করিয়া কি চমৎকার সুশোভা বিস্তার করিতে থাকে! বস্তুতঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তি উভয়েই সুসজ্জিত হইয়াছেন, তিনি ইহলোকেই স্বর্গীয় আনন্দে দিবানিশি ভাসিতেছেন। সূর্য্যবৎ প্রভাপশালী জ্ঞান কেবল স্রোতস্বিনীর উপরেই কোমলভাব ধারণ করে; বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় কঠোর অন্তঃকরণে যতই আত্মকিরণ বর্ষিত হইবে ততই অধিক উত্তাপ বাড়িতে থাকিবে। এইজন্যই ঈশ্বরপ্রেমবিচ্যুত জ্ঞান মনুষ্যের হৃদয়কে এত তাপিত করে। মহাত্মা চৈতন্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে যতদিন না ঈশ্বরপ্রেমনদী সুন্দর-

রূপে প্রবাহিত হয়, ততদিন তাঁহার জ্ঞানসূর্য্য অধিকতর কঠোর ভাব ধারণ করাতে তাহার উত্তাপে অনেকেই তাপিত হন; কিন্তু যদবধি হরিপ্রেমলহরী হৃদয়ক্ষেত্রমধ্যে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল, তদবধি উক্ত প্রতাপ কোমলভাব ধারণ করিয়া আপনাকে কি হৃদয়তৃপ্তিকারী শোভায় সুশোভিত করিতে লাগিল!!

মনুষ্য সুখী হইতে চাহিলে তাহাকে সৎ প্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধন ও অসৎ প্রবৃত্তির দমন করিতে হইবে, অন্যথা তাহার কিছুতেই সুখ নাই। অসৎ অর্থাৎ পশুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করা সামান্য ব্যাপার নহে। ইহাদিগকে দমন করিতে কত দেবর্ষি মহর্ষি প্রথম প্রথম কত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ পাছে অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় হয় এই ভয়ে চক্ষু পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়াছেন। পরোক্ষদর্শী বেদব্যাস বলেন "ব্যাধ যেমন মৃগকে হনন করিবার জন্য অবসর অনুসন্ধান করে, সেইরূপ এই সকল দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি মনুষ্যকে হনন করিবার জন্য অবিরত অবসর অনুসন্ধান করিতেছে।" অসৎ প্রবৃত্তি যে কত পরাক্রান্ত তাহা মহর্ষিগণ দেবাসুর-যুদ্ধবর্ণনে স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্যের মানসপ্রান্তরে দিবানিশি সদসৎ প্রবৃত্তিরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ হইতেছে। দুর্দ্দান্ত অসুরগণের নিকট দেবগণ ভীত হইয়া অবস্থান করেন, এবং এক একটী পশুপ্রবৃত্তিরূপ তারকাসুর প্রভৃতি অপরদিগের মধ্যে এমন প্রবল পরাক্রান্ত ও দুর্জ্জেয় হইয়া পড়ে যে, সমুদয় দেবগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে

থাকেন। বস্তুতঃ মনুষ্যের হৃদয়জগতে ক্রোধ কিংবা কাম-রূপ কালনেমি যখন পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে তখন তাহার দয়া ক্ষমা দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দেবগণ কোথায় অন্তরিত হইয়া যায়!! তখন তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র-রূপ পিতামাতার ক্রন্দন-ধ্বনি, গুরুজনের তাড়না, বন্ধুদিগের সানুনয় বচন, আকাশে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া আবার দেবগণকে রক্ষা ও অভয় দান করা কাহার কার্য্য? বিষ্ণুরই * আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জগৎ-বিদিত শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা মহাত্মা বেদব্যাসেরও ঐ একবাক্য। যুধিষ্ঠিরকে, দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতির উৎপাতে যেরূপ পীড়িত হইতে হয় তাহা সকলেই আপনার মানস-কুরু-ক্ষেত্রেও পরিদর্শন করিতে পান। যুধি অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির যুধি-ষ্ঠির প্রত্যেকের বিবেক। কারণ, বিবেকই কেবল যুদ্ধকালে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন। যুধিষ্ঠিরবৎ বিবেক আবার ধর্ম্মপুত্র। কারণ ধর্ম্ম না থাকিলে বিবেক দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সেইরূপ অসুরপ্রকৃতিক দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুর্ম্মর্ষণাদি ক্রোধ অহঙ্কার হিংসা ভয় প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ ইহারা উহাদের ন্যায় দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন অর্থাৎ দুঃখে পরাজিত ও শাসিত হয়। ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি অসুরগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয়। কারণ ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্রধারী নৃপ সম্পদশালী। সম্পদ হইতেই ঐ সকল ক্রোধ অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সম্পদ আবার ধৃতরাষ্ট্রের

---

* (বিষ ধাতু নু) যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

ন্যায় জন্মান্ধ, কারণ ইহার চক্ষু নাই। হায়! যুধিষ্ঠিরকে ইহাদের উৎপাতে অরণ্যে পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত গতসর্ব্বস্ব যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার্থ মহর্ষি বেদব্যাস কি উপায় চিন্তা করিয়াছেন? পরোক্ষদর্শী মহর্ষে! তোমার মতে কৃষ্ণ* ভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই! যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার সিংহাসনে বসাইয়া রাজমুকুট পরিধান করাইতে ও পুনঃ নানা সমৃদ্ধিতে পরিবেষ্টিত করিতে কৃষ্ণই পারেন। বস্তুতঃ নানা দোষে উত্ত্যক্ত শ্রীহীন বিবেক এক একটী প্রবল দোষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন অরণ্যবাসীর ন্যায় সমুদয়সুখবিবর্জ্জিত ও গতসর্ব্বস্ব হয়, তখন তাহাকে আবার বাল্যাবস্থার ন্যায় মানসের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় উপনীত করিতে ও বিজয়-মুকুট-ধারণে সুশোভিত করিতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আছে!

কয়েকটী সন্দেহের মীমাংসা। ১ম। ঈশ্বর যে নিরাকার ও মানুষবুদ্ধির অগম্য তাহার প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। যাহাকে কেহ কখন দেখেন নাই, দেখিতে পাইবেনও না, তাহার কিরূপ আকার সিদ্ধান্ত করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ মহর্ষি দেবর্ষিগণ ঈশ্বরতত্ত্বে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও ঈশ্বরের আকার স্বীকার করেন নাই। বেদাংশ সংহিতাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে 'আছেন' ভিন্ন পরমেশ্বরের আর কি জানা যাইতে পারে? বস্তুতঃ যিনি যত পরিমাণে ঈশ্বরতত্ত্বে

---

* কৃষ্ণ—কৃষ(কর্ষণ করা)-ন—যিনি মনুষ্যের পাপ কর্ষণ করেন।

পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন তিনি তত দৃঢ়ভাবে 'ঈশ্বর আছেন' মাত্র বলিবেন। এবং তিনিই ঈশ্বর দর্শন করেন যিনি স্পষ্ট বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আমার সমক্ষে রহিয়াছেন। এই-জন্যই যখন ধ্রুব তাঁহার হরিদর্শনেচ্ছুক জননীকে বার বার বলিতে লাগিলেন, মা! এই আমার সম্মুখগত হরি দর্শন কর, তখন তাঁহার মাতা দেখিতে পাইলেন না। কেমন করিয়াই বা দেখিবেন? তিনি ত নেত্রদৃশ্য নন, তিনি বিশ্বাসী-দিগের মানসদৃশ্য।

২য়। মনুষ্য নিরাকার পদার্থ দর্শন করিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। এই সত্যটী পরমেশ্বর দেহ-গঠন-প্রণালীতেই অবিরত বুঝাইয়া দিতে-ছেন। তুমি সকলের মুখ দেখিতে পাও কিন্তু আত্মমুখ কিরূপ তাহা জান না। যদি দর্পণে দুই এক বার আত্ম-প্রতিবিম্ব অবলোকন কর তাহা তোমার কতক্ষণ স্মরণ থাকে? কিন্তু যদিও তুমি আপনার মুখাকৃতি স্মরণ করিয়া রাখিতে পার না, তথাপি তুমি যে অপরদিগের হইতে কোন বিভিন্ন পুরুষ, ইহা সর্ব্বদা বুঝিতে পারিতেছ, এবং প্রত্যেক কার্য্যে সে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছ। স্নেহ, দয়া, অনুরাগ, প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলির আকার নাই, তথাপি কি ইহাদিগকে আমরা বুঝিতে পারি না?

৩য়। এক দিবস একটী শিশু সন্তান তাহার স্নেহ-ময়ী জননীকে জিজ্ঞাসা করিল 'মা! তারকনাথ কোথায় আছেন? তিনি কি তোমার কথা শুনিতে পাইতেছেন?'

জননী উত্তর করিলেন "বৎস! তারকনাথ সর্ব্বত্রই আছেন। যে তাঁহাকে যখনই ডাকে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা শুনিতে পান"। এইরূপ উত্তর প্রদান বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, কারণ মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ এইরূপ স্থলে এই-রূপ উত্তর প্রদান করিবে। যিনি ঈশ্বরকে যেরূপ আকারে আবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হউন না, অন্তরে যে সর্ব্ব সময়ে তাঁহার নিরাকারত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশিত হইবে তাহা কে নিবারণ করিয়া রাখিবে?

যখন কোন ব্যক্তি "পরমেশ্বর আছেন, তিনিই ইহার বিচার করিবেন" ইত্যাদি বাক্য কহিতে থাকেন, তখন কি তিনি পরমেশ্বরের কোন আকার ভাবেন? আকার ভাবিতে সময় অপেক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার অবস্থান তৎক্ষণাৎই বুঝা যায়। এই রূপ কাহাকেও বুঝাইতে হয় না, ইহার জ্ঞান স্বাভাবিক।

কিন্তু নিরাকার পদার্থ কিরূপে কার্য্য করিতে পারেন? ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে নিরাকার পদার্থই বস্তুতঃ সকল কার্য্য করিতে পারে। মনুষ্যের মন নিরাকার, কারণ আকারের যে সকল গুণ আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ দ্বারা উপলব্ধি আছে মনের তাহা নাই। ইহার আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের ন্যায় না কোন রঙ্গ, না বিস্তৃতি, না শীতোষ্ণ বন্ধুরাদি-স্পর্শ গুণ, না গন্ধ, না শব্দ আছে। কিন্তু এই নিরাকার মন আত্ম-অধীনস্থ দ্রব্যগুলির উপর কি না প্রভুত্ব করিতেছে!

মন যেমনি ইচ্ছা করিল, অমনি হস্ত পদ সমুদয় প্রত্যঙ্গগুলি চলিতে লাগিল। মন যেমনি কোন অভিনব সুখে সুখিত হইল, অমনি মুখ বিকাশিত হইল, শরীরের লোমগুলি কদম্ব-কোরকের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখ হইল। মন যেমন ক্রুদ্ধ হইল, অমনি শোণিতকোষ হইতে শোণিত উঠিয়া মস্তক পূরিত করিল। মন যেমনি ভীত হইল, অমনি সমুদয় শরীর নিস্পন্দভাব ধারণ করিল। মন যেমনি শোক দুঃখে তাপিত হইল, হৃদয়ের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইল, কোথা হইতে বারি আসিয়া মুক্তাফলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এবং মধ্যে মধ্যে যেন হৃদয় সঙ্কুর্ণিত হইল, বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অধিক শোকপ্রভাবে শোণিতকোষ এমন কি ছিন্ন হইয়া মানুষকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে! এ সকল কাহার ক্ষমতা! নিরাকার মনের কি ক্ষমতা নহে? মন যদি আত্ম-অধীনগত সমুদয় দ্রব্য এরূপ চালাইতে সক্ষম হইল, তখন জগতের প্রাণ পরমেশ্বর কেবল ইচ্ছায় কি আত্ম-অবয়ব স্বরূপ জগৎ চালাইতে পারেন না?

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।